NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

২ মিষ্টির ছোঁয়ায় দীপাবলিতে 'মিষ্টতার' আলোক

মুখ্যমন্ত্রী মানসিক ভারসাম্য হারাচ্ছেন, তিনি মিথ্যাবাদী: শুভেন্দু ২

কলকাতা ২০ অক্টোবর ২০২৫ ২ কার্তিক ১৪৩২ সোমবার উনবিংশ বর্ষ ১২৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 20.10.2025, Vol.19, Issue No. 128, 8 Pages, Price 3.00

রবিবার বিজেপি নেতা তাপস রায়ের কালীপুজোর উদ্বোধনে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং-সহ অন্যান্য নেতা-নেত্রীরা। ছবি: অদিতি সাহা

কালীপুজো উদ্বোধনে গিয়ে আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার সকাল থেকেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘিতে অশান্ত পরিস্থিতি। অভিযোগ, স্থানীয় তৃণমূল মহিলা কর্মীরা সংগঠিতভাবে বিক্ষোভ দেখান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে। বিজেপি সূত্রে দাবি, দু'বার তাঁর গাড়ির উপর হামলার চেষ্টা হয়। শুভেন্দুর বক্তব্য, 'এরা বাংলাদেশি মুসলিম, এই বাংলাদেশি মুসলিমদের দিয়ে তৃণমূল এটা করিয়েছে। এদের নেত্রীর নাম রেখা গাজি।' তিনি আরও বলেন, 'তৃণমূল জেলা পরিষদ সদস্য রেখা গাজি, যাঁর সঙ্গে সহযোগিতা ও সমর্থন দেন এসপি কোটেশ্বর রাও। আমার গাড়ি আটকানোর অন্তত সাতটি জায়গায় চেষ্টা করা হয়েছিল এবং লালপুর মাদ্রাসার সামনেই হামলা ঘটেছিল।' শুভেন্দুর দাবি, 'আমার গাড়িতে নয়, আমাকেই লক্ষ্য করে হামলা হয়েছে। আমি ভিতরে থাকায় রক্ষা পেয়েছি। এরা বর্বর। ধর্মপালন করতেও বাধা দিচ্ছে।'

> **আমার গাড়িতে নয়, আমাকেই লক্ষ্য করে হামলা হয়েছে। আমি ভিতরে থাকায় রক্ষা পেয়েছি। এরা বর্বর। ধর্মপালন করতেও বাধা দিচ্ছে। রাজ্যে হিন্দুদের ধর্মপালনে বাধা দেওয়া হচ্ছে, অনুপ্রবেশকারীরা ঢুকে পড়েছে, সাধারণ মানুষ নিরাপদ নন।**
>
> — শুভেন্দু অধিকারী

শুভেন্দু অধিকারী এদিন রায়দিঘির সাতঘরা এলাকায় কালীপুজোর উদ্বোধনে যাচ্ছিলেন। পথে দক্ষিণ বিষ্ণুপুর মোড়ে তাঁর কনভয় আটকে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূলের মহিলা কর্মীরা। হাতে প্ল্যাকার্ড, গলায় পোস্টারে লেখা, 'বাংলার শ্রমিকদের উপর অত্যাচার বন্ধ করুন', '১০০ দিনের টাকা দিন, তারপর রাজনীতি করুন'। বিজেপির অভিযোগ, সব কিছুই ছিল পূর্বপরিকল্পিত রাজনৈতিক হামলা।

তৃণমূলের পক্ষ থেকে অবশ্য দাবি করা হয়েছে, এটা সাধারণ প্রতিবাদ, হামলার অভিযোগ ভিত্তিহীন। কিন্তু শুভেন্দুর অভিযোগ, 'রাজ্যে হিন্দুদের ধর্মপালনে বাধা দেওয়া হচ্ছে, অনুপ্রবেশকারীরা ঢুকে পড়েছে, সাধারণ মানুষ নিরাপদ নন।' তিনি ঘোষণা করেছেন, জগদ্ধাত্রী পুজোর পর আবার রায়দিঘি ফিরবেন, এবার দলীয় পতাকা হাতে নিয়ে। রাজনৈতিক মহলের মতে, উৎসবের মরসুমে এই ঘটনা রাজ্যের উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতির নতুন ইঙ্গিত দিল।

ল্যুভরে লুঠপাট

মিউজিয়ামের জানালা কেটে গয়না চুরি নেপোলিয়নের!

প্যারিস, ১৯ অক্টোবর: ঠিক যেন 'ধুম' সিরিজের সিনেমার বাস্তব প্রতিফলন! আর জটায়ু থাকলে হয়তো লিখতেন, 'ল্যুভরে লুঠপাট'!

ফ্রান্সের ল্যুভর মিউজিয়ামে চুরি। সাত মিনিটেরও কম সময়ে ফ্রান্সের ল্যুভর মিউজিয়াম থেকে ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টের গয়না চুরি করেছে দুষ্কৃতীরা! ফরাসি সময় অনুযায়ী, রবিবার তখন সকাল সাড়ে ৯টা। আস্তে আস্তে ভিড় বাড়ছে প্যারিসের অন্যতম দর্শনস্থল ল্যুভর মিউজিয়ামের সামনে। কিছু ক্ষণ পর পর্যটকরা মিউজিয়ামের ভিতরে প্রবেশ করা শুরু করতেই ধরা পড়ে, নেপোলিয়নের গয়না লুঠ হয়ে গিয়েছে! এই চাঞ্চল্যকর খবর রটতেই তুমুল হুড়োহুড়ি লেগে যায় মিউজিয়ামে। ছোটাছুটি শুরু করে দেন পর্যটকরা। তার কিছু ক্ষণের মধ্যে পর্যটকদের বার করে বন্ধ করে দেওয়া হয় মিউজিয়াম। ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় পুলিশ। চুরির খবর নিশ্চিত করেছেন ফ্রান্সের সংস্কৃতি মন্ত্রী রাশিদা দাতি।

এক্স মাধ্যমে দাতি লিখেছেন, 'আজ সকালে ল্যুভর মিউজিয়াম খোলার সময়ে চুরির ঘটনা নজরে আসে।' দাতি জানিয়েছেন, কীভাবে এমন ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে অপরাধমূলক তদন্ত শুরু হয়েছে। কী চুরি হয়েছে, তা এখনও জানা যায়নি। প্রসঙ্গত, ল্যুভর বিশ্বের সর্বাধিক পরিদর্শন করা জাদুঘর এবং এখানে অনেক বিখ্যাত শিল্পকর্ম ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র রয়েছে। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, গয়না চুরি হয়েছে। ফরাসি পুলিশের দাবি, সুপরিকল্পিত ভাবেই এই লুঠ করা হয়েছে। ঘটনার পরপরই মিউজিয়ামের কর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। লুঠপাটের কিনারা করতে সকলকে সহযোগিতার আবেদন জানিয়েছেন মন্ত্রী দাতি।

প্রাথমিক ভাবে ফ্রান্সের সংবাদ সংস্থা এএফপি জানায়, সকাল সাড়ে ৯টা থেকে ৯টা ৪০-এর মধ্যে ঘটনাটি ঘটেছে। যদিও পরে সে দেশের অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী লরা নুনিয়া জানান, সাত মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে এই অপারেশন চালানো হয়েছে। এক ফরাসি সংবাদমাধ্যমকে মন্ত্রী জানিয়েছেন, তিন-চার জন ঘটনাটি ঘটিয়েছে। অ্যাপোলো গ্যালারির দু'টি জিনিস তাদের নজরে ছিল। তারা আগে রেকি করেও গিয়েছিল। মন্ত্রীর কথায়, 'কোথা থেকে চেরি পিকার (এক ধরনের হাইড্রলিক ল্যাডার) পেয়েছিল ওরা? সেটার সাহায্য নিয়ে মিউজিয়ামের ভিতরে প্রবেশ করেছে। তার পর অমূল্য গয়নাগাটি চুরি করে পালিয়েছে!'

লিয়োনার্দো দ্য ভিঞ্চির প্রখ্যাত শিল্পকর্ম 'মোনালিসা'র ঘর বলেই পরিচিত ল্যুভর। প্রায় ৩ লক্ষ ৮০ হাজার দর্শনীয় জিনিস রয়েছে এই জাদুঘরের সংগ্রহে। প্রদর্শন করা হয় অন্তত ৩৫ হাজার। আঠারোশো শতকে ফ্রান্সের রাজা-রানিদের মুকুট সমস্ত সাজিয়ে রাখা রয়েছে এই মিউজিয়ামে, যা পর্যটকদের কাছে বেশ আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্য। সেগুলির মধ্যেই অন্যতম হল নেপোলিয়নের এবং সম্রাজ্ঞী জোসেফিনের কিছু গয়না, যা ১৮০৪ সালে তাঁদের অভিষেকের পর তৈরি করানো হয়েছিল। সেগুলির মধ্যে অনেক গয়নাই ফরাসি বিপ্লবের সময়ে ছিনতাই করা হয়েছিল। তার মধ্যে কিছু গয়না পরে উদ্ধার করা হয়। এ বার মোট ন'টি গয়না চুরি হয়েছে। তার মধ্যে অতি দামি ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব সমৃদ্ধ নেকলেস, ব্রোচ-সহ আরও অনেক কিছু রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, মিউজিয়ামের যে পাশ দিয়ে শ্যেন নদী বইছে, সেই অংশে সংস্কারের কাজ চলছে। সংস্কারের কাজের প্রয়োজনে যে বাস্কেট লিফ্ট ব্যবহার করা হচ্ছে, তাতে করেই উপরে উঠেছিল দুষ্কৃতীরা। ডিস্ক কাটার (গাছ বা কাঠ কাটার যন্ত্র) দিয়ে জানালা কেটে তারা ভিতরে প্রবেশ করে। দু'জন ভিতরে ঢুকেছিল। এক জন বাইরে ছিল বলে দাবি করেছে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলি।

যদিও এই ঘটনা নতুন নয়। ল্যুভর থেকে আগেও বহুমূল্য জিনিস চুরি গিয়েছে। ১৯১১ সালে সেখান থেকে মোনালিসার ছবিই চুরি গিয়েছিল। জাদুঘরেরই এক কর্মী তা চুরি করেছিলেন। দু'বছর পরে সেই ছবি উদ্ধার হয়। একবার গ্রীষ্মকালে ভিড়ের চাপে ল্যুভর মিউজিয়ামের বিখ্যাত মোনালিসার ছবি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবে এবারের ঘটনা আরও গুরুতর।

অনুপ্রবেশ ইস্যুতে আবার তৃণমূলকে নিশানা শাহের

নয়াদিল্লি, ১৯ অক্টোবর: বঙ্গে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ এবং জনবিন্যাস বদল নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরেই সরব বিজেপি। কিন্তু এই ইস্যুতে রাজ্যের শাসক দলকে কাঠগড়ায় তুলতে গেলেই পালটা প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে। তৃণমূল প্রশ্ন তোলে, সীমান্ত রক্ষা তো বিএসএফের এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের দায়িত্ব। তা হলে অনুপ্রবেশের দায় কেন রাজ্য সরকারে উপর চাপানো হয়? কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ স্পষ্ট জানালেন, সীমান্তে সব সময় অনুপ্রবেশ রুখে দেওয়া সম্ভব হয় না। তাঁর দাবি, সীমান্তের পরিস্থিতি সহজ নয়। বহু রকম প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়। তিনি উলটে নিশানা করেন বাংলা ও ঝাড়খণ্ডের সরকারকে। প্রশ্ন তোলেন, ওখানেই কেন অনুপ্রবেশ হয়?'

এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য, 'সীমান্ত এলাকাটা সহজ জায়গা নয়। প্রচুর নদীনালা থাকে, বনজঙ্গল থাকে, পাহাড় থাকে। সেখানে সব সময় ফেন্সিং লাগানোও সম্ভব হয় না। ২৪ ঘণ্টা নজরদারিও সম্ভব নয়। অনেক সময় চেক পোস্ট তৈরি করলেও সেটা ভেসে যায়। যারা বাংলাদেশ বা পাকিস্তান সীমান্তে গিয়েছেন, তাঁরা জানেন। লুটিয়েন্স দিল্লিতে বসে প্রশ্ন তোলা সহজ।' এর পরই পালটা রাজ্য সরকারগুলির উপর তোপ দাগেন শাহ। তাঁর দাবি, 'রাজস্থান, গুজরাত, অসমে আমাদের সরকার, সেখানে অনুপ্রবেশ হয় না। কিন্তু বাংলা, ঝাড়খণ্ডে অন্য দলের সরকার, সেখানেই কেন অনুপ্রবেশ? কারণ, তৃণমূলের মতো দল ভোটব্যাঙ্কের জন্য অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয় দেয়। রেড কার্পেট বিছিয়ে তাঁদের স্বাগত জানানো হয়।'

> **রাজস্থান, গুজরাত, অসমে আমাদের সরকার, সেখানে অনুপ্রবেশ হয় না। কিন্তু বাংলা, ঝাড়খণ্ডে অন্য দলের সরকার, সেখানেই কেন অনুপ্রবেশ? কারণ, তৃণমূলের মতো দল ভোটব্যাঙ্কের জন্য অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয় দেয়। রেড কার্পেট বিছিয়ে তাঁদের স্বাগত জানানো হয়।**
>
> — অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

শাহের প্রশ্ন, 'অনুপ্রবেশের পর অনুপ্রবেশকারীরা যেখানে থাকার জন্য যাচ্ছেন, সেখানে কেন নজরদারি চালানো হয় না? একটা গ্রামে নতুন কেউ এলে কেন স্থানীয় প্রশাসন জানবে না?' শাহের হুঙ্কার, ২০২৬-এ বাংলায় মমতার সরকারকে উৎখাত করতে পারলে অনুপ্রবেশও বন্ধ হবে।

দীপোৎসবের আলোয় ভাসল অযোধ্যা

অযোধ্যা, ১৯ অক্টোবর: দীপাবলির আলোয় ভেসে গেল অযোধ্যা। উত্তরপ্রদেশের পবিত্র শহর আবার ইতিহাস গড়ল বিশ্বমঞ্চে। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের নেতৃত্বে অযোধ্যার দীপোৎসবে তৈরি হল দু'টি গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড। সন্ধ্যায় গোধূলি লগ্নে, সরযূ নদীর তীরে লক্ষাধিক প্রদীপের আলোয় যখন আকাশজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল শুভ্রতা আর ভক্তির ছোঁয়া, ঠিক তখনই উত্তরপ্রদেশ সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হয় গিনেস রেকর্ডের সার্টিফিকেট। প্রথম রেকর্ডটি 'সবচেয়ে বেশি মানুষ একসঙ্গে প্রদীপ ঘোরানোর' জন্য। দ্বিতীয়টি 'সবচেয়ে বড় প্রদীপ প্রজ্বলন প্রদর্শনী'র জন্য, যেখানে মোট ২৬,১৭,২১৫টি প্রদীপ একসঙ্গে জ্বালানো হয়। এই ঐতিহাসিক আয়োজনের দায়িত্বে ছিল উত্তরপ্রদেশ পর্যটন দফতর, অযোধ্যা জেলা প্রশাসন এবং রাজ্য সরকার।

মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ নিজে মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলেন, 'অযোধ্যা আজ শুধু আলোয় নয়, ভক্তিতে ও ঐতিহ্যে উজ্জ্বল। এটি ভারতের আধ্যাত্মিক ঐক্যের প্রতীক। রাম রাজ্যের আদর্শে আমরা এগিয়ে চলেছি। এই দীপোৎসব বিশ্বকে দেখিয়েছে যে, বিশ্বাস ও ঐতিহ্য একসঙ্গে থাকলে ইতিহাস তৈরি হয়।' নাম না-করে বিরোধীদের নিশানা করে যোগী বলেন, 'রামদ্রোহীদের দীপোৎসব ভালো লাগবে না। রাজ্যের ক্ষমতায় থাকাকালীন কবরস্থানের সীমানা প্রাচীর তুলত।' মুলায়ম জমানায় করসেবকদের ওপর গুলিচালনার স্মৃতি উসকে যোগী এ-ও বলেন, 'ওরা গুলি চালাত, আমরা আলো জ্বালিয়েছি।' তাঁর অভিযোগ, বছরের পর বছর ধরে বিরোধীরা রাজ্যকে আঁধারে ডুবিয়ে রেখেছিল।

সরঞ্জাম পুড়ল পরমাণু কেন্দ্রের

■ **বিমানবন্দরের অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে গেল বাংলাদেশের পরমাণুকেন্দ্রের সরঞ্জাম। শনিবার ঢাকার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আগুন ধরে যায়। ওই অগ্নিকাণ্ডের নেপথ্যে নাশকতার ছক ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এরই মধ্যে জানা গেল, পরমাণুকেন্দ্রের জন্য রাশিয়া থেকে আমদানি করা ১৮ টন সামগ্রীও পুড়ে গিয়েছে অগ্নিকাণ্ডে। পাবনা জেলার ঈশ্বরদীর রূপপুরে দুই ইউনিটের পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি করা হচ্ছে। প্রথম ইউনিটটিতে চলতি বছরের ডিসেম্বর থেকেই বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নির্ধারিত ওই সময়ের মধ্যে তা চালু করা সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় বাংলাদেশের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন বিভাগের।**

ট্রাম্পের নীতির বিরুদ্ধে 'নো কিংস' বিক্ষোভ

নিউ ইয়র্ক, ১৯ অক্টোবর আমেরিকা: জুড়ে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের আয়োজন। স্থানীয় সময় শনিবার নিউ ইয়র্ক সিটির আইকনিক টাইমস স্কোয়ারে সমাবেশ শুরু হয়। কিছুক্ষণেই হাজার-হাজার মানুষ সেখানে উপস্থিত হন। রাস্তা এবং মেট্রো রেলের প্রবেশপথগুলিতে 'রাজতন্ত্র নয়, গণতন্ত্র' এবং 'সংবিধান ঐচ্ছিক নয়' স্লোগান লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভকারীরা ভিড় জমান। শনিবার মার্কিন মুলুকের বহু অঞ্চলেই দেখা গিয়েছে ট্রাম্পবিরোধী মিছিল। জানা যাচ্ছে, সবশুদ্ধ ৭০ লক্ষেরও বেশি মানুষ এদিন পথে নেমেছিলেন। তাঁদের দাবি, প্রেসিডেন্টের বহু নীতিই তাঁদের পছন্দ নয়। প্রধান মার্কিন শহরগুলি, যেমন ওয়াশিংটন ডিসি, আটলান্টা, নিউ ইয়র্ক, সান ফ্রান্সিসকোতে মিছিলে ছিল রীতিমতো জনারণ্য। কেবল নিউ ইয়র্কেই লক্ষাধিক মানুষের জমায়েত হয়েছিল বলে দাবি উদ্যোক্তাদের। আমেরিকার পতাকা হাতে নিয়ে সেই মিছিলের পরিষ্কার স্লোগান, 'নো মোর ট্রাম্প।' অর্থাৎ, আর নয় ট্রাম্প। লন্ডনে আমেরিকার দূতাবাসের সামনেও বিক্ষোভ দেখালেন শতাধিক সাধারণ মানুষ। হাতে 'নো কিংস' লেখা পোস্টার। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসন নীতির বিরুদ্ধেই এই প্রতিবাদ।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসন, শিক্ষা এবং নিরাপত্তা নীতির বিরুদ্ধে এই ক্ষোভের প্রকাশ। বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় বসার পর থেকে ট্রাম্প অভিবাসন দমন অভিযান,

বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য ফেডারেল তহবিল হ্রাস করার হুমকি এবং বেশ কয়েকটি রাজ্যে ন্যাশনাল গার্ড সেনা মোতায়েনের অনুমোদন দিয়েছেন। এই কয়েকটি ছাড়াও ট্রাম্পের আরও একাধিক সিদ্ধান্তে তিতিবিরক্ত সেখানকার বাসিন্দারা। তাঁদের দাবি, ট্রাম্প স্বৈরাচারী শাসন চালাচ্ছেন, আর ওই ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই মূলত প্রতিবাদ। নিজেদের জমায়েত, ক্ষোভ উগরে দেওয়া প্রসঙ্গে তাঁরা জানিয়েছেন, 'নো কিংস' আন্দোলনের মূল নীতি হল অহিংসা।

বিক্ষোভের আগে ট্রাম্পের সহযোগীরা বিক্ষোভকারীদের উপর চরম বামপন্থী অ্যান্টিফা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ এনেছিলেন এবং এই জমায়েতকে আমেরিকার ঘৃণা সমাবেশ বলেও উল্লেখ করেছিলেন। এমন প্রতিবাদেও ট্রাম্প আছেন ট্রাম্পেই। একটি এআই ভিডিও শেয়ার করলেন তিনি, যেখানে তাঁকে দেখা গিয়েছে রাজবেশেই। অর্থাৎ, মুকুট মাথায়। টাইমস স্কোয়ারে 'কিং ট্রাম্প' নামের এক যুদ্ধবিমানে চড়ে এসে প্রতিবাদীদের মাথার উপরে কাদাসদৃশ জল ঢালছেন তিনি! হলিউডের বিখ্যাত 'টপ গান' সিরিজের দৃশ্যের সঙ্গে অনেকেই মিল পেয়েছেন ট্রাম্পের এই ভিডিওর। তবে দমতে রাজি নন প্রতিবাদীরা। শিকাগোর গ্র্যান্ট পার্কে এক জনসভায় ৮০ বছরের মেরিলিন রিকেন বলছেন, 'পরিবর্তন এভাবেই আসে।' তাঁর চোখের সামনেই তখন আমেরিকান সংবিধানের এক রেপ্লিকায় সই করছেন প্রতিবাদীরা। সকলেই চাইছেন প্রতিবাদ করতে।

সংঘর্ষবিরতির মধ্যেই ফের গাজায় হামলা ইজরায়েলের

গাজা, ১৯ অক্টোবর: দিনকয়েক আগেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সৌজন্যে শান্তিচুক্তি হয়েছিল ইজরায়েল এবং হামাসের মধ্যে। সেই সংঘর্ষবিরতির মধ্যেই আবার গাজায় হামলা চালাল ইজরায়েল। তাদের অভিযোগ, হামাসই সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন করছে। সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা'র প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিভিন্ন ইজরায়েলি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, রাফা এবং দক্ষিণ গাজার একাংশে ইহুদি সেনা হামলা চালিয়েছে। সে দেশের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইজরায়েল কার্টজের মধ্যে ফোনে কথোপকথনের পরই গাজায় হামলার সিদ্ধান্ত।

প্রসঙ্গত, আমেরিকার দাবি, গাজায় হামাসই হামলার ছক কষছে। আমেরিকার তরফ থেকে শনিবার (স্থানীয় সময়) একটি বিবৃতি জারি করা হয়। তাতে বলা হয়, আমেরিকা 'বিশ্বস্ত সূত্রে' খবর পেয়েছে, হামাস নতুন হামলার পরিকল্পনা করছে। বিবৃতিতে এ-ও বলা হয়, 'প্যালেস্টাইনের সাধারণ নাগরিকদের বিরুদ্ধে এই পরিকল্পিত আক্রমণ যুদ্ধবিরতি চুক্তিকে সরাসরি লঙ্ঘন করবে। মধ্যস্থতার মাধ্যমে যুদ্ধ বন্ধের ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি হয়েছে তাকে নষ্ট করবে।' হামাসকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলা হয়েছে, 'যদি হামাস এই আক্রমণ চালিয়ে যায়, তা হলে গাজার জনগণ এবং যুদ্ধবিরতি রক্ষার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' যদিও প্যালেস্টাইনপন্থী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের দাবি, তারা এই ধরনের কোনও পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত নয়।

কলকাতার কালীপুজোর রঙিন আভা
শহরের বিখ্যাত মণ্ডপ ও দেবী দর্শনের গল্প

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার উৎসবমুখর পরিবেশে কালীপুজো একটি বিশেষ স্থান দখল করে রেখেছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তরা ও দর্শনার্থীরা এই সময়কালেই এখানে এসে পুজোর আনন্দ উপভোগ করেন। ইতিহাস ও লোককথার পাতায় বহু কাহিনি এই উৎসবের সঙ্গে যুক্ত, যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বলা হয়।

শহরের প্রধান কালীপুজো

কলকাতায় দর্শনার্থীর ভিড় সবচেয়ে বেশি দেখা যায় দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরে। এখানে দেবী ভবতারিণী রূপে পূজিত হন। কার্তিক মাসের অমাবস্যার দিনে মন্দিরটি দীপালঙ্কৃত হয় এবং দেশের নানা প্রান্ত থেকে মানুষ এখানে আসেন মায়ের দর্শন পেতে।

কালীঘাটের ঐশ্বর্য

কালীঘাট একান্নপীঠের অন্যতম পীঠ। হিন্দুশাস্ত্র অনুযায়ী মা কালী সর্বাধিক জাগ্রত দেবী, তাই এখানে ভক্তদের আনুগত্যও গভীর। মন্দির সংলগ্ন কুণ্ডে সতীর ডান পায়ের আঙুল রাখা আছে, যা এখনও সিন্দুকে সংরক্ষিত।

টালিগঞ্জ করুণাময়ী কালী মন্দির

ইতিহাস বলছে, নন্দদুলাল রায়চৌধুরীর কন্যা করুণাময়ীর মৃত্যুর পরে স্বপ্নাদেশে মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। তাঁর বাবা সেই নির্দেশ অনুযায়ী কষ্টিপাথর থেকে মূর্তি তৈরি করে 'মা করুণাময়ী' নামে পুজো শুরু করেন। আজও উৎসবের দিনে বহু দর্শক এখানে ভিড় জমান।

উত্তর কলকাতার ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি

এ মন্দিরটি প্রাচীন ও জনপ্রিয়। শোনা যায়, অতীতে ডাকাতদের সতর্ক করতে এখানে ঘণ্টা বাজানো হত, তাই মন্দিরের নাম ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি। প্রতি বছর কালীমূর্তিকে নতুন সাজানো হয় এবং অগণিত ভক্ত তা দেখতে ভিড় করেন।

ফিরিঙ্গী কালীবাড়ি

উনিশ শতকে পর্তুগিজ বংশোদ্ভূত অ্যান্টনি হেন্সম্যান এই মন্দিরে আসেন এবং তাঁর অনুপ্রেরণায় সিদ্ধেশ্বরী কালী মা এখানে পূজিত হন। স্থানীয়ভাবে ভক্তরা তাঁকে 'ফিরিঙ্গি কালী' নামেও সম্বোধন করেন।

সিদ্ধেশ্বরী কালী, কুমোরটুলি

বহু বছর আগে কালীবর নামে এক সন্ন্যাসী কুমোরটুলি অঞ্চলে হোগলাপাতার ছাউনিতে শ্যামা মায়ের আরাধনা শুরু করেছিলেন। নিজেই সিদ্ধেশ্বরী কালীমূর্তি তৈরি করে পুজো করতেন। সেই সময় এই জঙ্গলময় অঞ্চল ছিল ডাকাতের অধীনে। দেবী সিদ্ধেশ্বরী হয়ে ওঠেন ডাকাতদের দেবী। শোনা যায়, দেবী সিদ্ধেশ্বরীর কাছে নরবলিও হত। পরে শত্রুঘ্ন ও তারাচরণ নামে দুই ব্রাহ্মণ ছেলের হাতে মা সিদ্ধেশ্বরীর পুজোর দায়িত্ব এল। তাঁরা শ্যামা মাকে পারিবারিক দেবীরূপে গড়ে তুললেন। কাপালিক ও ডাকাতদের পূজিতা মা সিদ্ধেশ্বরী হয়ে উঠলেন গৃহীর 'মা'। মা সিদ্ধেশ্বরী মাটির তৈরি মূর্তি।

প্রতি অম্বুবাচীতে মাকে পুরোপুরি স্নান করানো হয়। অথচ আশ্চর্য, মাটির মূর্তি ধুয়ে যায় না। এই মন্দিরের দুয়ারে এসে আকুতি জানিয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'ওরে এই মা সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।' একবার কেশবচন্দ্র সেনের রোগমুক্তির জন্য ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মা সিদ্ধেশ্বরীর কাছে ডাব আর চিনি মানত করেছিলেন। নাট্যসম্রাট গিরিশ ঘোষও আসতেন কুমোরটুলির সিদ্ধেশ্বরী মায়ের কাছে। তাঁর রচিত নাটক উৎসর্গ করতেন দেবীর চরণে। আদর করে দেবীকে বলতেন 'উত্তর কলকাতার গিন্নি'। দীপান্বিতা কালীপুজোয় প্রায় সারা রাত মন্দির খোলা থাকে। ভক্তরা দেখেন মায়ের পুজো। কালীপুজোয় মায়ের ভোগে থাকে খিচুড়ি, সাদা ভাত, পাঁচ রকমের ভাজা, দু'রকমের তরকারি, মাছের ঝোল, চাটনি, পায়েস ও নানা রকমের মিষ্টান্ন। এছাড়াও মাকে দেওয়া হয় মাংস, যেটা পুজোয় বলি হয়।

কলকাতার এই কালীপুজো কেবল ধর্মীয় আচার নয়, বরং শহরের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অংশ। দীপাবলির আগেই মণ্ডপে আলোকসজ্জা, ভক্তদের উৎসাহ এবং ঐতিহ্যবাহী আচার অনুষ্ঠান শহরকে রঙিন করে তোলে।

মুখ্যমন্ত্রী মানসিক ভারসাম্য হারাচ্ছেন, তিনি রেজিস্টার্ড মিথ্যাবাদী: শুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক 'বহিরাগত' মন্তব্যকে কেন্দ্র করে ফের বিস্ফোরক আক্রমণ শানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, এই মুখ্যমন্ত্রী একজন রেজিস্টার্ড লায়ার। একটাও সত্যি কথা বলেন না। সর্বক্ষণ মিথ্যে বলার মধ্যেই থাকেন। তাঁর মানসিক চিকিৎসার খুবই প্রয়োজন।

শুভেন্দুর অভিযোগ, কখনও বলেন কলকাতায় জল জমলে ফারাক্কা থেকে জল এসেছে, কখনও পাহাড়ে গিয়ে বলেন ম্যানগ্রোভ লাগাতে হবে, কখনও আবার ভুটানের বাঁধ ভাঙার হুঁশিয়ারি দেন। ভূগোল সম্পর্কে সামান্য ধারণাও নেই তাঁর।

'বহিরাগত' প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি দাবি করেছিলেন, তিনি কখনও রাজ্যের অবাঙালি মানুষদের নিয়ে অপমানজনক মন্তব্য করেননি, বরং তাঁর নিশানা ছিল একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রচারিত বহিরাগতরা। কিন্তু শুভেন্দু বলেন, উনি খুব ভালো করে জানেন কী বলেছেন। ভবানীপুরে উনি ভারতীয়দের অপমান করেছেন। গুজরাতি, মারাঠি, শিখ, বিহারী, হিন্দি ভাষাভাষী; সবাই ভারতীয়। কিন্তু উনি ভোটের অঙ্ক কষে বুঝেছেন যে ভবানীপুরে এই সব সম্প্রদায়ের প্রায় ৯০ হাজার ভোটার রয়েছেন। তাই ক্ষতি সামলাতে এখন ড্যামেজ রিপেয়ার করতে গিয়ে আবার মিথ্যের আশ্রয় নিচ্ছেন।

তিনি আরও যোগ করেন, এই মুখ্যমন্ত্রী কখনও অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গা বা বাংলাদেশের মুসলমানদের নিয়ে একটি কথাও বলেন না। কিন্তু বাংলাভাষী হিন্দু আর হিন্দিভাষী হিন্দুদের মধ্যে বিভাজন তৈরি করেন। এটিই তাঁর পুরনো রাজনীতি।

অন্যদিকে, রাজ্যে রাহুল গান্ধির আসন্ন সফর নিয়েও মন্তব্য করেন শুভেন্দু। বলেন, ওই পার্টির কোনও অস্তিত্বই আর নেই। কংগ্রেস এখন তৃণমূলের লেজুড়বৃত্তি করছে। অধীর চৌধুরীকে সরানোই তার প্রমাণ। এখন লড়াই শুধুমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে তৃণমূলের। একদিকে দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল, অন্যদিকে রাষ্ট্রবাদী বিজেপি। আগামী নির্বাচনে লড়াই হবে দেশপ্রেমিকদের সঙ্গে পাকিস্তানপ্রেমীদের।

এবারের কালীপুজোয় জবা ফুলের সরবরাহে সংকট, চাষিরা উদ্বিগ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: কালীপুজোর মুখে আবহাওয়া চাপে রেখেছে ফুলের বাজার। চলতি বছরের অতিবৃষ্টি এবং খামখেয়ালি আবহাওয়ার কারণে জবা ফুলের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে, ফলে ফুলের দাম বাড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

হাওড়া, হুগলি ও মেদিনীপুরের বিভিন্ন ফুলচাষ অঞ্চল থেকে জানা গেছে, চাহিদা অনুযায়ী যথেষ্ট ফুল তোলা সম্ভব হচ্ছে না। বাগনান ব্লকের দামোদর ও রূপনারায়ণ চরের প্রায় পাঁচ হাজার ফুলচাষি প্রতিটি বছর ফুলের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করেন। দেউলটি, ওড়ফুলি, হেলেদীপ, নাচক, ঘোড়াঘাটা, মাকড়দহ, খানজাদাপাড়া, বীরপুর ও কাঁটাপুকুর গ্রামে সারাবছর ফুলচাষ চললেও, উৎসবের আগে চাহিদা বহুগুণ বেড়ে যায়। এ বছর সেই আনন্দে বাধা দিয়েছে প্রকৃতি।

চাষিরা জানান, কয়েক সপ্তাহের টানা বৃষ্টিপাত ও হঠাৎ শীতলতার কারণে গাছের গোড়ায় জল জমে গেছে। এর ফলে পাতা পচে গেছে, অনেক কুঁড়ি ঝরে পড়েছে এবং আর্দ্রতা বৃদ্ধি পাওয়ায় পোকামাকড়ের আক্রমণও বেড়েছে। সব মিলিয়ে জবা ফুলের ফলন প্রায় ৩০-৪০ শতাংশ কমে গেছে।

কালীপুজোর জন্য জবা ফুল অত্যাবশ্যক। প্রতি বছর এই সময়ে জগন্নাথ ঘাটের পাইকারি বাজারে মালা বিক্রির ধুম পড়ে। তবে এ বছর সরবরাহ কম থাকায় ব্যবসায়ীরা দাম বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিচ্ছেন। চাষিদের ধারণা, পাইকারি বাজারে ১০৮ জবা ফুলের মালা বিক্রি হতে পারে ১১০-১২০ টাকায়, খুচরো বাজারে তা ১৫০ টাকাও পৌঁছাতে পারে। গত বছরের তুলনায় দাম ৩০-৪০ শতাংশ বেশি হতে চলেছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২০ শে অক্টোবর, ২ রা কার্তিক। সোমবার। বেলা ২/৫৭ পর্যন্ত চতুর্দশী তিথি। পরে অমাবস্যা তিথি। জন্মে কন্যা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধ র মহাদশা কাল বিংশোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : বন্ধু স্বজন থেকে সতর্ক। পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তির দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চণ্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি : সতর্ক থাকুন। যে প্রভাবশালী নেতা কথা দিয়েছিলেন তা এক মায়া। প্রেমিক কে বিশ্বাস করে-সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন-ভেবেছিলেন কি? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : গুপ্ত শত্রুতা। পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ আদ্যাস্তব পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি : শুভ। নতুন উদ্যমে আবার, জমি-জমা-কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন। পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : বানিজ্যে শুভ। বিশেষত-সাংবাদিক-লেখক-মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলার জন্য সম্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতাণ্ডব স্তোত্র পাঠ করুন শুভ।

তুলা রাশি : কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো। তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে-তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্তোত্র পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মে উন্নতির সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একগুঁয়েমি। উচ্চবিদ্যা বা বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান-সুবর্ণ সুযোগ। আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনস্তত্র পাঠ।

মকর রাশি : সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বৃদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে-বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি।

কুম্ভ রাশি : সদা সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি : আজ গৃহ বাড়িতে দীপদানে শুভ। বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

(আজ কার্তিক অমাবস্যা তিথি, শ্রী শ্রী মহাকালী পুজো। দিবা ২/৫৭ পর্যন্ত চতুর্দশী তিথি, পরে অমাবস্যা মহানিশা। চতুর্দশ শাক ভক্ষণ। শ্রী শ্রী শ্যামা পুজো। দীপাবলি। দেওয়ালি। শ্রী শ্রী অলক্ষ্মী পরে শ্রী শ্রী মহালক্ষ্মী পুজো।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবেই দায়বদ্ধ নয়।

আন্দুলের প্রেমিক মহারাজ ও কালীকীর্তনের অনন্ত রূপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভাব আন্দোলনের উষ্ণতা আগামী দেড় হাজার বছর অক্ষত থাকবে; এমনই দৃঢ় বিশ্বাস ব্যক্ত করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। আর সেই ভাবের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত রয়েছে আন্দুলের 'প্রেমিক মহারাজ'-এর কালীকীর্তন। কালীবন্দনার ইতিহাসে কয়েক শতকের জুড়ে এই কীর্তন ধারায় আন্দুলের 'প্রেমিক মহারাজ'-এর নাম মহিমান্বিত হয়ে আছে। যখনই দেবী কালীর কথা ওঠে, বাঙালির মনন যেন গুনগুন করে ওঠে সাধক রামপ্রসাদ, কমলাকান্তদের শ্যামাসঙ্গীতের ছন্দে। কিন্তু প্রচলিত ধারার বাইরেও এখানে বিদ্যমান এক স্বতন্ত্র ও সাবেকি কালীভজনের ধারা, যার সঙ্গে জুড়ে রয়েছে ১৭৪ বছরের শাস্ত্রীয় সংগীতের নিখুঁত তালমেল। এই ধারার মাধ্যমে দেবী কালীর অঙ্গাঙ্গী জুড়ে রয়েছেন 'প্রেমিক মহারাজ'-এর কীর্তন। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে এই সংগীত ও সংস্কৃতিকে আজও অক্ষত রেখে চলেছে আন্দুল কালী কীর্তন সমিতি।

নামে হয়তো কালীকীর্তন, কিন্তু সম্পূর্ণ শাস্ত্রীয় সংগীতের আধারে গান পরিবেশিত হয়। প্রচলিত কীর্তনে যেমন খোলের ব্যবহার রীতি, সেখানে 'প্রেমিক মহারাজ'-এর কীর্তনে পাখোয়াজ ও তবলা ধ্বনি পরিবেশের গভীরতা বাড়িয়ে দেয়। আন্দুল কালী কীর্তন সমিতির পঞ্চম প্রজন্মের মৈনাক ঘোষ স্মরণ করেন, আমরা যে তক্তপোষে বসেছি, সেই তক্তপোষেই ১৯০১ সালে স্বামী বিবেকানন্দ মা ভবতারিণীর নির্দেশে আমাদের সমিতির ছেলেদের কীর্তনের জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সমিতি ১৮৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, আর ১৪৩ বছর ধরে এটি তার নিজস্ব ও স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত হয়ে আসছে। জন্মলগ্ন থেকেই এটি শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব আন্দোলনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। এই কীর্তনের পরিবেশনার সময় এখনও অনুশীলন মেনে গেরুয়া বস্ত্র, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ও মস্তকে জটাজুট ধারণ করা হয়। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এভাবেই আজও কীর্তন পরিবেশিত হয়। অধুনা মজে যাওয়া সরস্বতী নদীর তীরে, মাশিলা যাওয়ার পথে আন্দুল দক্ষিণ পাড়ায় অবস্থিত 'প্রেমিক ভবন'। এটি কালীকীর্তন ও সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম পীঠস্থান। প্রায় ১৭৪ বছর আগে এখানে জন্মগ্রহণ করেন মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। মাত্র ২২ বছর বয়সে তিনি কলকাতার সংস্কৃত কলেজ থেকে 'কবিরত্ন' উপাধি পান। আন্দুলরাজের সভাকবি হিসেবেও তার কীর্তি প্রতিভাধর ছিল। তিনি পরবর্তীকালে আন্দুল স্কুলের প্রধান সংস্কৃত পণ্ডিত হন।

মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য একদিকে ঈশ্বর সাধনায় নিমগ্ন, অন্যদিকে ঘোরতর সংসারী। সমান উৎসাহী ছিলেন সমাজসেবা, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সংস্কৃতি চর্চায়। তিনি শাস্ত্রীয় সংগীতের আধারে কালীকীর্তন রচনা করেন। ভক্তরাই তাঁকে সম্মানসূচকভাবে 'প্রেমিক মহারাজ' নামে সম্বোধন করেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের পিতা ও মাতার দীক্ষাগুরু ছিলেন এই সিদ্ধ সাধক। বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠার পূর্বে দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরে বসে প্রেমিক মহারাজ নিজেই গান গেয়েছিলেন। সেই গান শুনে স্বামীজি হাঁটু মুড়ে বসে প্রশ্ন করেছিলেন, মা ভবতারিণীর দর্শন বিনা এই গান রচনা অসম্ভব। আপনি কি দর্শন পেয়েছিলেন? প্রেমিক মহারাজ মুচকি হেঁসে উত্তর দিয়েছিলেন; যে হাসির অর্থ শুধুই স্বামীজি ও প্রেমিক মহারাজই জানেন।

এহেন 'প্রেমিক ভবন'-এ বহু সাধক এসেছেন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানায়, একবার স্বামী বিবেকানন্দও এখানে এসেছিলেন। যে তক্তপোষে তিনি বসেছিলেন, তা আজও সংরক্ষিত। ইতিহাস গবেষকরা বলেন, প্রেমিক মহারাজ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সমসাময়িক ছিলেন। এছাড়া তিনি স্বামীজির পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ও মাতা ভুবনেশ্বরী দেবীর গুরুদেবও ছিলেন। গ্রন্থপঞ্জের কালীকীর্তনের উল্লেখ একমাত্র প্রেমিক মহারাজের সংগীতেই পাওয়া যায়।

আজও ধারাবাহিকভাবে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে ঐতিহ্য ও ভক্তিভাবের চূড়ান্ত নিদর্শন হিসেবে 'প্রেমিক মহারাজ'-এর কালীকীর্তন অক্ষতভাবে পরিবেশিত হয়ে আসছে। প্রতিটি সুরে, প্রতিটি তালমেলে, পাঠক যেন আন্দুলের আধ্যাত্মিক আভা, দেবী কালীর উজ্জ্বলতা এবং প্রেমিক মহারাজের অন্তর্লীন সাধনার স্পন্দন অনুভব করতে পারেন।

প্রতিমা বিসর্জনে তিনদিন চক্ররেলের চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিয়ালদহ: রাজ্য সরকারের অনুরোধে কালীপুজো পরবর্তী প্রতিমা বিসর্জনের সময়ে আগামী ২১, ২২ ও ২৩ অক্টোবর তিনদিন চক্ররেলের পরিষেবায় নিয়ন্ত্রণ আনছে পূর্ব রেলের শিয়ালদহ বিভাগ। যাত্রীসুবিধার কথা মাথায় রেখে যে পরিবর্তনগুলি করা হয়েছে, তা হল—

চক্ররেলের ৩টি ইএমইউ লোকাল (৩০৩১২, ৩০৩১৪ ও ৩০১২২) কলকাতা স্টেশনে শেষ হবে এবং অপর ৩টি লোকাল (৩০৩৩১, ৩০৩১১ ও ৩০৩১৩) কলকাতা স্টেশন থেকেই ছাড়বে।

একটি লোকাল (৩০১৫৪) শিয়ালদহ (উত্তর) স্টেশনে শেষ হবে এবং আরেকটি (৩০১২৩) শিয়ালদহ (উত্তর) থেকেই ছাড়বে। একটি লোকাল (৩০৩৩২) কাঁকুড়গাছি রোড জংশন,বালিগঞ্জ রুট হয়ে মাঝেরহাট পর্যন্ত চলবে; আরেকটি (৩০৩৫৩) মাঝেরহাট থেকে একই রুটে ফিরবে। এছাড়া একটি লোকাল (৩০১৩৫) বালিগঞ্জ হয়ে ঘুরপথে চলবে। একটি লোকাল (৩০৭১১) বালিগঞ্জে শেষ হবে এবং আরেকটি (৩০৫৫২) বালিগঞ্জ থেকে ছাড়বে।

একটি লোকাল (৩০১১২) বালিগঞ্জে শেষ হবে এবং অন্যটি (৩০৩১৭) বালিগঞ্জ থেকে ছাড়বে, যা বালিগঞ্জ, কাঁকুড়গাছি রোড রুটে চলবে। এছাড়া, চক্ররেলের দুটি লোকাল (৩০৪১৬ ও ৩০৪৫১) বাতিল থাকবে। তবে যাত্রীদের সুবিধার্থে একটি বিশেষ সেবা ট্রেন শিয়ালদহ থেকে বারুইপুরের উদ্দেশে রাত্রি ৭টা ১০ মিনিটে ছাড়বে।

শব্দদূষণমুক্ত দীপাবলির লক্ষ্যে হাওড়া সিটি পুলিশের অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: আসন্ন দীপাবলিকে ঘিরে শহরকে শব্দ ও বায়ুদূষণমুক্ত রাখতে উদ্যোগী হাওড়া সিটি পুলিশ। নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করতে বিশেষ নজরদারি শুরু করেছে পুলিশ প্রশাসন। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে বিভিন্ন থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকদের তত্ত্বাবধানে একাধিক এলাকায় অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করা হয়েছে বিপুল পরিমাণ অবৈধ সাউন্ড ফায়ারক্র্যাকার ও নিষিদ্ধ আতশবাজি। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে সেই সমস্ত বিপজ্জনক সামগ্রী। পাশাপাশি, শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে চলছে নিয়মিত নাকা-চেকিং ও টহলদারি। পুলিশ জানিয়েছে, দীপাবলির আনন্দ যেন বিপদে না বদলায়, সে কারণেই এই কড়াকড়ি। হাওড়া সিটি পুলিশের পক্ষ থেকে সকলকে আহ্বান জানানো হয়েছে; সচেতন থাকুন, সুরক্ষিত থাকুন।

হাওড়া স্টেশন লাগোয়া বাসস্ট্যান্ডে ভেঙে পড়ল ছাদের একাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়া স্টেশন লাগোয়া বেসরকারি বাসস্ট্যান্ডে রবিবার দুপুর একটা নাগাদ ভেঙে পড়ল ছাদের একাংশ। হঠাৎ বিকট শব্দে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে যাত্রী ও দোকানিদের মধ্যে। ছুটির দিন হওয়ায় স্ট্যান্ডে যাত্রীসংখ্যা কম থাকায় বড় দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, ছাদের চাঙড় ভেঙে পড়ে প্রায় দুফুট গভীর গর্ত তৈরি হয়েছে। এক বিক্রেতা জানান, বড় বড় কংক্রিটের টুকরো পড়ে লোহার রড বেরিয়ে এসেছে, কেউ থাকলে প্রাণহানি ঘটতে পারত। স্থানীয় দোকানকর্মী পঙ্কজ ভট্টাচার্যের অভিযোগ, বহুদিন ধরে ছাদের মেরামতির কাজ হয়নি, মাসখানেক আগে একইভাবে এক কন্ডাক্টর আহত হয়েছিলেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় গোলাবাড়ি থানার পুলিশ। বিষয়টি জানানো হয়েছে হাওড়া পুরসভার প্রশাসক মণ্ডলীর চেয়ারম্যান সুজয় চক্রবর্তীকে। তিনি জানান, ওই বাসস্ট্যান্ড কেএমডিএ-র তত্ত্বাবধানে। দ্রুত কেএমডিএ ও পুলিশকে চিঠি দিয়ে ছাদের পুনর্নির্মাণের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মিষ্টির ছোঁয়ায় দীপাবলিতে 'মিষ্টতার' আলোক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা উৎসবপ্রিয় শহর। দীপাবলি মানেই শুধু প্রদীপের দীপ্তি নয়, আনন্দের ঝলকও বটে। সেই আলোকোৎসবে এ বছর নতুন মাত্রা যোগ করেছে এক অভিনব সৃষ্টিশৈলী;'মিষ্টি মোমবাতি'। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে থালায় সাজানো সন্দেশ, লাড্ডু বা কাজু বরফি। কিন্তু একবার হাত বাড়ালেই বোঝা যাবে, এরা আলো ছড়ানো মোমের শিল্পরূপ। শহরেরই পুরনো প্রতিষ্ঠান 'অক্রূর ক্যান্ডেলস' নিয়ে এসেছে এই ব্যতিক্রমী ভাবনা। তুহিন মুখোপাধ্যায়ের প্রজন্ম ধরে চলা এই সংস্থার হাত ধরেই শুরু রঙিন মোমবাতির যুগ। এবার তাঁরা উৎসবের প্রাক্কালে এনে দিয়েছেন আলোর সঙ্গে মিষ্টির মেলবন্ধন। তার কথায়, দীপাবলি মানেই মিষ্টিমুখ, তাই আলোর আনন্দে মিষ্টির রূপ দেওয়া আমাদের স্বপ্ন ছিল। ওয়ার্কশপে বসে শুধু হাতেই ছোঁয়ায় গলিত মোম ঢেলে তৈরি হচ্ছে রসমালাই, অমৃতি, বরফির মতো মিষ্টি। রং মেশানো থেকে ছাঁচে ফেলা; সব কাজেই আছে সূক্ষ্ম নন্দনচেতনা। এক একটি মোমবাতি তৈরি করতে সময় লাগে প্রায় পনেরো মিনিট, কিন্তু আলো জ্বাললে ঘর ভরে ওঠে নরম মিষ্টি আলোয়। দামও মিষ্টির মতোই সহজলভ্য; এক থালা মোমবাতির জন্য সাতশো টাকার আশেপাশে, আর আলাদা লাড্ডু সেট মিলছে একশো কুড়ি টাকায়। তুহিনবাবুর সহকর্মী চিত্তরঞ্জন মাইতি স্মৃতিচারণা করে বলেন, আগে দীপাবলিতে কাঠির আলোই চলত, এখন মানুষ খুঁজছে শৈল্পিক ছোঁয়া। তাই আমাদেরও বদলেছি সময়ের সঙ্গে। এখন শহরজুড়ে আলোয় মিশেছে কল্পনার রং। যে মিষ্টিতে নেই চিনি, তবু আছে আনন্দের স্বাদ; যে আলো জ্বালে রূপের মায়া, তবু রাখে শিল্পের পরশ। এই দীপাবলিতে তাই ঘরে ঘরে জ্বলবে 'মিষ্টতার' আলো, আলোকিত হবে হৃদয়ের কোণও।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জীবনকৃষ্ণের নামে ইডির চার্জশিট
কোটি কোটি টাকার সম্পত্তির হদিস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের বহুল আলোচিত শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ফের বড় পদক্ষেপ নিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে ব্যাংকশাল আদালতে। গ্রেপ্তারের ৬০ দিনের মাথায় এই চার্জশিট জমা দেয় ইডি।

তদন্তে উঠে এসেছে, নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগে তদন্তে প্রায় দেড় কোটি টাকার অনিয়মে যুক্ত ছিলেন বড়ঞার তৃণমূল বিধায়ক। ইডির দাবি, সেই দুর্নীতির টাকাতেই তিনি কিনেছেন ১২টিরও বেশি সম্পত্তি। সংস্থার সূত্রে খবর, চার্জশিটে এই তথ্যগুলি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইডি জানিয়েছে, জীবনকৃষ্ণ সাহার বিরুদ্ধে সংগৃহীত নথি ও তথ্য ছাড়াও অন্তত ১২ জন প্রার্থীর জবানবন্দি যুক্ত করা হয়েছে চার্জশিটে। তাঁদের বক্তব্য অনুযায়ী, চাকরি পাওয়ার আশায় তাঁরা বিধায়ককে মোটা অঙ্কের টাকা দিয়েছিলেন। তদন্তে স্পষ্ট; নির্দিষ্ট টাকার বিনিময়ে প্রার্থীদের নাম সুপারিশ করে বেআইনিভাবে চাকরি পাইয়ে দেওয়া হত।

ইডির দাবি, তদন্ত চলাকালীন জীবনকৃষ্ণ সাহা একাধিকবার তদন্তে সাড়া দেননি। এমনকী, তাঁর বিরুদ্ধে মোবাইল ফোন নষ্ট করা ও বাড়ির পাঁচিল টপকে পালানোর চেষ্টার অভিযোগও রয়েছে। এর আগেও সিবিআই যখন একই মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিল, তখনও তিনি নিজের দুটি ফোন পুকুরে ফেলে দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। পরে সেগুলি উদ্ধার করে সিবিআই।

তবে সব অভিযোগই অস্বীকার করে জীবনকৃষ্ণ সাহা আগেই বলেছিলেন, আমার পৈতৃক ব্যবসা রয়েছে। সেই ব্যবসার টাকাতেই সম্পত্তি কিনেছি। দুর্নীতির টাকার প্রশ্নই ওঠে না।

তদন্তকারীদের মতে, এই চার্জশিট মামলার মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। কারণ, এখানে শুধু আর্থিক নয়, রাজনৈতিক প্রভাব খাটানোর দিকটিও সামনে এসেছে। এখন আদালতের নির্দেশেই ঠিক হবে তদন্তের পরবর্তী পথ।

উল্লেখ্য, জীবনকৃষ্ণ সাহা এই মামলায় ইতিমধ্যে দু'বার গ্রেপ্তার হয়েছেন; প্রথমে সিবিআই, পরে ইডি। দু'বারই তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণ লোপাট ও পালানোর চেষ্টা করার অভিযোগ উঠেছে।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ২০ অক্টোবর ২০২৫, ২ কার্তিক ১৪৩১ সোমবার

দীপাবলির বাজি বাজার কাঁপাচ্ছে 'অপারেশন সিঁদুর' থিমের সবুজ বাজি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কালীপুজো এবং দীপাবলির আগমনের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা ও হাওড়া অঞ্চলের বাজি বাজারে ইতিমধ্যেই উৎসবের রং ছড়িয়ে পড়েছে। এবার উৎসবের বাজারে নজর কাড়ছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর 'অপারেশন সিঁদুর'-এর থিমে তৈরি বিশেষ ধরনের বাজি। হেলিকপ্টার, ড্রোন এবং শেলের নকশায় তৈরি এই বাজিগুলি রাতের আকাশ আলোকিত করার জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে।

স্থানীয় বাজি প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতাদের বক্তব্য অনুযায়ী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া এবং দক্ষিণ ভারতের শিবকাশীর তৈরি এই ধরনের বাজির চাহিদা এবার উল্লেখযোগ্য। টালা পার্কের নর্থ ডিভিশন বাজি বাজারের সভাপতি মিলন দত্ত জানান, গ্রাহকরা এই বছর ঐতিহ্যবাহী ফুলঝুরি ও রকেটের সঙ্গে হেলিকপ্টার, ড্রাগনফ্লাই কমেট এবং ত্রিবর্ণ 'ময়ূর' বাজি কেনার আগ্রহ দেখাচ্ছেন। প্রতিটি পণ্য এনইইআরআই-এর নির্দিষ্ট পরিবেশগত মান মেনে তৈরি।

বাজারে এই বাজিগুলির দাম ২০০ টাকা থেকে ৩ হাজার টাকার মধ্যে। প্রতিদিন ৪০-৫০ হাজার টাকার বিক্রি হচ্ছে মাত্র একটি দোকান থেকে। শিবকাশী, চম্পাহাটি এবং নুঙ্গি অঞ্চলের স্থানীয় কারিগররা তৈরি এই সব বাজি এখন কলকাতার বাজি হাট, বাবলু ফায়ারওয়ার্কস, লোকনাথ বাজি সেন্টার এবং বেলুড়ের বুড়িমা ফায়ারওয়ার্কসে পাওয়া যাচ্ছে। বিক্রেতারা জানান, 'জয় হো', 'তিরঙ্গা ফুলঝুরি' এবং 'অপারেশন সিঁদুর' থিমের পণ্যগুলো দেশাত্মবোধক আবহ তৈরি করছে এবং শিশুদের জন্যও আকর্ষণীয়।

সাধারণ বাজির পাশাপাশি উদ্ভাবনী সবুজ বাজিও বাজারে এসেছে। মাছ আকৃতির বাজি মাটিতে রাখলে মাছের নড়াচড়ার মতো প্রভাব দেখায়, আর ফুলঝুরির মতো দেখতে খেলনা বন্দুকও রয়েছে। রাজ্য সরকারের অনুমোদন অনুযায়ী, শব্দ সীমা ৯০ ডেসিবেল থেকে বাড়িয়ে ১২৫ ডেসিবেল করা হয়েছে, তাই এবার বাজি পোড়ানোর সময় আরও উচ্ছ্বাস দেখা যাবে।

রাজ্যজুড়ে মোট ১৬৩টি বাজি বাজার খোলা হয়েছে। কলকাতা, হাওড়া, বেহালা ও কালিকাপুরের বাজারে বিপুল পরিমাণ বাজি বিক্রি হচ্ছে। ডাব্লুবিপিসিবি-এর তদারকিতে প্রতিটি দোকানে তিন ফুট দূরত্ব বজায় রাখা, একটি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র, দুই বালতি জল এবং এক বালতি বালি রাখা বাধ্যতামূলক। বাজি বাজার ঘুরে দেখা গেছে, ক্রেতারা উৎসবের আনন্দের সঙ্গে এই বিশেষ বাজি কিনতে ব্যস্ত, আর বিক্রেতারা আশা করছেন বিক্রি আরও বাড়বে।

কালীপুজোয় জবা ফুলের চাহিদা তুঙ্গে, আধুনিক বাজারে প্লাস্টিকের মালার দাপট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মা কালী পুজোয় লাল জবা ফুলের গুরুত্ব অনন্য। ভক্তদের বিশ্বাস, জবা মা কালীর প্রিয়তম ফুল। তাই পুজোর সময় কাঁচা লাল জবা ফুল দিয়েই দেবীকে অর্ঘ্য প্রদান করা হয়। তবে সময়ের সঙ্গে ঐতিহ্যকেও বাস্তবতার ছোঁয়া লেগেছে; কাঁচা জবার পাশাপাশি এখন পুজোমণ্ডপে প্লাস্টিকের জবা ফুলের মালা স্বতন্ত্র স্থান দখল করছে।

জবা ফুলের গন্ধ না থাকলেও ভক্তির গভীরতা রয়েছে। তাই পুজোর আগে বাজারে জবার চাহিদা সবসময়ই থাকে অত্যধিক। বিশেষ করে শ্যামা কালী পুজো, অমাবস্যা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তিথিতে চাহিদা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। ফলে ফুলচাষিরা যেমন ব্যস্ত থাকেন, তেমনি প্লাস্টিক ফুল প্রস্তুতকারকরাও পূর্ণ উদ্যমে কাজ করেন।

বাগনান ভৌমিকপাড়া চন্দ্রপুর গ্রামের তনয় ভৌমিক প্রায় তিন দশক ধরে প্লাস্টিক ফুলের মালা তৈরি করছেন। তিনি বলেন, আমরা প্রায় ৩০ বছর ধরে এই কাজ করছি। আগে শুধু জবা ফুলের মালা বানাতাম, এখন বিভিন্ন রং ও ডিজাইনের ফুলও তৈরি করি। কলকাতা ও আশেপাশের পাইকারি বাজারে নিয়মিত অর্ডার চলে। তিনি আরও যোগ করেন,গ্রামাঞ্চলের অনেক মহিলাকেও মালা গাঁথার কাজে যুক্ত করেছি। এতে তাঁদেরও রোজগারের সুযোগ তৈরি হয়েছে। বিশ্বকর্মা পুজো থেকে কালীপুজো পর্যন্ত প্রচুর কাজের চাপ থাকে। প্লাস্টিকের জবা মালা এখন বাণিজ্যিকভাবে অত্যন্ত জনপ্রিয়। এটি নষ্ট হয় না, দেখতে আকর্ষণীয় এবং বারবার ব্যবহারযোগ্য। স্থানীয় ব্যবসায়ী অনুরাধা পণ্ডিত বলেন, কাঁচা ফুল একদিনেই শুকিয়ে যায়। তাই অনেক পুজো উদ্যোক্তা ও ভক্তরা এখন প্লাস্টিক ফুল ব্যবহার করছেন। এগুলি দেখতে সুন্দর, টেকসই এবং সহজে সংরক্ষণযোগ্য।

সময়ের সঙ্গে প্রযুক্তির ছোঁয়ায় পুজোর সংস্কৃতিও বদলাচ্ছে। কাঁচা ফুলের ঐতিহ্য যেমন অটুট রয়েছে, তেমনি প্লাস্টিকের জবা মালা আধুনিক বাজারে নতুন ছোঁয়া যোগ করছে।

আলোর উৎসবে মাতোয়ারা মহানগর...

খিদিরপুরে সাহাবাড়ির কালীপ্রতিমা। ১২৭ বছর আগে এই পুজো প্রথম শুরু হয়েছিল বাংলাদেশে।

আমহার্স্ট স্ট্রিট যুবশ্রী ক্লাবের কালীপুজোর আলোকসজ্জা।

আমহার্স্ট স্ট্রিট সম্মিলিত ক্লাবের কালীপ্রতিমা।

বেলেঘাটা নর্থ আজাদ হিন্দ সংঘের মা ভবতারিণী, মা তারা ও কালীঘাটের মা। ৩৫ ওয়ার্ড ১ নম্বর রাখাল ঘোষ লেন বাদামতলার (জোড়া শিবমন্দির) ৭৯তম শ্রী শ্রী শ্যামাপুজো।

শুভেন্দু অধিকারীর ওপর হামলা, রাজ্যের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উত্তরবঙ্গে কনভয়ে হামলার পর এবার মহানগরীর অনুষ্ঠান পথে বিরোধী নেতার ওপর আক্রমণ। বিজেপি অভিযোগ, তৃণমূলের রাজনীতি ধর্মীয় উৎসবেও নিরাপত্তার ক্ষতি করছে। কালীপুজোর অনুষ্ঠানস্থলে যাওয়ার পথে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি নেতা ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ওপর হামলার অভিযোগ তুলে বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য নিজের এক্স হ্যান্ডেলে তীব্র মন্তব্য করেছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন, এই ঘটনা ধর্মীয় উৎসবের মাঝেও বিরোধীদের নিরাপত্তার ঘাটতি ও রাজনীতির উত্তেজনা প্রদর্শন করছে।

শমীক ভট্টাচার্য লেখেন, উত্তরবঙ্গে রাজু বিস্তার কনভয়ে হামলা, রবিবার শুভেন্দু অধিকারীর ওপর হামলা এই ধরনের ঘটনা বাংলায় বিরোধীদের ওপর ধারাবাহিক চাপ এবং আতঙ্কের সূচনা। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, প্রশাসন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কার্যকরভাবে পদক্ষেপ করছে না। রাজ্য সভাপতির দাবি, এই হামলা কেবল ব্যক্তিগত নয়, বরং ধর্মীয় উৎসবের সময়ও রাজনৈতিক সন্ত্রাসের ইঙ্গিত বহন করছে। তিনি বলেন, মা কালী অশুভ শক্তির বিনাশের প্রতীক। যেকোনো হুমকির বিরুদ্ধে বাংলার মানুষ জেগে উঠবেন, এবং বিরোধী নেতাদের পাশে থাকবে। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে পুলিশ বা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এখনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে বিজেপি নেতারা বলেন, তারা প্রতিটি নাগরিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে নিরাপদ রাখতে সক্রিয় ভূমিকা রাখবেন।

বিধ্বংসী হিংসা জরাজীর্ণ রাজ্যের গণতন্ত্রে আঘাত: সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার রবিবার বিকেলে দুই দফায় ঘটে যাওয়া হামলার ঘটনায় গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করে সোজাসাপ্টা নিন্দা জানিয়েছেন। তাঁর কাছে, উত্তরবঙ্গে শনিবার দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তার উপর যে কাপুরুষোচিত হামলা ঘটেছে, তার একদিন পরই দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারীর উপর কালীপুজোর অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে অনুরূপ হামলা সংঘটিত হওয়া কোনো মামুলি বিষয় নয়।

সুকান্ত বলেন, এই ধরনের কাজ কেবল রাজনৈতিক দাঙ্গাবাজি নয়; এটি সরাসরি গণতন্ত্রের ওপর আক্রমণ। তাঁর অভিযোগ, নির্বাচনী মরশুম ও দিওয়ালির আগেই তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত সমাজবিরোধীদের ব্যবহার করে বিজেপি নেতাকর্মীদের ওপর ধারাবাহিকভাবে আক্রমণ চালাচ্ছে। তিনি এই নরকীয় ঘটনা দৃঢ়ভাবে খন্ডন ও নিন্দা করেছেন।

এ ছাড়া মজুমদার একচ্ছত্রভাবে বললেন; মা কালী দুষ্টের বিনাশকারিণী, বাংলার মাটিতে রক্ত ও ভয়ের আবহাওয়া সৃষ্টিকারী অপশক্তিকে ক্ষমা করবেন না। তিনি দৃঢ়ভাবে জানিয়েছেন, বাংলার মানুষ ঐতিহ্যগত সাহস নিয়ে উঠে দাঁড়াবে এবং সেই কুশীলব ও দুর্নীতিগ্রস্ত শক্তিকে উচ্ছেদ করবে, যারা তৃণমূলের ছদ্মবেশে লুকিয়ে আছে।

শেষে সুকান্ত যোগ করেছেন, তাঁদের সংগ্রাম চলবে আরও দৃঢ়তার সঙ্গে, একটি নিরাপদ ও সত্যিকারের গণতান্ত্রিক পশ্চিমবঙ্গ গড়ার লক্ষ্যে, যেখানে কাউকে ভয়ে বসবাস করতে হবে না।

কালীপুজো ও দীপাবলি উপলক্ষে বাজারে চড়েছে ফল-ফুলের দাম !

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আজ একইসঙ্গে কালীপুজো ও দিপাবলি। এই উৎসবের মরশুমে শহরের সবজি, ফল এবং ফুলের বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েরই উত্তেজনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রতিটি পসরায় সাজানো হয়েছে পুজোর সাজসজ্জা, রকমারি প্রদীপ, দুর্গা-লদী-গণেশের মূর্তি, তোরণ ও অন্যান্য সামগ্রী। তবে উৎসবের মূল আকর্ষণ হিসেবে দামের দিক থেকে সবচেয়ে চোখে পড়ছে ফল এবং ফুল।

ফল বাজারে লক্ষ্য করা গেছে, প্রতিটি ফলের দাম সামান্য হলেও হেরফের করেছে ২০ থেকে ৩০ টাকার মধ্যে। আপেলের কেজি দামে উঠেছে ১০০ থেকে ১২০ টাকা, আতার দাম ১৪০ থেকে বেড়ে ১৭০ টাকা কেজি, আঙুর ১০০ থেকে ১৩০ টাকা কেজি। নাশপাতির কেজি দাম ১২০ থেকে বেড়ে ১৪০ টাকা, আর মুসম্বি লেবুর দাম একটি পিসে ৮ টাকা থেকে ১০ টাকায় পৌঁছেছে।

ফুলের বাজারে দামের চড়াই-উতরাই আরও চোখে পড়ার মতো। রজনীগন্ধার কেজি দাম, যা আগে ১০০ টাকা ছিল, পুজোর বিশেষ চাহিদায় বেড়ে হয়েছে ২০০ টাকা। গোলাপের পিস প্রতি ১২ টাকার স্থানে ক্রেতা পেয়ে যাচ্ছে ১৫,২০ টাকার মধ্যে। গাঁদার মালার দাম ৩০ টাকা থেকে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। সবজি বাজারেও দাম ওঠানামা করছে ২০,৩০ টাকার মধ্যে। তবে এই দামের পরিবর্তনের ফলে ক্রেতাদের হঠাৎ ভিড় কমেছে বা কেনাকাটায় প্রভাব পড়েনি। কারণ দৈনন্দিন চাহিদার সবজি কিনতেই হবে এবং পুজোর ভক্তরা ফল ও ফুলের জন্য ব্যয় করতে দেরি করছেন না। তবে পরিমাণে কিছুটা সংযম লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বাজারের এমন দৃশ্য একদিকে উৎসবের উৎসাহকে চিত্রিত করছে, অন্যদিকে ক্রেতাদের উৎসাহ ও চাহিদা দামের ওঠানামার সঙ্গে আপেক্ষিকভাবে কম প্রভাবিত হচ্ছে না।

পথ দেখালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তরবঙ্গের দুর্গতদের পাশে তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উত্তরবঙ্গের ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মানবিক দায়িত্বের উদাহরণ স্থাপন করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ তহবিলে ১ লক্ষ টাকা অনুদান দিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি সকলকে আহ্বান জানিয়েছেন, এই সংকটের মুহূর্তে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়াতে।

নিজের এক্স হ্যান্ডেলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, অপ্রত্যাশিত বন্যা ও ভূমিধসে উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলা বিপর্যস্ত হয়েছে। প্রাণহানি, জীবিকা ও সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষতি ঘটেছে। এই দুর্যোগের প্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্য বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ তহবিলে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছে, যাতে উদ্ধার, ত্রাণ ও দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসন কার্যক্রমে সহায়তা করা যায়। আমার রাজ্যের মানুষের পাশে দাঁড়াতে আমি ১,০০,০০০ (১ লক্ষ) টাকা অনুদান দিয়েছি। এই কঠিন সময়ে প্রতিটি সহানুভূতির কাজ গুরুত্বপূর্ণ। আমি সকলকে উদারভাবে এগিয়ে আসার আবেদন জানাই, যাতে যাঁরা সবকিছু হারিয়েছেন, তাঁদের পাশে দাঁড়ানো যায়।

অভিষেকের এই আবেগঘন বার্তা সাড়া ফেলেছে সমগ্র বাংলায়। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তৃণমূলের একাধিক নেতা ও নেত্রীও এগিয়ে এসেছেন। সাংসদ মহুয়া মৈত্র, সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন, সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি প্রকাশ চিক বড়াইক প্রত্যেকে ১ লক্ষ টাকা করে অনুদান দিয়েছেন। এছাড়াও বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী, বিধায়ক খোকন দাস, নীশিথ কুমার মল্লিক সহ আরও অনেকে তাঁদের সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন। এই একত্রিত উদ্যোগ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐক্যের আহ্বানকে বাস্তব রূপ দিয়েছে, আর ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানোর মানবিক বার্তা দিয়েছে গোটা রাজ্যে।

সাধক কৃষ্ণানন্দের হাতেই আত্মপ্রকাশিত দেবী কালীর দক্ষিণা সাকার রূপ

রাজীব মুখোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গে দক্ষিণা কালীর আরাধনা সর্বাধিক হয় কালীপুজোর দিনে। যদিও বাংলায় মা কালীর বাঙালী রূপে পরিণত হওয়ার পেছনে রয়েছে এক আশ্চর্য্য কাহিনি। ঘটনাটি অত্যাধিক অদ্ভুত এবং উচ্চ মার্গের আধ্যাত্মিকতাতে ভরা এক অনন্য সুন্দর বাস্তব। ইতিহাস ঘাঁটলে পাওয়া যায় সপ্তদশ শতকে নদিয়ার নবদ্বীপে ১৪৫০ থেকে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে এই বাংলাতে একজন মহান কালী সাধকের জন্ম হয়। অতীত ইতিহাস ঘাটলে জানা যায় ওই কালী সাধকের নাম ছিল কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। তাঁর জীবিতকালে অভিভক্ত বাংলা তথা অখণ্ড ভারতে তখনো দেবী কালীকে অতি উগ্র স্বভাবা দেবী হিসেবে পূজিতা হতেন। যদিও কোন গৃহী তার গৃহে মায়ের উপাসনা করতেন না। যেহেতু তখনো অবধি মায়ের নির্দেশে দেবী কালীর কোনও সাকার রূপ তৈরি হয়নি। তখন দেবীর পুজো হত যন্ত্র মাধ্যমে তান্ত্রিক ক্রিয়াতে, কোথাও শিলা খণ্ডে বা গহর অরণ্যে, গ্রামের মোড়ে অথবা কোনও নদী উপকূলে। তখনও দেবী কালী বাঙালির ঘরের আপন মেয়ে হয়ে উঠতে পারেনি এই বাংলায়। এরপর কিভাবে তন্ত্রের সেই উগ্র দেবীকালী থেকে বাংলার ঘরের মেয়ে হয়ে ওঠা, সেই অতীত ইতিহাস বেশ চিত্তাকর্ষক।

তন্ত্র সাধকের থেকে অতীত ইতিহাসের সূত্র ধরে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী মহান সাধক কৃষ্ণানন্দর ইচ্ছা ছিল দেবীকে নিরাকার থেকে সাকার রূপে জনসমক্ষে নিয়ে আসবেন। তবে তিনি বুঝে উঠতে পারছিলেন মাতৃমূর্তির রূপ কি প্রকারের হতে পারে। যতই দিন যাচ্ছিল সাধক কৃষ্ণানন্দ শুধুমাত্র মায়ের সাকার রূপ দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠছিল। দিন রাত ধরে শুধু মায়ের কাছে একটাই প্রার্থনা 'মা তোমার সাকার রূপে দর্শন দাও'। তাঁর সাকার রূপ দর্শন করতে চাওয়ার আকুল প্রার্থনা প্রকৃত মা কিভাবে অগ্রাহ্য করতে পারেন, মা কখনোই তার সন্তানের আকুতিকে অগ্রাহ্য করতে পারেন না। এবারেও ঘটল ঠিক তাই। নিজের সন্তানের আকুতি ফেলতে পারলেন না দেবী। অমাবস্যার এক রাতে অর্ধ ঘুমন্ত অবস্থায় দৈব বাণী পেলেন কৃষ্ণানন্দ। দৈববাণী জানালো, 'আজকের এই মহানিশার

অবসান ঘটলে প্রাতঃমুহূর্তে তুই প্রথম যে নারীমূর্তি দর্শন করবি সেই মূর্তিই হবে ইচ্ছাময়ীর যথার্থ সাকার মূর্তি'। পরের দিন ভোরে গঙ্গাস্নানের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে কৃষ্ণানন্দ দেখলেন তারই গ্রামের এক দরিদ্র বধূ গাছের গুঁড়ির উপর স্থির চিত্তে ঘুঁটে দিচ্ছেন। বাঁ হাতে গোবরের মস্ত তাল আর ডান হাত উঁচুতে তুলে ঘুঁটে দিচ্ছেন তিনি। দৃশ্যমান ওই নারী একজন কন্যা। তাঁর গাত্রবর্ণ কালো, দেহের বসন আলুথালু ও পিঠে আলুলায়িত কেশ। তাঁর কনুই দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে গিয়ে সিঁদুর লেপ্টে রয়েছে। এ হেন অবস্থায় একজন পরপুরুষ কৃষ্ণানন্দকে দেখে লজ্জায় জিভ কাটলেন সেই গ্রাম্য বধূ। ওই রমণীকে দেখেই তাঁর ছবিটিই নিজের মানসপটে এঁকে গঙ্গামাটি নিয়ে মূর্তি গড়তে বসলেন কৃষ্ণানন্দ। কৃষ্ণানন্দের এই মূর্তিই পরবর্তীতে দুই বাংলায় জনপ্রিয় হয়ে উঠল দক্ষিণা কালীর সাকার রূপে। এভাবেই ভক্তের ইচ্ছা অনুযায়ী ঈশ্বর তাঁর নিজের রূপের নিরাকার রূপের পরিবর্তন করে সাকার রূপে এলেন। তাঁর হাত দিয়ে এই রাজ্যে আপামোর বাঙালির কাছে ফুটে উঠেছে মা দক্ষিণা কালীর সাকার রূপ।

এই বিষয়ে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের দশম বংশধর সমীর আগমবাগীশের শিষ্য রাকেশ গঙ্গোপাধ্যায় (তন্ত্র সাধক) বলেন, 'অতীতে যন্ত্রের মাধ্যমে শ্মশানে মায়ের আরাধনা হত। তখনও কোনো সাকার রূপ ছিল না মায়ের। কৃষ্ণানন্দ মায়ের আদেশ পেয়ে মায়ের সাকার রূপ দান করেন। তিনি যে স্তোত্রটি লেখেন তাতে মায়ের এই সাকার রূপের বর্ণনা করেছেন। তারপর থেকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মায়ের রূপের ভিন্নতা প্রকাশিত হয়েছে। যদিও কৃষ্ণানন্দের সময় আগম তন্ত্রে মায়ের পায়ের নিচে সদাশিব ও মহাকাল অধিষ্ঠান করতেন। যা এখন একটাই শিবের মূর্তি দেখা যায়। কৃষ্ণানন্দ তন্ত্রের ৬৪ টি ভাগকে একত্রিত করে বৃহৎ তন্ত্রসার গ্রন্থের রচনা করেন। কৃষ্ণানন্দ প্রায় ৫২৮ বছর পূর্বে সাধনা করতেন। তিনি মহাপ্রভুর সমসাময়িক ছিলেন।'

এই রাজ্যে সর্বাধিক পূজিতা হন দক্ষিণা কালী অর্থাৎ শ্যামা কালী। যদিও তিনি জানান, লোকেদের মধ্যে একটি বিভ্রান্তি রয়েছে যে শ্যামা কালীর দক্ষিণ মুখে বসেন বলে তাকে দক্ষিণা কালী বলা হয়। আদতে সেটা ঠিক নয়। মূলত মায়ের ডান পদ এগিয়ে থাকে বলেই তাকে দক্ষিণা কালী বলে। আর বাঁ পদ এগিয়ে থাকলে তাকে বামা কালী বলে। তিনি আরও বলেন আজ থেকে পাঁচশো বছর পূর্বে গৃহীর বাড়িতে কালী পুজো হত না। মূলত শ্মশানে যন্ত্রের মাধ্যমে পুজো সম্পন্ন হত। এরপর সাধক কৃষ্ণানন্দর মাধ্যমে মায়ের সাকার রূপ প্রকাশ্যে আসার পর থেকে শ্যামাকালী, বামাকালী, রক্ষাকালী ইত্যাদি বিভিন্ন রূপে বর্তমানে মানুষের গৃহে মায়ের আরাধনা চলছে।

কালীপুজোয় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা !

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দীপাবলির আলোয় মেতে উঠতে প্রস্তুত রাজ্য, তবে উৎসবের সপ্তাহে আবহাওয়ার খামখেয়ালিও সঙ্গে থাকছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত রাজ্যের দক্ষিণ ও উত্তর; উভয় অংশেই হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও বড় কোনো ঘূর্ণিঝড় বা নিম্নচাপের আশঙ্কা নেই।

কালীপুজোর দিন সকাল থেকে আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, দুই ২৪ পরগনা ও দুই মেদিনীপুরে কোথাও কোথাও হালকা বৃষ্টি হতে পারে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে, সর্বনিম্ন প্রায় ২৫ ডিগ্রি। বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ থাকবে তুলনামূলক বেশি, ফলে গুমোট ভাব থাকতে পারে।

বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে একটি ঘূর্ণাবর্ত থেকে নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে। এর প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের কিছু এলাকায় ছিটেফোঁটা বৃষ্টি হতে পারে। তবে, আবহাওয়া দপ্তরের মতে, এই নিম্নচাপের সরাসরি প্রভাব বাংলায় পড়বে না। উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের কয়েকটি অঞ্চলে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হতে পারে।দিনভর মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জায়গায় আকাশ পরিষ্কার থাকবে, তবে সকালবেলায় হালকা কুয়াশা দেখা যেতে পারে নদিয়া, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমে। তাপমাত্রা ধীরে ধীরে নামতে শুরু করবে।

আকাশ পরিষ্কার, রোদের উজ্জ্বল উপস্থিতি থাকবে। বৃষ্টি বা ঝড়ের কোনও সম্ভাবনা নেই। সকালে শীতল হাওয়া বইবে, সন্ধ্যার দিকে তাপমাত্রা সামান্য নামবে। উৎসবের আবহ অনুকূলই থাকবে। দক্ষিণবঙ্গে হাওয়া তুলনামূলক শুষ্ক থাকবে। উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি এলাকায় আকাশ আংশিক মেঘলা থাকতে পারে, তবে উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই। সপ্তাহের শেষদিনে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমবে।

সম্পাদকীয়

আর্থিক ভাবে স্বাবলম্বী মহিলাদের খোরপোশ নয়, তাৎপর্যপূর্ণ রায় আদালতের

আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ও স্বাবলম্বী বিবাহবিচ্ছিন্না স্ত্রী খোরপোশ দাবি করতে পারেন না। খোরপোশ কোনও ভাবেই আর্থিক বৃদ্ধি ও দু'জনের মধ্যে সমতা আনার মাধ্যম নয়। এ সংক্রান্ত একটি মামলায় সম্প্রতি এমনই তাৎপর্যপূর্ণ রায় দিয়েছে দিল্লি হাইকোর্ট। যা নিয়ে সমাজমাধ্যমে বেশ শোরগোল পড়ে গিয়েছে। রায় দিতে গিয়ে আদালত বলেছে, ওই যুগল মাত্র ১৪ মাস অর্থাৎ খুবই কম সময়ে একসঙ্গে কাটিয়েছেন। কোনও সন্তানও নেই। আবেদনকারী মহিলার স্থায়ী রোজগার রয়েছে। তাঁর কেন খোরপোশ লাগবে তার স্বপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি ও প্রমাণও তিনি দিতে পারেননি। তাই স্থায়ী ভরণপোষণের আবেদন এক্ষেত্রে কোনও ভাবেই খাটে না। ফলে ওই আবেদন খারিজ করল আদালত। দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি অনিল ক্ষেত্রপাল ও বিচারপতি হরিশ বৈদ্যনাথন শঙ্করের ডিভিশন বেঞ্চে খোরপোশের মামলাটি ওঠে। ডিভিশন বেঞ্চ হিন্দু বিবাহ আইন ব্যাখ্যা করে জানায়, মহিলা খোরপোশ পাওয়ার যোগ্য নন। বেঞ্চ জানায়, আবেদনকারীর আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা দরকার। আবেদনকারীকে প্রমাণ দিতে হবে কেন তাঁর খোরপোশের প্রয়োজন। তিনি নিজের দায়িত্ব নিতে পারবেন কি তাও এক্ষেত্রে বিবেচনার বিষয়। এখন আদালত বলবার পর এই বিষয়গুলিই আলোচনায় উঠে আসছে। হিন্দু বিবাহ আইনের খোরপোশের বিধানকে ঢাল করে অনেক কিছুই হচ্ছে।অনেকেই বলছেন, আদালত একদম সঠিক জায়গাটি ধরেছে। খোরপোশের বিষয়টিকে আইনের দোহাই দিয়ে যেভাবে সরলীকরণ করা হয়েছে বিষয়টি আদতে তা নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে একাধিক আর্থিক, সামাজিক ও পারিবারিক ফ্যাক্টর। আবেদনকারী একজন সরকারি চাকুরো। আমাদের অর্থনৈতিক মানদণ্ডে ভালো রোজগার করেন। তথ্য বলছে, তাঁদের বৈবাহিক জীবনের আয়ু মাত্র ১৪ মাস। তাঁদের কোনও সন্তানও নেই। অথচ মহিলা প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা খোরপোশ দাবি।করেন। ফলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই আদালত তাঁর খোরপোশের পক্ষে কোনও যুক্তি খুঁজে পায়নি। আর এখানেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেছে আদালতের পর্যবেক্ষণ। তবে মোটের ওপর এই ঘটনাকে ব্যতিক্রম হিসেবে দেখাই ভালো।

শব্দবাণ-৪১৮

১		২	■	৩		৪
	■		■		■	
৫			■	৬		
■	■	■	■	■	■	■
৭		৮	■	৯		১০
	■		■		■	
১১			■	১২		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. কালী, চণ্ডিকাদেবীর রূপবিশেষ ৩. উপবাস, না খেয়ে থাকা ৫. মর্দন ৬. খারাপ কাজের দরুন ঘৃণা বা বিরাগ ৭. স্তব, স্তুতি ৯. খনি ১১. উত্তম, তোফা ১২. পলায়ন।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. কলঙ্ক ২. কাশীর অধিকর্তা, শিব ৩. উপনাম ৪. বাড়ির বাইরের অংশ ৭. পানের খেত ৮. অভিযোগ ৯. আচ গাছ ও তার ফুল ১০. আকাশে ওড়াবার আতশবাজিবিশেষ।

সমাধান: শব্দবাণ-৪১৭

পাশাপাশি: ২. নকলগড় ৩. রত্নপ্রসবা ৬. রাজদম্পতি ৭. সমাধিস্থল।

উপর-নীচ: ১. আলুবোখরা ২. নদেরচাঁদ ৪. প্রগতিশীল ৫. বাহিনীপতি।

জন্মদিন

আজকের দিন

সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়

১৯২০ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের জন্মদিন।*
১৯৬৬ *বিশিষ্ট তবলাবাদক বিক্রম ঘোষের জন্মদিন।*
১৯৭৮ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় বীরেন্দ্র সেহবাগের জন্মদিন।*

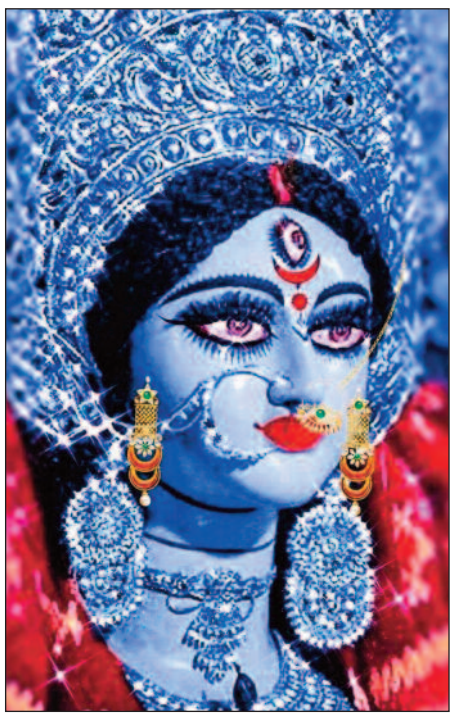

শ্যামাপূজা

আলো, আবেগ এবং উৎসবের আয়োজন

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

দুর্গাপুজো গেলো। মানুষের মায়ের প্রতি টান আমরা দেখেছি। আদেশ, আবদারের সাথে আয়োজনের ভালোবাসাও দেখেছি। এবার শ্যামার আসর। মানে কালীর আসর। মানে আলো আর শব্দের আসর। মানে অনেক ভালোবাসা আর আবেগের আসর। এখানে কোনো চালাকি চলবে না। বিষয়টি এমন যে কালী পুজো করছ কারো কিন্তু নিয়মে। একটু৬ এদিক ওদিক হলেই শ্যামা সব পারে। সুতরাং কোনো চাতুরী নয়--এই পুজো ঘিরে। তবে দুর্গা পুজোর মতোই মানে সুখের আবেগ রয়েছে-- শ্যামা পুজোয়। মানে সবার মনেই খুশির হওয়া। এ এমন এক উৎসব যা আমাদের জীবনকে এক অনন্ত আনন্দময় করে তোলে। আমাদের প্রেমময় করে তোলে। এমন কোনো মানুষ নেই যার জীবনে কোনো দুঃখ নেই, কোনো কষ্ট নেই কিন্তু কালী পুজো এমন এক উৎসব যা আমাদের সকলের দুঃখকে অনায়াসে আলোয় ভুলিয়ে দিতে পারে। আরো পারে জীবনকে অনাবিল আনন্দময় করে তুলতে। একটা পুজো আসলে পুরোটা উৎসব। আমাদের হিন্দু ধর্মে তাই আমরা গর্বে মাততে পারি কারণ আমাদের আরো একটা পুজো আছে, আর সেটি হলো দুর্গার পর কালী পুজো। এমন কোনো মানুষ নেই এই পুজো ঘিরে আবেগময় বা নস্টালজিক নন। আমাদের ভালোবাসার, ভরসা, বিশ্বাসের আরেক নাম আমাদের এই কালী পুজো। আর সবথেকে মজার বিষয় হলো কালী পুজো তার আপন শৈলীতে হয়ে উঠেছে আপামর জাতির। অনেক জাতি, ধর্ম, বর্ণ মিলেমিশে একাকার হয় এই কালী পুজোয়। বহু ধর্মের মানুষ তাই মিলিত হয় এই উৎসবে। হ্যাঁ, সব ভেদাভেদ ভুলে। একটা পুজো কতটা একতার প্রতীক তা আমরা আমাদের এই কালী পুজো না থাকলে জানা যেতো না। এই 'আমাদের ' বলার একটি অন্য কারণ হলো আমরা বাঙালি। আর সেটা বলার কারণ হলো-- এই বাঙালিই এই উৎসবে মাতে বেশি। অনেক অনেক আশা তৈরি হয় এই উৎসবে।

শরৎ, শিউলি,কাশ,ঢাক, আকাশে পেঁজা তুলোর মত মেঘ ছিল দুর্গা মায়ের আগমনের প্রতীক। আর এই ক্ষেত্রটি অন্য। এবার শব্দ- আলোর ফেস্টিভ্যাল। ছোটদের এক অনাবিল আনন্দ দেখা জয় এই কালী পুজো ঘিরে। বায়না নানা বাজি কেনা। আলোর বাজি, শব্দ বাজি, তুবড়ি মশাল, ক্যাপ লাগে বন্ধুকে, তারা বাজি , চড়কি বাজি অল্পস্বল্প হলে বাবু বেজায় চটে। শব্দবাজি জব্দ করতে প্রশাসন তৎপর হয়েছে অনেক আগেই। তবে লুকিয়ে কি চলছে না? নিশ্চয় চলছে। সুতরাং আবদার যেভাবে হোক জোগাড় করতে হবে। সুতরাং অফিসে খোঁজ কে বাজি সেল করে। হ্যাঁ, অসিত করে। ও লুঙ্গি যায়, ও নীলগঞ্জ যায়। সুতরাং পাকড়াও। যেভাবে হোক আমার চার প্যাকেট জোগাড় করতে হবে। হলো জোগাড়। বাড়ি গিয়ে বাবা জানতে পারে পারে আরো দু'প্যাকেট জোগাড় করতে হবে। সুতরাং আবার অসিত কে ধরা। হয়েও গেলো। কিন্তু কি করে যে ছেলেটা এমন হলো কে জানে! উত্তর আসে ঝংকারে --- তুমিও কম ছিলে না। মায়ের কাছে সব শুনেছি।

ওদিকে কুমোর ব্যস্ত --মৃন্ময়ী মা যেনো সে চিন্ময়ী আকার দিতে যেনো বিভোর বিহ্বল। অনেক আবদার জড়ানো ও ভরানো শিশুদের এই পুজোয়। কালী মানে শক্তি। নানা রূপে কালী দেখা যায়। তাই অনেক নামেই কালী দেখা যায়। কালীর ঘটা দেখা যায় বারাসাতে। কালী উচ্চতায় দেখা যায় নৈহাটিতে। বিভিন্ন প্রকার কালী দেখা যায় শান্তিপুরে। এছাড়াও উত্তর চব্বিশ পরগনা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, হাওড়া, হুগলি নদীয়ার বিভিন্ন জায়গায় অনেক ক্ষেত্রে বেশ ভালো পুজো হয়। আমাদের সংস্কৃতির আরেকটি অন্যতম আয়োজন এই শ্যামাপূজা। শিশুমন এ দারুন ব্যাপার এই পুজোয়। শিশুমন তো না বুঝে মানে, মনে মনে সেই সেরা আলোটা পুজোয় বায়না করে বসে। আবদার ভেবে রেখেছে বন্ধু দেবাঞ্জনের চেয়ে বেশি করবে বলে। ওদের বাড়িতে পুজো হয় বলে বড্ড অহংকার। সুতরাং এবার আমাদের বাড়িতে পুজো করতে হবে। না, তা তো হয় না। অনেক বুঝিয়ে সে যাত্রা ঠাণ্ডা করা গেছে। তবে সেরা থেকে সেরা বাজি চাই। বাবা জোটালো ও।

ওদিকে পুরো ফ্যাশন বুঝে গেছে শৈশব থেকে যৌবন। কিন্তু এই অবস্থা সামলানোর জন্যে বাড়ির গৃহকর্তার নিপাট চিন্তা ও পয়সার জোগাড় অনেকদিন থেকেই ঠিক করা। অনেক বছরই মা সেটা ঠিক জুটিয়ে দেন। কিভাবে দেন জানি না তবে কিছু একটা তো শক্তি অবশ্যই আছে। নইলে এই জগৎ চলে কি করে! মায়ের শক্তি এতটাই যে সে কাউকে ফেরান না, বরং সকলকে কাছে টানেন। এটাই মায়ের মহিমা।

পুজো মানে 'প্রেম 'এটা কমন। তবে তাতে খুব চালকরা মজে না। তারা সব কিছু বুঝে চলেন। যারা চলেন না বা বেপরোয়া বা যারা উড়ে তারা খুব সহজেই বখে যায়। আর মায়ের মহিমা দেখুন --এরাই আবার আমাদের অনেক কাজে লাগে। মানে মায়ের কাজে ওই বখাটে ছেলেদের খুব প্রয়োজন। কারণ তাদের কাছে সময় অঢেল। তার হয়তো সবটা বোঝে না তবে এটা বোঝে যে কে কোনটা ভালো বোঝে। সুতরাং এতেই বাজিমাত হয় মায়ের পুজো। ঠাকুর, প্যান্ডেল, লাইট, মাইক, থিম, ঢাকি, চাঁদা, ভোগ, বস্ত্র বিতরণ থেকে যাবতীয় হয়ে যায় খুব সহজে। না, কোনো দল নয়। ঘটা করে পুজো এবং শেষ পর্যন্ত সুস্থতা বজায় রাখা ক্লাবের কাজ। আর ওই যে বললাম একজন বুঝদার ঠিক তাকে যে কিনা সচেতন দৃষ্টিতে পুরোটা দেখেন। তিনি সম্মতি না দিলে কোনো কাজ এগোয় না। আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে মায়ের কৃপায় তা ভালোই হয়। ফলে দুর্গা পুজো ছাড়িয়ে অনেক ক্ষেত্রে কালী পুজো অনেক ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকে।

হলেও মায়ের কাজে সবাই এক। সবাই ঝাঁপিয়ে পড়েন ভালো ও সুস্থ পুজো করাতে। একটা অদ্ভুদ গতি কাজ করে এই পুজোয়। মনে করুন পুজোয় এই তো সবে বাশ পড়েছে এটা সম্পন্ন হবে কি করে যখন এটা ভাবছেন দেখবেন ঠিক সারারাতের বহু কর্মীর নিষ্ঠার পরিশ্রমে হয়তবা পুজোর অনেক আগেই সেই প্যান্ডেল সম্পন্ন। এক্ষেত্রে কাউকে কিচ্ছু বলা লাগে না। সৌজন্যে সকলের নিষ্ঠা।

তবু আবেগ বাঙালির অনেক। ভালোবাসা বাঙালির অনেক। এখানে দুর্গাপুজোর ঘটে প্রেম। বহু ক্ষেত্রে সেটা জীবন ধর্মে পৌঁছায়। আবার এই পুজোর অনেক বিবাদ থেমে যায়। অনেক অনেক রাগ,হিংসা মায়ের কৃপায় থেমে যায়। কিভাবে হয় আমরা জানি না। শুধু এটা জানি যে একটা মায়ের মহিমা আছে। আমরা দেখেছি একজন পিতার দায়িত্ব। আমরা এটাও দেখেছি কিভাবে এক শিশু বহু মাসের টিফিনের পয়সা জমিয়ে বাবাকেই একটা ভালো জামা উপহার দিয়েছে। আমরা দেখেছি সেই শিশুকে যার বারোটা জামার মধ্যে সাতটা সে গরীব বস্তির বাচ্চাকে দান করে দিয়েছে। আমরা দেখেছি সেই কুমোর কে যে তার সদ্য নিজের মা গত হওয়ায় অবিকল মৃন্ময়ী মূর্তি চিন্ময়ী রূপে তিনি দেখছেন। আবার এও দেখেছি একই অবস্থায় নামকরা পাল তার সহকর্মী দিয়ে কাজ করিয়েছেন। কারণ তিনি কিছুতেই মায়ের মুখের আদল আনতে পারছেন না। সাংস্কৃতিক পরিসর মানে নাটক, আবৃত্তি,নাচ, গান থেকে সংস্কৃতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যায় এই পুজোয়। এটা কি কম হল! বড় কোম্পানি হেল্প না করলে মানছি বড় পুজো হতে পারে না। তাই তাকে যদি মঞ্চে বিশিষ্ট সমাজসেবক করা যায় তাতে নিন্দুকের আপত্তির কি আছে? আরে এটা দেখলেন না যে তার ছেলে বিখ্যাত গায়ক হওয়া সত্বেও যে কিনা বিনা পয়সায় মিউজিক আয়োজন সহ নিরলস সাধনায় পুজোর থিম সং গেয়েছেন। এটা কি কম হলো! এটা কি কম হলে যে বড় গাড়ি নিয়ে পুজোয় ঠাকুর না দেখে গরীব দেখতে বেরিয়েছে একটি পরিবার। হ্যাঁ, সঙ্গে খাবার, টাকা আর নতুন ভালো পোশাক দান করতে চলেছে সেই পরিবার। এটা কি কম শ্রদ্ধা হলো যে লাইটের সব আয়োজন চেঞ্জ করেছে এক পুজো কমিটি বিখ্যাত গায়ক জুবিন গর্গের ছবিও তার নানা ভাষার গান এবারের কালী পুজোয় বাজানোর জন্য। এই রকম কত কত ঘটনা আছে যা একটা পুজো না থাকলে জানা যেতো না। ধনতেরাস নিয়ে মাতামাতি জানা যেত না। এই শ্যামা পুজো না থাকলে দেওয়ালি কি তা জানা যেতো না হ্যাঁ, দুর্গার পর কালিও হাজির সেক্ষেত্রে। দুর্গা পুজো মহোৎসব হলেও কালিও কম উৎসব নয়। একটা প্রেম যেখানে অনেকটা ভালোবাসা, শিশির, আলো, আবেগ, উন্মাদনা, উৎসাহ,আয়োজন, ভক্তি, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা , ভালো লাগা, অনেকটা আনন্দ, অপেক্ষা, অনুভূতি আরো কত কি মিলে মিশে আছে-- এই শ্যামা পুজোয়! কি মানবেন তো?

আজও অক্ষয় শ্রীম কথিত রামকৃষ্ণ কথামৃত

নির্মল বিশ্বাস

পৃথিবী এগিয়ে চলেছে। আজ ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন, ডিভিসি, ল্যাপটপ, ভিডিও গেমসের প্রাবল্যে তরুণ প্রজন্ম এখন ব্যস্ততায় টইটম্বুর। সকালে কলকাতা, রাতে লন্ডন, পরদিন নিউইয়র্ক ভ্রমণ এখন আর প্রায় 'অসম্ভব' বলে মনে হয় না। মানুষের ব্যস্ততায় এখন জেড স্পিড। তবুও এর মাঝে সারা পৃথিবী জুড়ে বেড়েই চলেছে রামকৃষ্ণ মিশন। লন্ডন, প্যারিস, আমস্ট্রারডম, ব্রাসেলস, টোকিও, ভিয়েনা----যেখানে যেখানে ভারতীয়রা বাস করেন সেখানে সেখানে রামকৃষ্ণ মিশনের বর্ণময় ছটার বিচ্ছুরণ। অথচ আশ্চর্যের পাশ্চাত্য আজ সভ্যতার জটাজালে ক্লান্ত, বিধ্বস্ত। বহু দেশের বিদেশিনীরা আজ বাঁচার পথ খুঁজছেন, খুঁজছেন মুক্তির পথ। দলমত নির্বিশেষে সকলেই আসছেন মুক্তির পথ খুঁজতে রামকৃষ্ণ মিশনে। দিক্ষিত হচ্ছেন রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে। বদলে যাচ্ছে তাঁদের খাদ্যাভ্যাস, বদলে যাচ্ছে জীবনযাপনের স্টাইলও। ধ্যান আর প্রাণায়ামের মাঝখানে তাঁরা পেয়ে যাচ্ছেন অন্য কোনও এক পৃথিবীর সন্ধান।

১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর শিকাগোর বিশ্বধর্ম সম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দের উদাত্ত বক্তৃতাই সারা পৃথিবীর কাছে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন

শ্রীশ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণকে, সারদামাকে এবং স্বয়ং বিবেকানন্দকেও।

বিবেকানন্দ রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে পড়েন। রামকৃষ্ণদেব পরিচিত হলেন বিবেকানন্দের মাধ্যমেই। তাই ঠাকুর মাঢে মাঝে বলতেন, 'নরেনই আমাকে বিখ্যাত করে দেবে, ওর মাধ্যমে প্রচার হবে আমার' বস্তুত, রামকৃষ্ণের যে প্রচার শুরু করেছিলেন, বিবেকানন্দ তা পল্লবিত হয়ে আজকের পৃথিবীর ধর্ম তৈরি করেছে। যার নাম মানবধর্ম।

আমাদের পথ দেখাতে আছে এক প্রজ্বলিত আলোক শিখা-----যাঁর নাম শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস। সংসার নামক জটিলতা, জ্বালা, যন্ত্রণা প্রতিনিয়ত আমাদের পুড়িয়ে খাক করছে।

তবু আমরা সেই সংসারের পেছনে ছুটে মরছি। নিজেদের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে নিচ্ছি সাংসারিক প্রাত্যহিকতা।

যেমন, কাঁটা গাছ চিবতে চিবতে মুখ থেকে ক্রমাগত রক্ত ঝরছে তবু উট সেই কাঁটা গাছই চিবোবে। এ রামকৃষ্ণ ঠাকুরের কথা। ঠাকুর বলেছেন, 'ঈশ্বরেতে মন রেখে সংসার করবে তাহলে আর ভয় থাকবে না। যেমন হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙতে হয়। তাহলে আর আঠা লাগার ভয় থাকে না। ঠিক সেই রকম গায়ে হলুদ মেখে নদীতে নামলে কুমির কামটাদির ভয় থাকে না।'

সংসার এবং তার কামনা, বাসনা, বিষয়বস্তু ইত্যাদি নিয়ে রাতদিন লেপটে থাকা যন্ত্রণা কতর মানুষকে মুক্তি দিতে গল্পের ছলে, সাধারণ মানুষের বোধগম্য সহজ সরল ভাষায় এমন অজস্র উদাহরণ ঠাকুর বলে গিয়েছেন। তবে শুধু বলে গিয়েছেন। কোথাও লিখে রেখে যাননি।

যদি কথামৃতকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'শ্রীম' না থাকতেন তাহলে ঠাকুর মুখনিঃসৃত এই অমৃতবাণী ভাণ্ডার আজ এই একশো দেড়শো বছর পরে সাধারণ মানুষের কাছে কখনই পৌঁছত না। কালের অতলে কোথায় হারিয়ে যেত। হারিয়ে যেত মনুষ্য জীবনের চিরশক্তির পারাবার। কীভাবে কার করুণায় মহেন্দ্রনাথ আত্মহননের পথ থেকে সরে এসে এমন অভূতপূর্ব গুরুদায়িত্ব তাঁর নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। সুতরাং, নতুন করে বলার আর কিছু নেই। শুধু অবাক হতে হয়, শ্রীম'র অসাধারণ স্মৃতি শক্তির কথা চিন্তা করে। শ্রী শ্রী ঠাকুরের আশীর্বাদ না থাকলে এমন স্মৃতি শক্তির অধিকারী হওয়া কি সম্ভব ?

বাংলা ও ইংরেজিতে বিবেকানন্দের বাণী, তরুণদের প্রতি বিবেকানন্দের উপদেশ, ভারত ভ্রমণের কথায় লক্ষ লক্ষ কপি বই বিক্রি হয় মানুষের কাছে। পৃথিবীর দেশে দেশে বিবেকানন্দের রচনাবলী অনুদিত হয়। দক্ষিণেশ্বর, তারাপীঠ ও বেলুড় মঠ তাই এখনও ভারতীয়দের কাছে সমানভাবে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে বিদেশীদের কাছেও। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, রাণি রাসমণি ট্রাস্ট, রাজ্য কিংবা কেন্দ্রীয় সরকার কেউই এই ধর্মস্থানে আন্তর্জাতিক মানের কোনও অতিথিশালা গড়ে তোলেননি। ফলে, আজও বহু বিদেশীর কাছে এই স্থানগুলির মাহাত্ম্য উপভোগ করার ইচ্ছে থাকলেও তা হয়ে উঠছে না।

খবরে প্রকাশ, ইতিমধ্যে 'রামকৃষ্ণ কথামৃত' মানুষের মনে চাঞ্চল্য জাগিয়েছে। সারা পৃথিবীতে হাজার হাজার মানুষ রামকৃষ্ণকে জানতে ' রামকৃষ্ণ কথামৃত' পড়ছেন। 'রামকৃষ্ণ কথামৃত' অনুদিত হয়েছে হিন্দি, ওড়িশা, তামিল, মালায়ালাম ও পুস্ত ভাষায়। এখন তা ইংরেজি ছাড়াও পোলিশ, চেক, জার্মান, ফরাসি, ইতালি,

জাপানি ও চিনা ভাষায় অনুদিত হয়েছে। পৃথিবীর বহু দেশেই এখন 'রামকৃষ্ণ কথামৃত' নিয়ে আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের একটা বড় অংশ ঝুঁকে পড়েছে রামকৃষ্ণের দিকে। তবে লক্ষ্য করার বিষয়, বিদেশীদের মধ্যে এই যে উন্মাদনা তা এখন ভারতবর্ষকে ভাবাচ্ছে।

সিস্টার নিবেদিতা থেকে শুরু করে অতি আধুনিক বিদেশী সন্ন্যাসীরাও রামকৃষ্ণ ঠাকুরকে আশ্রয় করে এক পরম শান্তির জীবন খুঁজে পেয়েছেন। পাশ্চাত্যের বিলাস আর অর্থের প্রাবল্য শান্তির সন্ধান দিতে পারেনি তাঁদেরকে।

তাই আজও দক্ষিণেশ্বর, আদ্যাপীঠ, বেলুড়মঠ ও 'রামকৃষ্ণ ইন্সটিটিউট অব কালচার'-এ অসংখ্য মানুষের ঢল নামে।

'রামকৃষ্ণ কথামৃত' পাঠের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছেন দুঃখের সমাধান, জীবন সাধনের বীজ। শ্রীম কথিত রামকৃষ্ণ চরিত ও বাণী, যা 'রামকৃষ্ণ কথামৃত' নামে সমাধিক পরিচিত। আজও তা বাংলা ও বাঙালির গর্ব। মুক্তির দিশারী একমাত্র অক্ষয় 'রামকৃষ্ণ কথামৃত'।

আনন্দকথা

বংশী বাজিল ওই বিপিনে।
(আমার তো না গেলে নয়) (শ্যাম পথে দাঁড়ায়ে আছে)
তোরা যাবি কি না যাবি বল গো।।
তোদের শ্যাম কথা কথা।
আমার শ্যাম অন্তরের ব্যথা (সই)।।
তোদের কাছে বাঁশী কানের কাছে।
বাঁশী আমার বাজে হৃদয়মাঝে।।
শ্যামের বাঁশী বাজে, বেরাও রাই।
তোমা বিনা কুঞ্জের শোভা নাই।।"

ঠাকুর অশ্রুপূর্ণ নয়নে এই গান গাইতে গাইতে কেশবাদি ভক্তদের বললেন, "রাধাকৃষ্ণ মানো আর নাই মানো, এই টানটুকু নাও, ভগবানের জন্য কিসে এইরূপ ব্যাকুলতা হয়, চেষ্টা কর। ব্যাকুলতা থাকলেও তাঁকে লাভ করা যায়।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ
সংনিয়মোন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ।।
(গীতা — ১২/৪)
(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

মানকরে বড় কালীর পুজোর ভোগে দেওয়া হয় আধ সিদ্ধ মাংস, মদ, চ্যাং মাছ পোড়া

৭০০ বছরের পুরনো পুজোয় রয়েছে বহু অলৌকিক ঘটনা

সুজিত ভট্টাচার্য ● পূর্ব বর্ধমান

দুর্গাপুজোর পর বাঙালির আর একটি বড় পুজো হলো শ্যামা পুজো। কোথাও বারোয়ারি, তো কোথাও পারিবারিক বা মন্দিরে পুজোর আয়োজন হয় মহা ধুমধামের সঙ্গে। সেই মতো পূর্ব বর্ধমান জেলার বুদবুদের মানকর গ্রামে ভট্টাচার্য বাড়ির বড় কালীর পুজোর আয়োজন করা হয়েছে সাড়ম্বরে। এই বাড়ির পুজো এবার ৭০০ বছরে পদার্পণ করল। এই পুজো ভট্টাচার্য বাড়ির পুজো হলেও, বর্তমানে এই পুজোয় গোটা গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করেন। পুজোর প্রতিষ্ঠাতা রামানন্দ গোস্বামী। প্রায় ৭০০ বছর আগে রামানন্দ গোস্বামী মানকরে আসেন। রামানন্দ গোস্বামীর চার ভাই ছিলেন। জীবন গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, সুজীব গোস্বামী এবং রামানন্দ গোস্বামী। কথিত আছে, এই রামানন্দ গোস্বামী ছিলেন মা কালীর ভক্ত এবং তাঁর গোটা পরিবার ছিল কৃষ্ণ ভক্ত। ফলে পরিবারের সঙ্গে তাঁর কখনোই মিল হতো না। রামানন্দ গোস্বামীর ইচ্ছা ছিল, সে দেবী কালীর মন্দির তৈরি করে সেখানে দেবীকে প্রতিষ্ঠা করবেন। তিনি থাকতেন বুদবুদের মারো গ্রামে। সাধনা করার জন্য তিনি মানকরে শ্মশানে জঙ্গলে আসেন। সেখানে পঞ্চ মুণ্ডের আসন তৈরি করে সাধনা করেন। সেখানেই সাধনা করে সিদ্ধি লাভ করেন তিনি। এরপরেই দেবীর মন্দির গড়ে তুলে সেখানে দেবীকে প্রতিষ্ঠা করতে চান তিনি। তিনি জানতে পারেন, দেবীর প্রতিষ্ঠা করতে গেলে একটা প্রাণের আহুতি দিতে হবে। এদিকে কারোর জীবন নিয়ে দেবীকে প্রতিষ্ঠা করতে চান না রামানন্দ গোস্বামী। তাই তিনি দেবীকে প্রতিষ্ঠা করতে জীবন্ত অবস্থায় সমাধিস্থ হন। তাঁর সেই সমাধির ওপর গত ৭০০ বছর ধরে দেবীর মূর্তি তৈরি করে সেখানেই দেবীর পূজার্চনা হয়। তবে এই পুজোর দায়িত্বভার আগে থেকেই ভট্টাচার্য পরিবারকে দিয়ে গিয়েছিলেন রামানন্দ গোস্বামী। সেইমতো ভট্টাচার্য পরিবার এই পুজোর দায়িত্ব সামলে আসছে গত ৭০০ বছর ধরে।

এই পুজোকে ঘিরে রয়েছে নানান অলৌকিক ঘটনা। যা দেবীর জাগ্রত হওয়ার প্রমাণ দেয়। ভট্টাচার্য পরিবারের প্রবীণ সদস্য মুক্তিপদ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, পুজোকে ঘিরে অনেক অলৌকিক ঘটনা তাঁরা পূর্বপুরুষের

কাছ থেকে শুনে এসেছেন। এই পুজোয় নাকি দেবীর মূর্তি মন্দিরেই তৈরি হয়। যেদিন থেকে পুজোর সূচনা হয়েছিল সেদিন থেকে সেই শিল্পী এই দেবীর মূর্তি তৈরি করেছিলেন, সেই শিল্পীর বংশধরেরাই এই দেবীর মূর্তি তৈরি করে আসছেন। শোনা যায়, কোনও এক বংশধর দেবীর মূর্তি তৈরি করার সময় ব্যস্ততার মধ্যে দেবীর চক্ষুদান করেছিলেন সন্ধ্যার পরে। কারণ তিনি জানতেন না সন্ধ্যার পর এই দেবীর মূর্তির চক্ষুদান করা হতো না। ফলে পরের দিন তিনি গুরুতর আহত হন। ওই শিল্পী জানিয়েছিলেন, কেউ তাঁকে চুলের মুঠি ধরে খেজুর গাছে মুখ রগড়ে দিয়েছিল। তারপর স্বপ্নাদেশ পান। সেইমতো আজও সন্ধ্যার পর দেবীর চক্ষুদান করা হয় না। পুজোর সময় একবার কিছু মানুষ তাল শাস খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন পুরোহিতের কাছে। কিন্তু সেই তালশাস অসময় কোথায় পাবেন সেই নিয়ে পরিবারের সদস্যরা চিন্তায় পড়েন। সেই সময় দেবী তাঁদের জানিয়েছিলেন, পাশের পাড়ায় তাল তলায় একটি গাছে তাল শাস ধরেছে, সেই তাল শাস পেড়ে এনে সবাইকে খাওয়াতে। সেই মতো অনেকেই ছুটে গিয়ে লক্ষ্য করেন একটি তাল গাছে তাল শাস ধরে রয়েছে। সেই তাল শাস পেড়ে মন্দিরে আনা হয়। একটা সময় ছিল যখন গ্রামে শাঁখারিরা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে শাঁখা বিক্রি করতেন। কয়েকশো বছর আগে এক শাঁখারি মানকর গ্রামে শাঁখা বিক্রি করতে আসেন। রাস্তা দিয়ে শাঁখারি চিৎকার করতে করতে যখন যাচ্ছিলেন, তখন গ্রামের এক পুকুর পাড়ে এক মহিলা যার গায়ের রং ছিল অত্যন্ত কালো এবং তাঁর চুল ছিল ঘন এবং লম্বা, কোমরের নিচ পর্যন্ত। তিনি ছুটে এসে শাঁখা বিক্রেতার কাছে শাঁখা কিনতে চান। সেইমতো শাঁখারি দুগাছা শাঁখা তাঁর হাতে ধরিয়ে দিলে, উল্টে ওই মহিলা চারগাছা শাঁখা দিতে বলেন। শাঁখারি হতবাক হন যে, চারগাছা শাঁখা ওই মহিলা কী করবেন? সেই মহিলা জোর করে চারগাছা শাঁখা নেন। এরপর যখন শাঁখারি তাঁর কাছে টাকা চান। মহিলা তখন বলেন তাঁর কাছে পয়সা নেই। গ্রামে ভট্টাচার্য পাড়ায় গিয়ে বড় কালীতলার বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্যকে গিয়ে বলতে। উনি তাঁর বাবা। তাঁকে গিয়ে বলবে, যে মন্দিরের কোলঙ্গায় টাকা রাখা আছে, সেখান থেকে টাকা যেন বার করে দিতে। সেইমতো শাঁখারি মন্দিরে এসে মন্দিরের পুরোহিত তথা ভট্টাচার্য বাড়ির সদস্য বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্যকে বিষয়টি জানাতে তিনি হতবাক হয়ে যান। কারণ তাঁর কোনও কন্যা সন্তান ছিল না। কিন্তু যেভাবে শাঁখারি পয়সা রাখার কথা জানিয়েছিলেন, সেই কথা শুনে মন্দিরে ঢুকে কোলঙ্গায় হাতড়ে সেখান থেকে টাকা পান। বিষয়টি সন্দেহ হওয়ায় তৎক্ষণাৎ পুকুরপাড়ে ছুটে যান। পুকুরের সামনে দাঁড়িয়ে দেবীকে দর্শন দিতে বলেন। সেই সময় পুকুর থেকে এক কালো হাত বেরিয়ে শাঁখা দেখায়। সেই থেকে আজও ওই শাঁখারি বা তাঁর পরিবারের সদস্যরা পুজোর সময় শাঁখা দিয়ে যান। তিনি বলেন, 'রামানন্দ গোস্বামী একজন সাধক ছিলেন। তিনি শাক্ত মতে দীক্ষিত ছিলেন। তিনি ছিলেন মারো গ্রামের বাসিন্দা। সাধনা করার জন্য তিনি ঘুরতে ঘুরতে মানকরে ভট্টাচার্য পাড়া আর শ্মশানের জঙ্গলে অবস্থান করেন। সেখানেই তিনি তাঁর সাধনা শুরু করেন। সেখানে পঞ্চমুণ্ডের আসন তৈরি করে সেখানেই সাধনা করতেন তিনি। পরে সেখানেই মন্দির তৈরি করে শুরু হয় কালীর পুজো।' ভট্টাচার্য বাড়ির পরিবারের পুজো হলেও মানকরে বড়কালী হিসেবেই পরিচিত দেবী। পুজোর ভোগ রান্নায় রয়েছে ভিন্ন পদ। এখানে রয়েছে বলিপ্রথা। প্রচুর পাঁঠা বলি হয় এখানে। সেই বলির আধ সিদ্ধ করা পাঁঠার মাংস এবং কারণ (মদ) ভোগ দেওয়ার প্রথা রয়েছে এখানে। এছাড়াও ভোগের সঙ্গে পাঁচ রকম ভাজা, পাঁচমিশালী ডাল, শাক, বড়ি পোস্ত, দাঁত খোঁচানোর কাঠি, চ্যাং মাছ পোড়া দেওয়া হয়। এছাড়াও থাকে ভোগের সঙ্গে মাছ। সমস্ত পাঁঠার মাংস রান্না হয় মন্দিরের পাশেই। খিচুড়ি ভোগের সঙ্গে গ্রামের মানুষকে তা বিতরণ করা হয়। দেবীর বিসর্জনেও রয়েছে প্রাচীন রীতি। এখানে শোভাযাত্রা বের হয় না। তবে দেবীকে মাচা বানিয়ে কাঁধে চাপিয়ে গোটা গ্রাম প্রদক্ষিণ করে গ্রামের শেষ প্রান্তে পুকুরে বিসর্জন দেওয়া হয়।

ব্লক সভাপতির নাম ঘোষণায় তৃণমূলের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাসনাবাদ: ব্লক সভাপতির নাম ঘোষণা হওয়ার পরেই তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে। নবনির্বাচিত সভাপতি অন্যদলের এজেন্ট, দুর্নীতিগ্রস্ত, অর্থের বিনিময়ে সভাপতি পেয়েছেন এমনই মারাত্মক অভিযোগ প্রাক্তন সভাপতি। নিজের ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা ব্লক সভাপতি না-হতে পারায় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার হুঁশিয়ারি এবং নতুন সহ-সভাপতিও তার পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার হুঁশিয়ারি। পাশাপাশি রবিবার পূর্ব ঘোষিত বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠান বাতিল করলেন আগের ব্লক সভাপতি। এছাড়াও আরো বেশ কয়েকজন তৃণমূলের নেতৃত্ব নিজেদের পদ ছাড়ার হুঁশিয়ারি দিলেন। সব মিলিয়ে অস্বস্তিতে বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল কংগ্রেস। ঘটনাটি উত্তর ২৪ পরগনার হাসনাবাদ এক নম্বর ব্লকের। এদিন তৃণমূলের বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার বিভিন্ন পদাধিকারীদের নাম নতুন করে ঘোষণা করে দল। সেই ঘোষণা অনুযায়ী তৃণমূলের হাসনাবাদ ১ নম্বর ব্লক কমিটির সভাপতির নাম ঘোষিত হয় আনন্দ সরকারের। সহ-সভাপতি হয়েছেন গৌতম কয়াল। এখানকার আগের ব্লক সভাপতি ছিলেন আমিরুল ইসলাম। এই আমিরুল ইসলাম হাসনাবাদ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির পদেও আছেন। আজ আগের সভাপতি আমিরুল ইসলামের উদ্যোগে বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠান ছিল হাসনাবাদের বরুণহাটে। নতুন সভাপতির নাম ঘোষণা হওয়ার পরেই আগের সভাপতি আমিরুল ইসলাম বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠান বাতিল করেন। অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আর কয়েক ঘণ্টা বাকি ছিল। অনুষ্ঠান বাতিল হওয়ায় চেয়ার, ব্যানার-সহ সবই খুলে ফেলা হয়। পাশাপাশি তিনি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পদ ছেড়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন এবং নতুন সহ-সভাপতি গৌতম কয়াল তাঁর নিজের পদ ছাড়ার হুঁশিয়ারি দিলেন। সঙ্গে আরও বেশ কয়েকজন তৃণমূলের নেতৃত্ব তারাও নিজেদের পদ ছাড়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তাঁদের অভিযোগ, 'নতুন ব্লক সভাপতি আনন্দ সরকার বিজেপি ঘনিষ্ঠ এবং তৃণমূলের বিরোধিতা করে। উনি বিজেপির এজেন্ট, দুর্নীতিগ্রস্ত। আনন্দ সরকারকে ব্লক সভাপতি করবে না এমনটাই কথা দিয়েছিলেন হিঙ্গলগঞ্জের বিধায়ক। কিন্তু তারপরেও তাঁকে ব্লক সভাপতি করল। তাই আমাদের নেতৃত্বরা তাঁদের পথ ছেড়ে দেবে।' পরিস্থিতি সামাল দিতে ময়দানে নেমেছেন জেলার উচ্চ নেতৃত্ব। তৃণমূলের অন্দরের খবর, আইপ্যাক মোটা টাকার বিনিময়ে এই কাজ করেছে। এই জঘন্য চক্রান্তের প্রতিবাদ করে তৃণমূলের একাংশ নেতা, কর্মীরা।

জনস্বার্থে বিজ্ঞপ্তি!

জনসাধারণকে অবগত করা যাচ্ছে যে শ্রী সুব্রত পাত্র, পিতা শ্রী বসন্ত পাত্র, অনুচিত আচরণ ও প্রতারণার কারণে ১৭ অক্টোবর ২ ০ ২ ৫ তারিখে আলট্রাফ্রেশ মডুলার সলিউশনস লিমিটেড থেকে পদমুক্ত করা হয়েছে।এখন থেকে তার কোনো কর্মকাণ্ড বা কার্যকলাপের জন্য কোম্পানি দায়বদ্ধ থাকবে না।

ফুরফুরায় পীর বড় হুজুরের সভায় বিশ্ব মানবতার দোয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: রবিবার ফুরফুরায় পীর বড়ো হুজুরের ইয়াদগারে বিশেষ সম্মাননা ও ঐতিহ্যবাহী ইসালে সওয়াব অনুষ্ঠিত হয়। ৪৮তম প্রসিদ্ধ এই মাহফিল গদ্দিনশীন পীর শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা আবু নসর মুহাম্মাদ আবদুল হাই সিদ্দিকী আল-কুরাইশী (রহ)-এঁর স্মরণে পয়লা কার্তিক নির্ধারিত সময়ে ফি-বছর হয়ে আসছে। একই মঞ্চে পীর মা, পীর আল্লামা আনসার সিদ্দিকী ও পীর হযরত আবু ইব্রাহিম সিদ্দিকী হুজুর এবং তাঁদের স্ত্রীদের উদ্দেশ্যেও দোয়ার মাহফিল সম্পন্ন হয়েছে। পীর হযরত আবদুল্লাহ সিদ্দিকী শেষ দোয়া করেন। সমগ্র বিশ্বের মানুষের কল্যানের জন্য দোয়া করেছেন। পরম্পরা অনুযায়ী ঐতিহ্যবাহী জেকেরের মজলিস পরিচালনা করেছিলেন পীরজাদা মাওলানা সওবান সিদ্দিকী। পীরজাদা মাওলানা মুজাহিদ সিদ্দিকী, মাওলানা মুহাম্মদ রেজওয়ানুল করিম ও আলি ইউসুফ সামবিল-সহ অনেকেই বক্তব্য রাখেন। সভার সাফল্য কামনা করে এক বিবৃতিতে শায়খুল হাদিস, পীর আল্লামা শায়খ মিশকাত সিদ্দিকী দোয়া করেছেন। উদ্যোগে ছিল ফুরফুরা বিশ্ব ইসলাম মিশন কুরআনি সুন্নী জমিয়তুল মুসলিমিন হিযবুল্লাহ। এদিন সকাল থেকেই মাদ্রাসার অসংখ্য ছাত্ররা কালাম পাক, দরুদ শরিফ ও বিভিন্ন ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। ফুরফুরা ফাতেহিয়া খারেজিয়া হিফজুল কোরআন ও দাওরাতুল হাদীস মাদ্রাসার সিনিয়ার ও জুনিয়ারদের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াত ও গজল প্রতিযোগিতা চলে।

দুর্গাপুরে শ্যামাপুজোর দ্বার উদ্‌ঘাটনে দুই মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুর ইস্পাত নগরির নিউটন ইয়ং কর্নারের শ্যামাপুজো এই বছর ৫০ তম বর্ষে পদার্পণ করল। এবছরে তারা জৈন মন্দিরের আদলে তৈরি করেছে মণ্ডপ। শনিবার রাত ন'টায় শ্যামা পুজোর দ্বার উদ্‌ঘাটন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার ও মলয় ঘটক। উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক, মহকুমা শাসক, কমিশনার, দুর্গাপুর রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান, আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। উদ্যোক্তাদের আশা তাঁদের এই শ্যামা পুজোর মণ্ডপ দর্শনার্থীদের নজর কাড়বে। দ্বার উদঘাটনের পরেই ভিড় উপচে পড়ল শ্যামা পুজোর মণ্ডপে।

দেবীর নির্দেশে প্রতিমার উচ্চতা প্রায় ২৫ ফুট ছাড়িয়েছে ইন্দাসের 'বড়মা'র

সৈয়দ মফিজুল হোদা

বাঁকুড়া: 'বড়মা'র পুজো শুরুর বিষয়ে এলাকায় বহুল প্রচলিত জনশ্রুতি অনুযায়ী, তিন শতকেরও বেশি আগে হাজরা পাড়া গ্রামে এক বৃদ্ধা বাস করতেন। তাঁর মেয়ের নাম কালী। ওই বৃদ্ধা জীবন ধারণের জন্য প্রতিদিন গ্রামের গোলে পুকুরে শামুক-গুগলি কুড়োতে গিয়ে মেয়ের নাম ধরে ডাকতেন। পরে একদিন ওই বৃদ্ধাকে মা কালী স্বপ্নাদেশের মাধ্যমে ওই পুকুরে থাকার কথা জানানোর পাশাপাশি তুলে নিয়ে গিয়ে গ্রামে প্রতিষ্ঠার কথা জানান। সেই সঙ্গে দেবী মূর্তি তৈরি করে প্রতি বছর একটু একটু করে উচ্চতা বৃদ্ধির নির্দেশও দেন। বৃদ্ধার কথা শুনে তৎকালীন গ্রামবাসীরা ওই পুকুরের জল থেকে মা কালীকে তুলে এনে ধুমধাম করে পুজো শুরু করেন। সেই প্রথা আজও তা অব্যাহত। গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, বড়মার পুজো তাঁদের কাছে অন্যতম আবেগের বিষয়। গ্রামের মানুষ কর্মসূত্রে যে যেখানেই থাকুন না, পুজোর সময় প্রত্যেকেই বাড়িতে ফিরে আসেন। আসেন আত্মীয়স্বজনেরাও। সব মিলিয়ে জাতী, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে 'বড়মা'র আরাধণায় মেতে ওঠেন সকলে।

দি জেএন্ডকে ব্যাংক শাখা ইনফ্যান্ট্রি রোড

J&K Bank

এফ ৬-এফ ৭, জেম প্লাজা, ইনফ্যান্ট্রি রোড, বেঙ্গালুরু-৫৬০ ০০১
টি +৯১ (০)৮০ ২৫৬৮৫৪৪৪ ই bnglor@jkbmail.com

তারিখ ৩০.০৯.২০২৫

রেফারেন্স নং JKB/BNGLOR/NPA-

রেজিস্টার্ড এ.ডি.

বদ্রী নারায়ণ সাহু ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা
পিতা ব্রজবন্ধু সাহু, এ০১/০৭, ভিআইপি রোড
পোদ্দার বিহার, কৈখালি-কলকাতা-৭০০০৫২
পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৫২

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে দাবি নোটিশ

প্রিয় মহাশয়/গণ,

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (এখন থেকে "আইন" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর ধারা ১৩ (২) এর অধীনে এই দাবি বিজ্ঞপ্তিটি আমি নিসার আহমেদ জারগার কর্তৃক **৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর ব্যাংক লি.** অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসেবে সারফেসি আইন, ২০০২ এর বিধান অনুসারে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত, নিম্নলিখিত কারণে জারি করা হয়েছে

যদিও, জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর ব্যাংকের ব্যবসায়িক ইউনিট, ইনফ্যান্ট্রি রোড (এখন থেকে ব্যাংক নামে পরিচিত) অনুমোদিত ঋণ সুবিধার বিবরণ হল

ক) অনুমোদিত রেফারেন্স নং HRDD/PS/HLSTF/2015-64 তারিখ ২৭.০৪.২০১৫ তারিখে হাউজিং লোন ৪.০০ লাখ টাকা এবং ৫.৯০ লাখ টাকা

খ) অনুমোদিত রেফারেন্স নং HR/PS/HLSTF/2021-22-229 তারিখ ১৮.১১.২০২১, ০.১০ টাকা এবং ৮.৬৭ লক্ষ টাকার হাউজিং লোন আপনাকে (পরবর্তীতে ঋণগ্রহীতা হিসাবেও উল্লেখ করা হয়েছে)।

যদিও উপরে উল্লিখিত ঋণ সুবিধা নিম্নলিখিত সিকিউরিটিজ দ্বারা সুরক্ষিত ছিল

প্রাথমিক নিরাপত্তা

৪৩৯ (ঘরাবাড়ি), খাতা নং ৯৯, পরিমাপ এসি ০.০৫৫ ডেসিমেল- এসি ০.১৬৫ ডেসিমেল পূর্ব দিক থেকে অবস্থিত দুর্গাপ্রসাদ গ্রাম, দেউলি পোস্ট, বেগোনিয়া, থানা - খোরধা জেলা, ওড়িশা রাজ্যে অবস্থিত এবং সীমানা
পূর্বে : প্রসন্ন নায়ক
পশ্চিমে : নিধি সাহু
উত্তরে : সরকারি জমি
দক্ষিণে : রাস্তা

সমপরিমাণ নিরাপত্তা

নেই

যদিও আপনি ঋণগ্রহীতা হিসেবে উপরোক্ত ঋণ সুবিধাগুলি ব্যাংকের অনুকূলে উপরোক্ত সম্পত্তিতে (সুরক্ষিত সম্পদ) নিরাপত্তা স্বার্থ তৈরির পর গ্রহণ করেছিলেন,

যদিও ঋণগ্রহীতা উপরে উল্লিখিত অনুমোদন পত্রের শর্তাবলী এবং ব্যাংকের অনুকূলে ঋণগ্রহীতা কর্তৃক সম্পাদিত নথিতে বর্ণিত অন্যান্য শর্তাবলী অনুসারে ঋণ সুবিধা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন, ফলস্বরূপ ঋণগ্রহীতার ঋণ অ্যাকাউন্ট নং ০১৮৩২৬৫৫০০০০০০২১, ০১৮৩২৬৫৫০০০০০০২২, ০১৮৩২৬৫৫০০০০০০৫৫ এবং ০১৮৩২৬৫৫০০০০০০৫৬ কে ০৮.০৯.২০২৫ (০১৮৩২৬৫৫০০০০০০২১) এবং ০৯.০৯.২০২৫ তারিখে ব্যাংক কর্তৃক অ-কার্যকর সম্পদ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। (০১৮৩২৬৫৫০০০০০০২২, ০১৮৩২৬৫৫০০০০০০৫৫ এবং ০১৮৩২৬৫৫০০০০০০৫৬) ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের নির্দেশিকা এবং নির্দেশিকা অনুসারে। ঋণ অ্যাকাউন্টের বিবরণ নিম্নরূপ :

ক্রম নং	সুবিধা	অনুমোদনের সীমা	সীমা গৃহীত	এনপিএ তারিখ	এনপিএ পরিমাণ	সুদ পর্যন্ত	৩০.০৯.২০২৫ অনুযায়ী মোট বকেয়া
১.	হাউসিং লোন-২১	৪.০০ লাখ	৪.০০	০৮.০৯.২০২৫	১,১৬,২৯৮.০০	৩০.০৯.২০২৫	৩,৩৭,২০৯.০০
২.	হাউসিং লোন-২২	৫.৯০ লাখ	লাখ	০৯.০৯.২০২৫	৯৫,৬০০.০০	১.২০,৯১১.০০	৩,৪১,০৩৮.০০
৩.	হাউসিং লোন-৫৫	০.১০ লাখ	৫.৯০	০৯.০৯.২০২৫	৫,৬০০.০০	২,৪৫,৪৩৮.০০	৭,২৭৫.০০
৪.	হাউসিং লোন-৫৬	৮.৬৭ লাখ	লাখ	০৯.০৯.২০২৫	৫,৯৪,২০০.০০	১,৬৭৫.০০	৭,৫৩,৫১১.০০
	মোট	১৮.৬৭	০.১০ লাখ		৮,১১,৬৯৮.০০	১,৫৯,৩১১.০০	১৩,৩৯,০৩৩.০০
			৮.৬৭ লাখ			৫,২৭,৩৩৫.০০	

৩০.০৯.২০২৫ তারিখের বকেয়া পরিমাণ ছাড়াও, সুরক্ষিত পাওনাদার হিসেবে ব্যাংক, বিজি'র স্ফটিকীকরণ এবং/বা এলসি'র হস্তান্তরের কারণে (যদি থাকে) বকেয়া পরিমাণ দাবি করার অধিকার সংরক্ষণ করে। ৩০.০৯.২০২৫ তারিখের মোট বকেয়া পরিমাণ **১৩,৩৯,০৩৩.০০ টাকা**।

যদিও উপরোক্ত পরিমাণ ঋণগ্রহীতা হিসেবে ব্যাংকের হিসাব বইতে আপনার কাছ থেকে বকেয়া এবং প্রদেয়।

এখন যেহেতু ঋণগ্রহীতা উপরে উল্লিখিত সিকিউরিটিজ দ্বারা যথাযথভাবে সুরক্ষিত ঋণের বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ এবং অবহেলা করেছেন, এবং ঋণগ্রহীতাদের অ্যাকাউন্টকে অ-কার্যকর সম্পদ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন, তাই আমি সারফেসি আইন, ২০০২ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধি অনুসারে আমার উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসাবে উপরে উল্লেখিত নামকরণ করছি, সিকিউরিটিজ এবং পুনর্গঠন আর্থিক সম্পদ এবং নিরাপত্তা সুদ প্রয়োগ আইন, ২০০২ এর ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (২) এর অধীনে ঋণগ্রহীতাকে নোটিশ দিচ্ছি এবং ঋণগ্রহীতাকে উপরে বর্ণিত হিসাবে মোট **১৩,৩৯,০৩৩.০০ টাকা** (তেরো লাখ ঊনচল্লিশ হাজার তেত্রিশ টাকা) ঋণগ্রহীতার দায় সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করতে এবং পরিশোধ করতে আহ্বান জানাচ্ছি, যার সাথে চুক্তিভিত্তিক হারে সুদও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ০১.১০.২০২৫ তারিখে ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রযোজ্য অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ এই নোটিশ জারির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ব্যাংকের প্রতি ঋণগ্রহীতাদের সমস্ত দায় সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করা হবে, অন্যথায় ব্যাংক ঋণগ্রহীতাদের খরচ এবং ঝুঁকিতে আইনের অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করবে।

আমরা ঋণগ্রহীতাকে আরও নোটিশ দিচ্ছি যে, যদি নির্ধারিত ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সুদ এবং খরচ সহ উপরোক্ত বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে আমরা উক্ত আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীনে সমস্ত বা যেকোনো অধিকার প্রয়োগ করতে স্বাধীন থাকব এবং;

ক) ঋণগ্রহীতা দাবি অনুযায়ী অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে, আইনের অধীনে ব্যাংককে আদালতের হস্তক্ষেপ ছাড়াই লিজ, অ্যাসাইনমেন্ট বা বিক্রয়ের মাধ্যমে হস্তান্তরের অধিকার সহ উপরোক্ত সুরক্ষিত সম্পদের দখল, নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনা গ্রহণের জন্য অনুমোদিত করা হয়েছে।

খ) এই প্রক্রিয়ায় ব্যয়িত সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতার অ্যাকাউন্টে ডেবিট করা হবে এবং ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে আদায় করা হবে। অধিকন্তু, সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার দায় সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ না করা হলে, ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে অবশিষ্ট অর্থ আদায়ের অধিকার ব্যাংকের থাকবে।

গ) এই দাবির নোটিশটি ব্যাংকের কাছে পাওনা অর্থের ক্ষেত্রে আরও দাবি করার অধিকার সহ অন্যান্য কোনও অধিকার বা প্রতিকারের প্রতি কোনও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে না এবং এটিকে তা পরিত্যাগ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হবে না।

ঘ) আইনের ধারা ১৩(১৩) এই নোটিশের তারিখের পরে ঋণগ্রহীতা/বন্ধকগ্রহীতাকে ব্যাংকের পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যতীত এই নোটিশে উল্লেখিত কোনও সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনওভাবে স্থানান্তর করতে বাধা দেয় এবং উক্ত বিধান লঙ্ঘন আইনের ধারা ২৯ এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

ঙ) এই দাবির নোটিশ হল ঋণের পরিমাণ প্রত্যাহার এবং সুরক্ষিত পাওনাদার কর্তৃক বকেয়া পরিমাণ দাবি করা, যাতে ঋণগ্রহীতা/কোম্পানি/পরিচালক/বন্ধক/জামিনদারদের বিরুদ্ধে অন্য কোনও আইনি প্রতিকারের অধীনে পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য ব্যাংকের অধিকারের প্রতি কোনও ক্ষতি না হয়।

চ) ঋণগ্রহীতাকে আরও জানানো হচ্ছে যে তিনি আইনের ধারা ১৩(৮) দ্বারা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সুরক্ষিত সম্পদটি খালাস করতে পারবেন।

অনুমোদিত কর্মকর্তা

এসবিআই এইচএলসি কল্যাণী (৬৪২২০)

বি-৯ / ১৩৯, সিভিক সেন্টার, সেন্ট্রাল পার্ক, পোঃ ও থানা- কল্যাণী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১২৩৫
ই-মেইল: sbi.64220@sbi.co.in

পরিশিষ্ট ৪, [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **০৬.০৮.২০২৫** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক ঋণগ্রহীতা- **শ্রী গৌরাঙ্গ রায়, পিতা- প্রয়াত রণজিৎ রায়, ঠিকানা- গ্রাম- মুস্তাফীপাড়া, পোঃ ও থানা- বনগাঁ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩২৩৫** -কে আহ্বান জানিয়ে বকেয়া **০৪.০৮.২০২৫ অনুযায়ী ৩৯,৭০,৬৮৮.০০ টাকা (উনচল্লিশ লক্ষ সত্তর হাজার ছয়শো অষ্টআশি টাকা মাত্র)** তদুপরি পরবর্তী সুদ সহ উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।

ঋণগ্রহীতাগণ এবং /বা জামিনদারগণ টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ এবং /বা জামিনদারগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ -এর সাব সেকশন (৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৫ অক্টোবর, ২০২৫** তারিখে।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে **০৪.০৮.২০২৫ অনুযায়ী ৩৯,৭০,৬৮৮.০০ টাকা (উনচল্লিশ লক্ষ সত্তর হাজার ছয়শো অষ্টআশি টাকা মাত্র)** তদুপরি পরবর্তী সুদ **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি কল্যাণী** -এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন (১৩)-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা প্রায় ২.৩১ ডেসিমেল কিঞ্চিৎ কম বা বেশি পরিমাপের জমি ও বাড়ি নিয়ে গঠিত। যার মৌজা- বনগাঁ, জে.এল. নং ২২৪, হাল জে.এল. নং ১১৬, দাগ নং ৮৪৯, খতিয়ান নং ২১৬২, রেকর্ডভুক্ত এল.আর. খতিয়ান নং ১৬০৪৬। অবস্থান- বনগাঁ পৌরসভার অধীনে ১৬ নম্বর ওয়ার্ড, থানা- বনগাঁ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা। দলিল নং ১৪০৩, বুক নং- ১, ভলিউম নং ২০, পৃষ্ঠা ৩০৭ থেকে ৩১৪ পর্যন্ত, সাল ২০০৭-এ এ.ডি.এস.আর.ও.- বনগাঁ-তে নিবন্ধিত।

সম্পত্তিটি শ্রী গৌরাঙ্গ রায়, পিতা- প্রয়াত রণজিৎ রায়-এর নামে রয়েছে।

চৌহদ্দি:- উত্তরে- মালিকের নিজস্ব জমি। **দক্ষিণে-** অজয় ভট্টাচার্যের সম্পত্তি। **পূর্বে-** সাধারণ পথ। **পশ্চিমে-** রমেন ঘোষের সম্পত্তি।

তারিখ: ১৫.১০.২০২৫
স্থান: বনগাঁ

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

এসবিআই, এইচএলসি রাজারহাট (১৬৮২২)

বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার-২ এর কাছে, নিউ টাউন, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক-এ, ২য় ফ্লোর, রাজারহাট নিউ টাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া, পোস্ট- হাতিয়ারা, কলকাতা-৭০০১৬১। ই-মেইল: sbi.16822@sbi.co.in

পরিশিষ্ট ৪, [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে, **০৪.০৮.২০২৫** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক ঋণগ্রহীতাগণ- **শ্রী সঞ্জয় কুমার সিং পিতা -সুধামা সিং ও শ্রীমতি শ্বেতা সিং স্বামী- শ্রী সঞ্জয় কুমার সিং, ফ্ল্যাট ৫০৬, ব্লক-বি, ঋত্বিকা রেসিডেন্সি, তপন মিত্র সরণি, পূর্বাচল, কলকাতা-৭০০১৩৬ এবং এমপ্লয়ি আইডি ১১৫০৬-জেড, ইন্ডিয়ান কোস্ট গার্ড, ষষ্ঠ ফ্লোর, শ্রাচি বিল্ডিং, নিউটাউন, রাজারহাট, কলকাতা-৭০০১৬১** -কে আহ্বান জানিয়ে বকেয়া **০৪.০৮.২০২৫ অনুযায়ী ৩০,৬৫,২৮৯.০০ টাকা (ত্রিশ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার দু'শো উননব্বই মাত্র)** তদুপরি হালনাগাদ পরবর্তী সুদ এবং উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।

ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির **বাস্তবিক দখল** নিয়েছেন উক্ত অ্যাক্ট এর রুল ৮ ও ৯ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৫ অক্টোবর, ২০২৫** তারিখে ।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে **০৪.০৮.২০২৫ অনুযায়ী ৩০,৬৫,২৮৯.০০ টাকা (ত্রিশ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার দু'শো উননব্বই মাত্র)** তদুপরি হালনাগাদ পরবর্তী অনাদায়ী সুদ **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন (১৩)-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে।

স্বত্ব দলিল জমা দিয়ে বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা **'৫০৬'** নম্বর ফ্ল্যাট হিসাবে পঞ্চম ফ্লোরে 'ব্লক-বি' -তে অবস্থিত একটি স্বাধীন ও সম্পূর্ণ টাইলস ফ্লোরিং-যুক্ত আবাসিক ফ্ল্যাট, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া **১০০৮৪ (এক হাজার চুরাশি) বর্গফুট**, কিঞ্চিৎ কম বা বেশি হতে পারে। এতে রয়েছে তিনটি বেডরুম, একটি ড্রইং-কাম-ডাইনিং, একটি রান্নাঘর, দুটি টয়লেট এবং একটি বারান্দা, যা উল্লিখিত **'ঋত্বিকা রেসিডেন্সি'** নামক বিল্ডিং কমপ্লেক্সে অবস্থিত।যার অবস্থান- পূর্বাচল, তেঁতুলতলা, ডাকঘর আর. গোপালপুর, থানা এয়ারপোর্ট, কলকাতা - ৭০০১৩৬, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।

উক্ত ফ্ল্যাটটি মোট চিহ্নিত ও সংযুক্তিকৃত **৩১ (একত্রিশ) কাঠা ২ (দুই) ছটাক ১০ (দশ) বর্গফুট,** কিঞ্চিৎ কম বা বেশি (দলিল অনুসারে), তবে বাস্তবিক পরিমাপ অনুসারে **৩০ (ত্রিশ) কাঠা ০ (শূন্য) ছটাক ১৫ (পনেরো) বর্গফুট,** কিঞ্চিৎ কম বা বেশি জমির উপর অবস্থিত। যার অবস্থান-মৌজা- গোপালপুর। জে.এল নং ২, রে. সা. নং ১৪০, তৌজি নং ১২৫বি/১, ২৯৯৮, পরগনা কলিকাতা, থানা এয়ারপোর্ট। সি.এস. দাগ নং- ৩৪৫৬, আর.এস./এল.আর. দাগ নং- ২৪৬৪। সি.এস. খতিয়ান নং- ১৫৯৭, আর.এস. খতিয়ান নং- ১৬৯২। এল.আর. খতিয়ান নং- ৩২৬৫, ২৭০৮, ৩১৩৬, ২৮৬৬, ২৯০৭/১, ২৭৮২, ৩২২৮, ৬৬০৩, ৬৬০৪, ৪৫১১, ৪৫১২, ৮৫৬৩। এ.ডি.এস.আর.ও. বিধাননগর, সল্ট লেক সিটি-র অধীনে, পূর্বে রাজাহাট গোপালপুর পৌরসভার স্থানীয় সীমার মধ্যে, হোল্ডিং নং আরজিএম- ৫/৫৮, ব্লক-এইচ, ওয়ার্ড নং ৫-এ ছিল, বর্তমানে বিধাননগর পৌর কর্পোরেশন-এর স্থানীয় সীমার মধ্যে ওয়ার্ড নং ৪-এ অবস্থিত। [পূর্বাচল, তেঁতুলতলা, ডাকঘর আর. গোপালপুর, কলকাতা-৭০০ ১৩৬, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ]।

স্বত্ব দলিলটি বুক-১, ভলিউম নং-১৯০৪-২০১৮, পৃষ্ঠা ৪৫০৩৩৬ থেকে ৪৫০৩৮৮, বিয়িং নং- ১৯০৪১১৫৩৫, সাল ২০১৮-তে নিবন্ধিত।

সম্পত্তিটি শ্রী সঞ্জয় কুমার সিং পিতা সুধামা সিং এবং শ্রীমতি শ্বেতা সিং স্বামী- শ্রী সঞ্জয় কুমার সিং-এর নামে রয়েছে।

সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তরে- দেবব্রত রায়, গৌর চন্দ্র দাস, দিলীপ দত্ত ও অন্যান্যদের বাড়ি। **দক্ষিণে-** ১৮ ফুট চওড়া রাস্তা (পূর্বাচল, তেঁতুলতলা)। **পূর্বে-** মালা ঘোষ, প্রবীর ঘোষ ও অন্যান্যদের বাড়ি। **পশ্চিমে-** ১২ ফুট চওড়া রাস্তা (পূর্বাচল, তেঁতুলতলা)।

তারিখ: ১৫.১০.২০২৫
স্থান: রাজারহাট

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

এসবিআই মিনি আরএসিপিসি কৃষ্ণনগর (৬৪৪৬৯)

৫বি, ডি.এল. রায় রোড, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, পিন-৭৪১১০১
ই-মেইল: sbi.64469@sbi.co.in

পরিশিষ্ট ৪, [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

লোন অ্যাকাউন্ট নং- ৩০৯০৩৪৯৪৫৭০ (এইচবিএল)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৬.০৭.২০২৫** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক ঋণগ্রহীতাগণ: **শ্রী সুশান্ত বাওয়ালী, পিতা সুরেন্দ্রনাথ বাওয়ালী, ঠিকানা: গ্রাম- চকদেবোগ্রাম, পোঃ- দেবোগ্রাম, থানা- গাংনাপুর, ব্লক- রানাঘাট-২, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১২৩৩, অন্যান্য ঠিকানা: নবপল্লী জেসিএস হাই স্কুল এইচএস, পোঃঅঃ- গান্তলা, থানা- কান্দি ডাঙ্গাপাড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১৩৬, জামিনদার: সুরেন্দ্র নাথ বাওয়ালী, ঠিকানা: গ্রাম- চকদেবোগ্রাম, পোঃঅঃ- দেবোগ্রাম, থানা- গাংনাপুর, ব্লক- রানাঘাট-২, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১২৩৩** -কে আহ্বান জানিয়ে বকেয়া **১৬.০৭.২০২৫ অনুযায়ী ৭,১৭,৭৫৩.০০ টাকা (সাত লক্ষ সতেরো হাজার সাতশো তিপ্পান্ন মাত্র)** তদুপরি পরবর্তী সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ এবং চার্জ সহ উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।

ঋণগ্রহীতাগণ এবং/বা জামিনদারগণ টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ এবং/বা জামিনদারগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ -এর সাব সেকশন (৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৭ অক্টোবর, ২০২৫** তারিখে।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে **১৬.০৭.২০২৫ অনুযায়ী ৭,১৭,৭৫৩.০০ টাকা (সাত লক্ষ সতেরো হাজার সাতশো তিপ্পান্ন মাত্র)** তদুপরি পরবর্তী সুদ **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি কৃষ্ণনগর** -এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন (১৩)-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে ।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা ১১ ডেসিমেল কিঞ্চিৎ কম বা বেশি পরিমাপের জমি ও বাড়ি নিয়ে গঠিত, যার মৌজা- চকদেবোগ্রাম, জে.এল. নং- ১০৪, এল.আর. খতিয়ান নং- ৭৯, নতুন এল.আর. খতিয়ান নং- ১৩৫, দাগ নং- ৫০। অবস্থান- গ্রাম- চকদেবোগ্রাম, চকদেবোগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছে, পোঃঅঃ- দেবোগ্রাম, থানা- ধানতলা (বর্তমানে গাংনাপুর), ব্লক- রানাঘাট-২, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১২৩৮। দলিল নং- ০২৪৫২, বুক নং- ১, সিডি ভলিউম নং- ৬, পৃষ্ঠা ২১৪ থেকে ২৩৩ পর্যন্ত, সাল ২০০৭ -এ এ.ডি.এস.আর.ও.- রানাঘাট-২ -তে নিবন্ধিত।

সম্পত্তিটি শ্রী সুশান্ত বাওয়ালী, পিতা- সুরেন্দ্র নাথ বাওয়ালী-র নামে রয়েছে।

সম্পত্তির চৌহদ্দি:- উত্তরে- সুরেন্দ্র নাথ বাওয়ালীর সম্পত্তি। **দক্ষিণে-** জগদীশ মন্ডলের সম্পত্তি। **পূর্বে-** পরিমল বিশ্বাসের সম্পত্তি। **পশ্চিমে-** পরিমল বিশ্বাসের সম্পত্তি।

তারিখ: ১৭.১০.২০২৫
স্থান: চকদেবোগ্রাম

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ন বৈঁক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টস অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে।

[illegible]

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) ১. শ্রী বিকাশ কুমার মিশ্র, পিতা শ্রী নগেন্দ্র প্রসাদ মিশ্র ... ২. শ্রীমতি রুমা পান্ডে ... ৩. শ্রী দিলীপ কুমার পান্ডে ... খ) ভবানীপুর শাখা, কলকাতা [illegible]	[illegible]	১৭,১১,৩৪৪.৬০ টাকা (সতেরো লক্ষ এগার হাজার তিনশ চুয়াল্লিশ টাকা এবং ষাট পয়সা) পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ সহ	ক) ২৩,৬৯,০০০.০০ টাকা (*) (তেইশ লাখ উনসত্তর হাজার টাকা) খ) ২,৩৬,৯০০.০০ টাকা (দুই লাখ ছত্রিশ হাজার নয়শো টাকা) গ) [illegible] ঘ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঙ) IDIB06099332675 চ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয় ছ) স্বত্ব দখলীকৃত

যোগাযোগের বিস্তারিত - ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২২.১০.২০২৫ থেকে ০৯.১১.২০২৫ সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১০.১১.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত

ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

[illegible]

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ১৬.০৯.২০২৫/স্থান- কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার/ইন্ডিয়ান ব্যাংক

সারদা মাকে লুঠ করতে গিয়ে রক্তচক্ষু মা কালীর দর্শন পায় সিঙ্গুরের ডাকাত দল

বনস্পতি দে ● সিঙ্গুর

সারদা মাকে লুঠ করতে গিয়ে রক্ত চক্ষু মা কালীর দর্শন পায় ডাকাত দল। ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমা চান। রাতে ডাকাতদের আস্তানাতেই থাকেন সারদা দেবী। প্রায় ৫০০ থেকে ৫৫০ বছর আগে সিঙ্গুরের ডাকাত কালী মন্দির ঘিরে রয়েছে নানা ইতিহাস। বৈদ্যবাটী-তারকেশ্বর রোডের পাশে পুরুষোত্তমপুর এলাকায় রয়েছে এই ডাকাত কালী মন্দির। হাওড়া-তারকেশ্বর শাখার সিঙ্গুর রেল স্টেশনে নেমে হেঁটে অথবা টোটোয় চেপে মন্দিরে আসা যায়। প্রতিদিন এখানে হয় নিত্য পুজো। কথিত আছে, অসুস্থ রামকৃষ্ণদেবকে দেখতে মা সারদা জয়রামবাটি থেকে দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার পথে ক্লান্ত শরীর নিয়ে এই মন্দিরের গাছের তলায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। সেই সময় রঘু ডাকাত ও গগন ডাকাত মায়ের পথ আটকে দাঁড়ায় ডাকাতির উদ্দেশে। কিন্তু মা সারদার পিছনে রক্তচক্ষু মা কালীর মুখ দেখতে পায় ডাকাতরা। ভুল বুঝতে পেরে মা সারদার কাছে ক্ষমা চায় ডাকাত দল। সন্ধ্যা নামায় সেই রাতে ডাকাতদের আস্তানায় মা সারদাকে থাকার ব্যবস্থা করে দেয় ডাকাতরা। মা সারদাকে রাতে খেতে দেওয়া হয় চালকড়াই ভাজা। সেই রেওয়াজ মেনেই আজও কালীপুজোর দিনে মায়ের প্রসাদ হিসাবে চালকড়াই ভাজা দেওয়া হয় বলে জানান মন্দিরের সেবাইত সুভাষ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ডাকাত কালী মন্দির ট্রাস্ট বোর্ডের সম্পাদক বলেন, 'আগে সরস্বতী নদীর অববাহিকা জুড়ে ডাকাতি করতেন রঘু ডাকাত ও গগন সর্দার। এলাকায় তখন ছিল ঘন জঙ্গল। মাটির কুঁড়ে ঘরে পাথরের মূর্তিকে পুজো করে ডাকাতির উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পড়তেন ডাকাতরা। পরে বর্ধমানের মহারাজ এই মন্দির তৈরির জন্য জমি দান করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে সিঙ্গুরের চালকেবাটি গ্রামের মোড়লরা স্বপ্নাদেশ পেয়ে মায়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে। কালীপুজোর দিন ভোরবেলা গ্রামের শূদ্রদের আনা গঙ্গা জলে ঘটের জল বদলানো হয়। বছরে এই একদিন ঘটের জল পাল্টানো হয়। ঘটের জল পাল্টানোর সময় মন্দিরের গর্ভগৃহে সেবাইত ছাড়া মহিলাদের প্রবেশ নিষেধ থাকে। কালীপুজোর দিন লুচি ভোগ, ফল দেওয়া হয় পুজোর নৈবেদ্যে। চার প্রহরে চার বার পুজো হয়। ছাগ বলির পাশাপাশি আট রকমের ফল বলি দেওয়া হয়। কালীপুজোর পরের দিন বিকালে ক্ষ্যাণের পুজোর পর মন্দিরের গর্ভগৃহের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। এক গ্রামবাসী বলেন, মল্লিকপুর গ্রামে এই ডাকাত কালী মন্দির থাকার কারণে আশেপাশের জামিনবেরিয়া, পুরষোত্তমপুর ও মল্লিকপুর গ্রামে কোনও বাড়িতে কালীপুজো হয় না। এমনকি কারও বাড়ির দেওয়ালে টাঙানো থাকে না ক্যালেণ্ডারে আঁকা কালী মূর্তির ছবি।

আজও মায়ের স্বপ্নাদেশে পাওয়া মা দক্ষিণা কালীর পূজার্চনা করে আসছেন মন্ত্রী বেচারাম

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিঙ্গুর: আজ থেকে ৫৬ বছর আগে জৈষ্ঠ্য মাসে মন্ত্রী বেচারাম মান্নার মা স্বর্গীয়া বিমলা দেবীর স্বপ্নাদৃষ্ট রূপে প্রতিষ্ঠিত হন দেবী মহাশক্তি করুণাময়ী দক্ষিণা কালীমাতা। মন্ত্রী বেচারাম মান্নার জন্মের আগে পাঁচ বোন ও দুই ভাই জন্মগ্রহণ করেন। দুই ভাই জন্মের পর পরই মারা যান। মায়ের অষ্টম গর্ভের সন্তান হলেন বেচারাম মান্না। তাঁর জন্মের তিন মাস পর প্রচণ্ড জ্বরের মুখে মৃত্যুপথযাত্রী হয়ে পড়েছিলেন। সেই সময় অর্থাৎ ৫৬ বৎসর আগে জৈষ্ঠ্য মাসের এক গভীর রাতে স্বপ্নাদেশ পান নিজের বাড়ির পুকুরের পাঁক তুলে, সেই পাঁক তার সন্তানের অসুস্থ শরীরে মাখিয়ে এক ঘণ্টা পুকুর পাড়ে শুইয়ে রাখলে, তবেই রোগমুক্তি হবে। তখনকার দিনে চিকিৎসা ব্যবস্থার এত আধুনিকীকরণ হয়নি। প্রত্যন্ত গ্রামে মানুষ অসুস্থ হলে, দেব দেবীর উপরই আস্থা রাখ তেন। স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী, পুকুরের পাঁক তুলতে গিয়ে, পুকুরের মধ্যে ঠাকুরের খালা, বাসন ও ত্রিশূল পান। পরের রাতে আবার স্বপ্নাদেশ পান, 'ওই পুকুরের মধ্যেই আমি আছি, আমাকে তুলে প্রতিষ্ঠিত কর।' সেই সময় বিমলা দেবী কিছুদিন প্রায় উন্মাদ ছিলেন। সেজন্য বাড়ির অন্যান্য সদস্যরা তাঁকে পুকুরে নামতে বাধা দেন। পরে আবার স্বপ্নাদেশ পান, দেবীকে দ্রুত প্রতিষ্ঠা করে পুজার্চনা আরম্ভ করার। তখন থেকেই বাড়ির লেবু ও আম বাগানে পুজার্চনা শুরু করেন স্বর্গীয়া বিমলা দেবী। ২০১১ সালে তাঁর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত বিমলা দেবী সেই পুজার্চনা করতেন। ২০১১ সালে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র মন্ত্রী বেচারাম মান্না প্রতিদিন নিয়ম করে, একঘণ্টা মায়ের পুজার্চনা করেন। এবং কালীপুজার বিশেষ দিনে মহাসমারোহে দেবী মহাশক্তি করুণাময়ী দক্ষিণা কালীমাতার পুজো হয়। অতীতে গ্রামের বহু মানুষের মনোবাঞ্ছা পূরণ হওয়ায়, কালীপূজার বিশেষ দিনে অগণিত ভক্তবৃন্দ ও সাধারণ গ্রামবাসীগণ মন্দিরে পুজার্চনায় যোগ দেন। নিয়ম করে প্রতিদিন মন্ত্রী বেচারাম মান্না, প্রতিষ্ঠিত মা করুণাময়ী কালীর কষ্টিপাথরের মূর্তিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ রাজ্যবাসীর মঙ্গল কামনায় একটি করে জবা ফুল দেবীর পায়ে অর্পণ করেন। এবং দেবীর কাছে প্রার্থনা করেন, যেন সকল রাজ্যবাসী সুখে ও শান্তিতে বসবাস করেন।

গলসির তৃণমূল বিধায়কের টাকা ভাগের ভিডিও ঘিরে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, গলসি: দরজা বন্ধ কেবিনে তৃণমূল বিধায়কের টাকা ভাগের ভিডিও প্রকাশ্যে। আর এতেই তোলপাড় হয়েছে রাজ্য রাজনীতি। ভিডিওতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ব্যাগে করে টাকা ভরে এনেছেন পূর্ব বর্ধমানের গলসি ১ পঞ্চায়েত সমিতির সহ- সভাপতি অনুপ চ্যাটার্জি। তিনি নিজেই টেবিলে নামিয়ে দিচ্ছেন থোকা থোকা টাকার গোছা। কোথা থেকে এত এই কাড়ি কাড়ি টাকা? সেই টাকা আবার গুণে গুণে ভাগ করছেন পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধক্ষ্য পার্থ মণ্ডল। তিনি দিচ্ছেন, বিধায়ক নেপাল ঘড়ুইকে। উভয়ে ভরছেন নিজেদের পকেটে। বিধায়কের সঙ্গে সিগারেটে টান দিতে দিতে ডাইরিতে কী লিখছেন পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি অনুপ চ্যাটার্জি তা স্পষ্ট নয়। তবে রাজনৈতিক মহলের মতে তিনি টাকা ভাগের হিসাব লিখ তে পারেন। তৃণমূল নেতা মানেই তো কাড়ি কাড়ি টাকা। এর আগে বিভিন্ন জায়গা থেকে এমনই কাড়ি কাড়ি টাকা উদ্ধার করেছে ইডি। অভিযোগ, জেলও খাটছেন বেশ কিছু দাপুটে নেতারা। গলসির ওই সিসিটিভি ফুটেজে যা দেখা যাচ্ছে তার সত্যতা যাচাই করেনি একদিন পত্রিকা। তবে প্রশ্ন উঠছে ওই এত গুচ্ছ টাকা কিসের? এলোই বা কোথা থেকে? কেন গুণে গুণে ভাগ করছেন পার্থ মণ্ডল? আবার আঙুলের হিসাবে বুঝিয়েও দিচ্ছেন। টেবিল নামাচ্ছেন ও গুণে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। সাতটি বান্ডিলে লক্ষ টাকা রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, বর্তমানে গলসি ১ পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি অনুপ চ্যাটার্জি। ভোটাভুটি করে তাঁকে দ্বিতীয়বার সমিতির চেয়ারে বসিয়েছেন পার্থ মণ্ডলই। পার্থ বিধায়ক নেপাল ঘড়ুইয়ের ছায়া সঙ্গী। সমিতির সবটাই কন্ট্রোল করে অনুপ ও পার্থ। পার্থকে আবার রাজ্য সরকার পুলিশি নিরাপত্তাও দিয়েছেন। তাহলে ওই কাড়ি কাড়ি টাকা সমিতির কাটমানির টাকা নয় তো? উঠছে প্রশ্ন। তাহলে কাটমানির টাকা নিরাপদে বহন করতেই ওই নিরাপত্তা নয় তো? কি বলছেন বিরোধীরা? বিজেপি নেতা রমন শর্মা বলেন, 'ছবি যখন কথা বলছে তখন বলার কিছু মানে হয় না। সবই মাননীয়ার অনুপ্রেরণায় এগিয়ে বাংলা।' উল্লেখ্য, বছর দুইয়েক আগে বিনা টেন্ডার, এমনকি কোনও কাজ না করেই মিডডে মিলের রান্নাঘর সংস্কারের ১৩,৭১,৯০৫ টাকা পেয়ে গিয়েছিল অনুপ চ্যাটার্জি ঘনিষ্ঠ এক ঠিকাদার। দুর্নীতির অভিযোগের খবর হবার পরই তড়িঘড়ি রান্নাঘর সারাইয়ের কাজ শুরু করেছিলেন তৎকালীন বিডিও দেবলীনা দাস। যদিও অনুপ চ্যাটার্জি ফোনে জানিয়েছেন, 'ওই টাকা কারোর কাছে নেওয়ার টাকা না। ভোটের সময় খরচের টাকা দেওয়া হচ্ছিল। তারই সিসিটিভি ফুটেজ ওটা। বিজেপি কি বলছে তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না।'

নেপাল ঘোড়ুইয়ের বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া টাকা প্রসঙ্গে তীব্র কটাক্ষ রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'ওটা বালির টাকা। সবাই জানে গোপাল ঘোড়ুই যে টাকাগুলো গুণছেন, সেটা সমস্ত বালির টাকা। ওই এলাকার জামালপুরে মেহমুদ, রায়নার মামা। সব বালি। ইডি সঠিক জায়গাতে হাত দিয়েছে। তবে তদন্তের গতি আসুক, এটা বাংলার মানুষ চাইছে।'

বর্ধমানে মিনি ম্যারাথনে প্রথম শম্পা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: রবিবার পূর্ব বর্ধমানের 'আজকের আরশিনগরদ-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল 'রান ফর লাইট' ১৪-উর্ধ্ব মহিলাদের জন্য বিশেষ মিনি ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা। দীপাবলীর আগেই মহিলাদের এই প্রতিযোগিতায় যেন দীপাবলীর আলোর এক আলাদা মাত্রা এনে দিল। সহযোগিতায় ছিলেন জেলার স্পোর্টস অফিসিয়ালরা, পূর্ব বর্ধমান সাইকেলিং ক্লাব ও মায়ের ভাণ্ডার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মেয়েরা। বর্ধমানের উল্লাস মোড় থেকে বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল বয়েজ স্কুল পর্যন্ত প্রায় পাঁচ কিলোমিটার এই দৌড় প্রতিযোগিতায় একশো প্রতিযোগি অংশ নেন।

উল্লাস মোড় থেকে সবুজ পতাকা নাড়িয়ে দৌড়ের সূচনা করা হয়। সামনে ছিলেন ট্রাফিক গার্ডের পুলিশেরা, অ্যাম্বুল্যান্স, চিকিৎসক। মোড়ে মোড়ে ছিল স্কাউট, ব্যবসায়ী, বেসরকারি হাসপাতাল-সহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও ক্রীড়াপ্রেমীদের ক্যাম্প। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহনন্দপুর এর শম্পা গায়েন। তাঁকে মেডেল ও ২০,০০০ টাকা পুরস্কার প্রদান করেন পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক আয়েশা রানি এ। শম্পার বাবা পেশায় একজন ভ্যান চালক। অত্যন্ত কষ্টের পরিবারের মধ্যে শম্পা এগিয়ে যেতে চাইছে। সমাজের সকল মানুষের কাছে একটাই বার্তা দিতে চায় সে, যে পরিস্থিতি, প্রতিকূল পরিবেশ কখনও বাধা হয়ে উঠতে পারে না, যদি তারমধ্যে সদিচ্ছা থাকে। শম্পা ইতিমধ্যে মালদা জেলা থেকে তার খেলাধুলার প্রশিক্ষণে চালিয়ে যাচ্ছে এবং জাতীয় স্তর, রাজ্য স্তরে বিশেষ সাফল্য এনে দিয়েছে। দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন জয়শ্রী দাস, যিনি মেডেল ও ১০,০০০ টাকার পুরস্কার পান। তাঁর পুরস্কারটি তুলে দেন বর্ধমানের পুলিশ সুপার সায়ক দাস। তৃতীয় স্থানাধিকারী পুষ্পা রানি মাহাতোকে মেডেল ও ৫০০০ টাকার পুরস্কার প্রদান করেন। তাকে জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি গার্গী নাহা। এছাড়াও ৭ জনকে ২০০০, ৫ জনকে ১০০০ টাকার পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রথম তিনজনকে সুদৃশ্য ট্রফি, ২৫ জনকে পদক, বাকি সকলকেই শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে জেলাশাসক আয়েশা রানি এ বলেন, 'এই ধরনের উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। প্রতিবছর এমন আয়োজন হলে মহিলারা মানসিকভাবে আরও শক্তিশালী ও আত্মনির্ভর হবে।'

বাঁকুড়ায় ঐতিহ্য বহন করে চলেছে বিপ্লবী বাড়ির কালীপুজো

প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁকুড়ার কালীপুজো বৈচিত্রে ভরা। কোথাও বিপ্লবীদের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রমাণ বহন করে, তো কোথাও মানুষে মানুষে মেলবন্ধনের কথা তুলে ধরে। বাঁকুড়া শহরে প্রাচীন ও জনপ্রিয় কালী মায়ের মন্দির রয়েছে। প্রতিদিন মায়ের আর্শিবাদ কামনা করে শতাধিক মানুষ পুজো দেন সেখানে। বাঁকুড়াবাসীদের কাছে 'বিপ্লবী' বাড়ির কালী বা বড়কালী মা নামেই পরিচিত। কথিত আছে, সাড়ে ৪০০ বছরেরও আগে রঘুডাকাতের হাতে শুরু হয়েছিল এই পুজো। এই কালী মন্দিরের সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামী এমনকি আলিপুর বোমা মামলায় অভিযুক্ত বিপ্লবীরা এই কালী মায়ের সামনে, গীতা ও মন্ত্র পাঠ করতেন, বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষা নিতেন ও শক্তি-সাহস পাওয়া জন্য সাধনা করতেন। এই বড় কালীতলা মন্দিরের কাছে থাকা একটি বাড়ি ছিল বিপ্লবী ও অনুশীলন সমিতির গোপন আস্তানা। সেই সূত্রে বাংলার অনুশীলন সমিতির বিপ্লবীদের আনাগোনা ছিল এই বাড়িতে। ব্রিটিশ পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে দিনেরপর দিন গা ঢাকা দিয়েছেন এই বাড়িটিতে। বাড়ির ভিতরের একটি গুপ্ত কক্ষ রাখা থাকত বিপ্লবীদের আগ্নেয়াস্ত্র। এই কালীপুজোর সঙ্গে বাঘা যতীন, ভগৎ সিং মতো বিপ্লবীদের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। এই মন্দিরে বংশানুক্রমে পুজো করে আসছেন চট্টোপাধ্যায় পরিবারের সদস্যরাই। তান্ত্রিক মতে পুজো হয় মায়ের। কালী পুজোর সময় পুজো দেওয়ার লম্বা লাইন পড়ে ভক্তদের। গঙ্গাজলঘাটিতে জনপ্রিয় লোকবিশ্বাসে ঘটা করে হয়ে আসছে এই মা কালীর পুজো। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে বড় মা বা বড়কালী নামে জনপ্রিয়। তাঁরা আজও সন্ধ্যায় নুপুরের শব্দে মায়ের পদধ্বনী শুনতে পান। কথিত আছে, প্রায় ৫০০ বছর আগে কোনও এক বাড়িতে লুঠ করে ফিরছিল ডাকাত দল। সেই বাড়ির মা কালীকেও সঙ্গে নিয়ে আসেন তারা। এখন যেখানে মন্দির রয়েছে আগে সেখানে বন ছিল। তারা ক্লান্ত হয়ে কালী মাকে সেখানে নামিয়ে বিশ্রাম করে। ডাকাত দল বিশ্রাম সেরে পালিয়ে যাওয়ায় সময় মা কালীকে আর তুলতে পারেনি। তাই সেই থেকে ওখানে মায়ের পুজো হয়ে আসছে। দুই বংশের মেলবন্ধন হওয়া এবং প্রায় ১২০০ বছর ধরে তা চলে আসার ঘটনা নজির রয়েছে জেলায়। ব্রহ্মচারীদের মন্দির কিন্তু সেখানে কালীপুজো হয় বন্দ্যোপাধ্যায়দের। প্রায় ২৫ পুরুষ বা ১২০০ বছর ধরে মা কালী পুজো হয়ে আসছেন এমনটাই দাবী বন্দ্যোপাধ্যায়দের। এখানে প্রাচীন রীতি মেনে তন্ত্রমতে ২৫টি নৈবেদ্য দিয়ে দেবীর পুজো হয়। প্রতিটি পুরুষের জন্য একটি করে নৈবদ্য। এটি বাঁকুড়ার এক অন্যতম প্রাচীন কালীপুজো। নড়রাগ্রামে বন্দ্যোপাধ্যায়দের এই কালী পুজো চলে চার দিন ধরে। কথিত আছে, প্রায় ১২০০ বছর আগে আনুড় থেকে নরোত্তম বন্দ্যোপাধ্যায় এসেছিলেন নড়রা গ্রামে। এই গ্রামে ব্রহ্মচারীরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেশ কিছু জায়গায় দেন এবং কালী মায়ের পুজো করার শর্ত রাখেন। সেই ব্রহ্মচারী ও বন্দ্যোপাধ্যায় এই দুই পরিবারে মেলবন্ধনে শুরু হয়েছিল এই পুজো। এখানে মায়ের ভোগে দেওয়া হয় মাগুর মাছের ঝোল। কালী মন্দিরের পাশে ব্রহ্মচারীদের শিব মন্দির আছে। কালী পুজোর পরের দিন হয় মহাভোজ।

কালীপুজোয় দীপান্বিতা লক্ষ্মীর আরাধনা গোয়ালসারার চৌধুরী জমিদার বাড়িতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: দীপাবলিতে বাংলায় পুজিত হন মা কালী। বাংলায় ঘরে ঘরে যখন মা কালীর পুজোপাঠ চলে, তখন আরামবাগ মহকুমার গোয়ালসারা গ্রামের চৌধুরী জমিদার বাড়িতে মা লক্ষ্মীর আরাধনা হয়। মা লক্ষ্মী, দীপান্বিতা লক্ষ্মী নামে পুজিত হন। অনেকেই আবার এই দিন অলক্ষ্মী বিদায় করে দীপান্বিতা লক্ষ্মীর পুজো করেন। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, দীপাবলিতে মায়ের পুজো করলে মা লক্ষ্মী সন্তুষ্ট হন এবং তাঁর কৃপায় আর্থিক লাভের সম্ভাবনা তৈরি হয়। কিন্তু এই জমিদার বাড়িতে দীপান্বিতা লক্ষ্মী বা শ্যামা লক্ষ্মীর পুজোপাঠ শুরু হওয়ার পশ্চাতে এক প্রাচীন কাহিনী লুকিয়ে আছে। যা আজও ওই জমিদার বাড়িতে গেলে শুনতে পাওয়া যায়। জানা গেছে, তৎকালীন সময়ে বাংলায় প্রায়ই বর্গী আক্রমণ হতো। জমিদারবাড়িগুলি ছিল তাঁদের মূল লক্ষ্য। সেই সময় প্রাচীন জনপদ বালি দেওয়ানগঞ্জের গোয়ালসারার চৌধুরী জমিদারদের প্রভাব প্রতিপত্তি ঐশ্বর্য যেমন ছিল, তেমনি প্রতাপও ছিল। স্বাভাবিক ভাবেই বর্গীরা রাতের অন্ধকারে চৌধুরী জমিদার বাড়িতে লুঠ বা ডাকাতি করার জন্য আসে। কিন্তু বাড়িতে প্রবেশ করার আগেই দিব্য শক্তির বাধা পায়। মা দুর্গা ও মা লক্ষ্মীর দৈব্য শক্তির প্রভাবে বর্গীর দল দ্রুত পলান করে। পরের দিন বর্গী সর্দার চৌধুরী জমিদার বাড়িতে এসে তৎকালীন জমিদারকে সমস্ত বিষয় খুলে বলেন এবং মায়ের আরাধনার জন্য অনুরোধ করেন। উল্লেখ্য, জমিদার বাড়িতে আগে থেকেই মা দুর্গার আরাধনা হতো। তাই স্বাভাবিক ভাবেই মা দুর্গার বেদিতে শুরু হল দীপান্বিতা লক্ষ্মীর আরাধনা। চারিদিকে যখন শ্যামা মার আরাধনা চলে তখন ওই জমিদার বাড়িতে শ্যামা লক্ষ্মী বা দীপান্বিতা লক্ষ্মীর মহাধুমধামে পুজোপাঠ চলে। এই বিষয়ে বর্তমান বংশধর শঙ্কর প্রসাদ চৌধুরী বলেন, 'ব্রাহ্মণ্যবাদ অনুসারে মা দুর্গা পুজোর পর ওই বেদীতে কোজাগরী লক্ষ্মী পুজো সাধারণত হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের ওই বেদীতে কোজাগরির লক্ষ্মীপুজো না হয়ে কালীপুজোর দিন শ্যামা লক্ষ্মীর বা দীপান্বিতা লক্ষ্মীর পুজা হয়। দেবতারা বর্গী আক্রমণ থেকে আমাদের এই জমিদারি রক্ষা করেছিল। সেই থেকে মা লক্ষ্মীর আরাধনা হয়ে আসছে কালীপুজোর দিন।'

তিরোলের মা সিদ্ধেশ্বরীর আশীর্বাদে আজও বহু মানসিক ভারসাম্যহীন রোগী সুস্থ হন

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● আরামবাগ

হুগলি জেলা তথা আরামবাগ মহকুমার প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম হল আরামবাগে তিরোল অঞ্চলের সিদ্ধেশ্বরী কালী। এই প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী কালী ক্ষ্যাপা কালী রূপে পুজিত হন। কেননা মায়ের আশীর্বাদে বহু মানসিক ভারসাম্যহীন রোগী স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন। এমনটাই দাবি এলাকার মানুষ থেকে শুরু করে তিরোলের চক্রবর্তী পরিবারে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আরামবাগ শহর থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরেই অবস্থিত তিরোল গ্রাম। প্রাচীন কালে জঙ্গল দিয়ে ঘেরা ছিল। তবে বর্তমানে আধুনিককতার ছোঁয়ায় রাস্তা থেকে সবকিছুতেই আধুনিক সভ্যতার রঙ লাগায় সহজেই মায়ের মন্দির পৌঁছানো যায়। সকাল হলেই ভক্তদের ভির লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে মানসিক ভারসাম্যহীন রোগির সংখ্যা বেশি দেখা যায়। এই মন্দিরেরে দেবীকে অত্যন্ত জাগ্রত বলে বিশ্বাস করেন সবাই। জনশ্রুতি আছে এই মায়ের আশীর্বাদে নাকি মানসিক ভারসাম্যহীন রোগীরা সুস্থ হয়ে ওঠেন অলৌকিক ভাবে। তাই মায়ের মন্দিরে এসে মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে লোহার বালা পড়ান পুরোহিত ঠাকুর। আর সেই বালা পড়িয়ে মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিকে বাড়ি নিয়ে যান।তারপর অলৌকিক ভাবে স্বাভাবিক জীবন যাপন শুরু করে।তিরোলের চক্রবর্তী পরিবারের দাবি, আজ থেকে প্রায় সাতশো থেকে আটশো বছর আগে স্বপ্নাদেশ পেয়ে মায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন চক্রবর্তী জমিদার ধর্মপ্রাণ দীননাথ চক্রবর্তী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য,সাহিত্যিক বিভূতি ভূষণ বন্দোপাধ্যায় তিরোলের বালা নামে একটি ছোটো গল্প লিখেছিলেন।কথিত আছে মা ক্ষ্যাপা কালীর বালা পড়ানোকে সামনে রেখেই এই গল্প নাকি লেখা হয়।পাশাপাশি তিরোল গ্রামে কানপাতলেই শোনা যায়, মা সারদা স্বয়ং তার বৌদির মানসিক রোগ সারাতে নাকি তাকে খ্যাপা কালীর মন্দিরে পাঠিয়ে ছিলেন। পরবর্তীকালে সারদা মায়ের নিজের ভাইঝি রানুও নাকি খ্যাপা কালীর কৃপায় উপকৃত হয়েছিলেন বলে শোনা যায়।বর্তমান বংশধরদের দাবি মায়ের পুজোর সময় প্রতিবছর মুকুট আসে ধনিয়া খালির বিশ্বাস বাড়ি থেকে। আবার সানাই বাদকরা আসেন একটি নিদ্দিষ্ট গ্রাম থেকে। এমনকি মায়ের দৈব বালাও বংশ পরম্পরায় তৈরি করে চলেছেন এই গ্রামেরই একটি নিদ্দিষ্ট কর্মকার পরিবার। এই বিষয়ে সেবাইত কাজল কুমার চক্রবর্তী জানান, মায়ের নিত্য দিনের পুজো হলেও কার্তিক মাসে বিশেষ পুজোপাঠ হয়। মায়ের বালা পড়লে মা কালীর আশীর্বাদে বহু মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষ সুস্থ হন।অপরদিকে মন্দিরে আসা এক ভক্ত জানান, বালা পড়ানোর পর কাকা আগের থেকে অনেক সুস্থ আছেন। লোকমুখে জানার পর মায়ের মন্দিরে আসি।সবমিলিয়ে তিরোলের ক্ষ্যাপা কালীর মাহাত্ম্যর কথা জেনে বহু ভক্তের আগমন হয় কার্তিক মাসের বিশেষ পুজোপাঠে।

AGI GREENPAC

SOMANY IMPRESA GROUP

H1 FY26 Key Financial Highlights

REVENUE
11%YoY ↑
₹1289 Cr.

PAT
22%YoY ↑
₹165 Cr.

STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED AND STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2025

(₹in Crore)

Sr. No.	Particulars	Three months period ended			Half year ended		Year ended 31 March 2025
		30 September 2025	30 June 2025	30 September 2024	30 September 2025	30 September 2024	
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total income from operations	606.29	721.16	611.03	1,327.45	1,187.57	2,603.61
2	Net profit from ordinary activities before tax	100.85	117.79	95.79	218.64	180.18	426.82
3	Net profit from ordinary activities after tax	75.98	88.85	72.07	164.83	135.30	322.42
4	Net profit for the period after tax (after exceptional /extraordinary items)	75.98	88.85	72.07	164.83	135.30	322.42
5	Other comprehensive income/(expenditure)(net of tax)	(0.11)	(0.12)	(0.09)	(0.23)	(0.19)	(0.48)
6	Total comprehensive income	75.87	88.73	71.98	164.60	135.11	321.94
7	Equity share capital	12.94	12.94	12.94	12.94	12.94	12.94
8	Other equity (excluding revaluation reserve)						1,835.71
9	Earning per share(before extraordinary items) (of ₹ 2/- each) (not annualized)						
	(a) Basic (₹)	11.75	13.73	11.14	25.48	20.91	49.83
	(b) Diluted (₹)	11.75	13.73	11.14	25.48	20.91	49.83

KEY STANDALONE FINANCIAL INFORMATION

(₹in Crore)

Sr. No.	Particulars	Three months period ended			Half year ended		Year ended 31 March 2025
		30 September 2025	30 June 2025	30 September 2024	30 September 2025	30 September 2024	
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total income from operations	606.28	721.16	611.03	1,327.44	1,187.57	2,603.61
2	Profit before tax	100.99	117.79	95.80	218.78	180.19	426.84
3	Profit after tax	76.12	88.85	72.08	164.97	135.31	322.44

Notes:

(1) The Audit Committee has reviewed these results and the Board of Directors have approved the same and its release at their respective meetings held on 18 October 2025.

(2) The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results for the quarter and half year ended 30 September, 2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of unaudited financial results for the quarter and half year ended 30 September, 2025 are available on websites of the Stock Exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website "www.agigreenpac.com".

Place : Gurugram
Date : 18 October 2025

Sandip Somany
Chairman and Managing Director

Our Brands — AGI glaspac | AGI PLASTEK | AGI CLOZURES

AGI GREENPAC LIMITED

Regd. Office: 2, Red Cross Place, Kolkata-700 001, Tel: 033-22487407/5668

Website: www.agigreenpac.com | Email: agiinvestors@agigreenpac.com | CIN : L51433WB1960PLC024539

‘টাকা দিতে না-পারায় টিকিট মেলেনি’, লালুর বাড়ির সামনে কান্নায় ভাঙলেন আরজেডি নেতা

পাটনা, ১৯ অক্টোবর: কথা রাখেননি বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদ যাদব। হতাশ হয়ে রবিবার লালুপ্রসাদ যাদবের বাড়ির বাইরে কান্নায় ভেঙে পড়লেন প্রাক্তন আরজেডি প্রার্থী মদন শাহ। লালুপ্রসাদ যাদবের গাড়ির পিছনে ছোটেন তিনি। তবে পৌঁছতে পারেননি। নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁকে আটকে দেয়। কাঁদতে কাঁদতে তিনি বলেন, টাকা দিতে রাজি না-হওয়ায় দল তাঁকে এবার টিকিট দেয়নি। তেজস্বী যাদবের বিরুদ্ধেও মুখ খুলেছেন মদন।

এদিন সকালে লালুর বাড়ির বাইরে সাংবাদিকদের সামনেই কান্নায় ভেঙে পড়েন মদন শাহ। তিনি বলেন, ‘লালুপ্রসাদ যাদব ২০২৫ সালের বিহার বিধানসভা নির্বাচনের জন্য আমাকে টিকিট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আরজেডি নেতা সঞ্জয় যাদব ২.৭ কোটি টাকা দাবি

করেছিলেন, এবং যখন আমি টাকা দিতে অস্বীকার করি, তখন তারা টিকিট অন্য কাউকে দেওয়া হয়।’ মদন শাহ নিজের জামাকাপড় ছিঁড়ে ফেলেন, কান্নায় ভেঙে পড়েন, মাটিতে পড়ে যান। তিনি বলেন, ‘তারা (আরজেডি) সরকার গঠন করবে না; তেজস্বী খুবই অহংকারী, মানুষের সঙ্গে দেখা করেন না। সঞ্জয় যাদব এসব করছেন, আমি এখানে মরতে এসেছি। লালু যাদব আমার গুরু। তিনি বলেছিলেন, আমাকে টিকিট দেবেন। তাঁরা বিজেপির এজেন্ট সন্তোষ কুশওয়াহাকে টিকিট দিয়েছেন।’

মদন আরও বলেন, ‘২০২০ সালে, লালুজি আমাকে রাঁচিতে ডেকে তেলি সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা সম্পর্কে একটি সমীক্ষা করিয়েছিলেন। তেজস্বীজি এবং লালুজি আমাকে ফোন করেছিলেন, তাঁরা বলেছিলেন আমাকে টিকিট দেবেন। আমি ৯০-এর দশক থেকে দলের জন্য কাজ করছি। আমি একজন দরিদ্র মানুষ, আমি আমার জমি বিক্রি করেছি। আবারও বলছি, ওরা সরকার গঠন করবে না।’

বিদেশি প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে হবে: ভাগবত

মুম্বই, ১৯ অক্টোবর: ভারতীয়দের বিদেশি প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়ার আহ্বান জানালেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত। তিনি বলেছেন, ‘আমাদের অবশ্যই বিদেশি প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে হবে। তবেই আমরা আমাদের জ্ঞান পরম্পরার সঙ্গে পরিচিত হতে পারব, এর গুরুত্ব বুঝতে পারব।’

রবিবার মুম্বইয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মোহন ভাগবত বলেন, ‘আমরা ভারতীয় ব্যবস্থায় শিক্ষিত ছিলাম না। এমকেএস-এ ম্যাকলে জ্ঞান ব্যবস্থায় শিক্ষিত ছিলাম। জ্ঞান অর্জনের জন্য আমাদের উৎপত্তি, ভিত্তি এবং আমাদের বুদ্ধি একইভাবে গঠিত হয়েছিল। তারা বলে যে আমরা উপনিবেশিত ছিলাম। আমরা ভারতীয়, কিন্তু আমাদের মন এবং বুদ্ধিতে আমরা বিদেশি হয়েছি। আমাদের সেই বিদেশি প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে হবে। তবেই আমরা আমাদের জ্ঞান ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হতে পারব, এর গুরুত্ব বুঝতে পারব। ইতিমধ্যে, যদি বাকি বিশ্ব কিছুটা অগ্রগতি করে থাকে, আমাদের তাদের অগ্রগতির রহস্য বুঝতে হবে এবং মূল্যায়ন করতে হবে। আমাদের যা ভালো তা গ্রহণ করতে এবং যা অকেজো, তা বর্জন করতে সক্ষম হওয়া উচিত।’

তুরস্ক ও কাতারের মধ্যস্থতায় পাক-আফগানে সংঘর্ষবিরতি

দোহা, ১৯ অক্টোবর: গত শুক্রবার রাতে পশ্চিম আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী পাকতিকা প্রদেশের তিন জায়গায় বোমাবর্ষণ করে পাকিস্তান। হামলায় দুই শিশু-সহ ১০ জন সাধারণ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। সেই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে আফগানিস্তানের তালিবান সরকার। ভারতও এই হামলার নিন্দা জানিয়েছে। পরিস্থিতি আরও ভয়ঙ্কর হওয়ার আগেই এগিয়ে এসেছে কাতার ও তুরস্ক। দোহায় আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যে শান্তি বৈঠক ডাকে কাতার ও তুরস্ক।

শনিবার গভীর রাত পর্যন্ত চলে সেই বৈঠক। যাতে আফগানিস্তান ও পাকিস্তান এই দুই দেশ অবিলম্বে যুদ্ধবিরতিতে যাওয়ার বিষয়ে রাজি হয়। রবিবার সকালে তেমনটাই জানিয়েছে কাতার। এই বিষয়ে কাতারের বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, ‘পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের মধ্যে দোহায় সমঝোতা হয়েছে। তার মধ্যস্থতা করেছে কাতার আর তুরস্ক। সমঝোতার আলোচনার সময়ে দুই পক্ষই অবিলম্বে সংঘর্ষবিরতি এবং অঞ্চলে শান্তি স্থাপনের জন্য পদক্ষেপে রাজি হয়েছে। আগামী দিনে এই সংঘর্ষবিরতিকে স্থায়ী করতে তারা আলোচনায় বসবে। দুই দেশের নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা যাতে নিশ্চিত হয়, তা দেখবে।’

অখিলেশের ‘দীপাবলির’ মন্তব্যে কটাক্ষ বিজেপির

নয়াদিল্লি, ১৯ অক্টোবর: সারা দেশজুড়ে দীপাবলির আবহে বিতর্কিত মন্তব্য করে বসলেন সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব। দীপাবলি উপলক্ষে অযোধ্যায় সরযু নদীর তীরে ২৬ লক্ষ মাটির প্রদীপ জ্বালানো হবে। সেজন্য জোরকদমে তোড়জোড় চালাচ্ছে উত্তর প্রদেশের যোগী আদিত্যনাথের প্রশাসন। যা নিয়ে যোগী সরকারের সমালোচনা করতে গিয়ে দীপাবলির সঙ্গে বড়দিন উদযাপনের তুলনা টেনে বিপাকে পড়লেন অখিলেশ নিজেই। তাঁর মতে, দীপাবলিতে প্রদীপ ও মোমবাতি কেনার জন্য এত টাকা খরচ করা উচিত নয়। অখিলেশের এই মন্তব্যকে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। বিজেপি নেতা সুধাংশু ত্রিবেদী রবিবার বলেন, ‘দীপাবলিতে ঘি প্রদীপ জ্বালানোর সমালোচনা করে অখিলেশ যাদবের নিন্দনীয় বক্তব্য কেবল প্রদীপ প্রস্তুতকারী প্রজাপতি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেই নয়, বরং তাঁর নিজস্ব সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেও নির্দেশিত বলে মনে হচ্ছে।

আচমকাই নয়াদিল্লি স্টেশনে রেলমন্ত্রী, কথা যাত্রীদের সঙ্গে

নয়াদিল্লি, ১৯ অক্টোবর: রবিবার সকালে আচমকাই নয়াদিল্লি রেল স্টেশনে হাজির রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। কথা বললেন যাত্রীদের সঙ্গে। উৎসবের মরশুমে যাত্রীসংখ্যা বাড়ছে। তাই পরিষেবা সংক্রান্ত কোনও সমস্যা রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতেই সারপ্রাইজ ভিজিট করলেন রেলমন্ত্রী।

নতুন দিল্লি রেল স্টেশনের কন্ট্রোল রুমেও যান রেলমন্ত্রী

অশ্বিনী বৈষ্ণব। যেখানে সিসিটিভি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে নিরাপত্তা এবং যাত্রীদের সুযোগ- সুবিধা পর্যবেক্ষণ করেন। কথা বলেন রেলের আধিকারিকদের সঙ্গেও।

ময়দান

প্রত্যাবর্তনে ব্যর্থ রো-কো, পারথে ভরাডুবি ভারতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: অবশেষে বহু প্রতীক্ষার পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কামব্যাক করলেন রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর এই প্রথম তাঁদের দেখা গেল একসঙ্গে মাঠে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে শুভমান গিলের নেতৃত্বে নামা ভারতীয় দলের প্রতি প্রত্যাশাও ছিল আকাশছোঁয়া। কিন্তু পারথের বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ভারতীয় ব্যাটিং লাইনআপ একেবারে ধসে পড়ে। প্রত্যাবর্তনের ম্যাচে ব্যর্থ হলেন দুই তারকাই। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের প্রথমটি ৭ উইকেটে সহজেই জিতে নিল অস্ট্রেলিয়া। চলতি বছরে এই প্রথম ওয়ানডে ম্যাচে পরাজয়ের স্বাদ পেল ভারত।

টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নামে ভারত। পারথের মেঘলা আকাশে ও গতিময় উইকেটে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠেন দুই অজি ফাস্ট বোলার মিচেল স্টার্ক ও জশ হ্যাজেলউড। ম্যাচের চতুর্থ ওভারেই হ্যাজেলউডের বলে খোঁচা দিয়ে স্লিপে ক্যাচ দেন রোহিত শর্মা। তাঁর ব্যাট থেকে আসে মাত্র ৮ রান। যদিও এদিনই তিনি জীবনের ৫০০তম আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলতে নেমেছিলেন, কিন্তু দিনটা হয়ে উঠল দুঃস্বপ্নের মতো। এরপর স্টার্কের বলে শূন্য রানে আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফেরেন বিরাট কোহলি। প্রত্যাবর্তনের দিনে ব্যাটে বল লাগানোর সুযোগই যেন পেলেন না ‘কিং কোহলি’।

এর পর দলকে এগিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব ছিল অধিনায়ক শুভমান গিলের কাঁধে। কিন্তু এশিয়া কাপের মতোই ব্যর্থ হলেন তিনি। মাত্র ১০ রানে নাথান এলিসের বলে কট বিহাইন্ড। একের পর এক ব্যাটসম্যানের ব্যর্থতায় ভারতের স্কোরবোর্ডে চাপ ক্রমেই বাড়তে থাকে। বৃষ্টির কারণে বারবার খেলা বন্ধ হয়, যার ফলে ম্যাচ কমে দাঁড়ায় ৫০ ওভারের বদলে ২৬ ওভারে। প্রতি বার খেলা শুরু হওয়ার পরই যেন ভারতের আর একটি উইকেট পড়ে যায়। শ্রেয়স আইয়ারও হতাশ করেন। তবে এই বিপর্যয়ের মধ্যে কিছুটা লড়াইয়ের ইঙ্গিত দেন অক্ষর প্যাটেল ও লোকেশ রাহুল। দু’জনেই দায়িত্ব নিয়ে খেলার চেষ্টা করেন। অক্ষর ৩১ ও রাহুল ৩৮ রান করে দলের স্কোর খানিকটা ভদ্রস্থ করার চেষ্টা করেন।

Notice Inviting Online/ e-Tender

The Block Development Officer, Bhatar Development Block & Executive Officer, Bhatar Panchayat Samiti invites **Ref. e-NIT- BHATAR BDO & PS/08/2025-26, Dated- 17/10/2025,e-NIT- BHATAR BDO & PS/09/2025-26, Dated- 17/10/2025,e-NIT- BHATAR BDO & PS/10/2025-26, Dated- 17/10/2025.** Last Date of Bid Submission : **10/11/2025.** Details of e-Tender Notice will be available in Website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer & Executive Officer
Bhatar Development Block & Bhatar Panchayat Samiti
Bhatar : Purba Bardhaman

Chakdaha Municipality
Chakdaha, Nadia

Tender Notice

Chakdaha Municipality invites e-tenders under **reference numbers WBMAD/CM/WS/APAS/NIT-15/25-26 and WBMAD/CM/WS/APAS/NIT-16/25-26, with tender IDs 2025_MAD_929455_1 and 2025_MAD_929404_1,** for various works under the APAS scheme within the Chakdaha Municipal area. For further information, please visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Chairman
Chakdaha Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No 1829, Dt. 15/10/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender ID: 2025_MAD_929551_1 to 5,** Last Date of Bid Submission **07-11-2025 at 12.00 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No 1830, Dt. 15/10/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender ID: 2025_MAD_929667_1,** Last Date of Bid Submission **10-11-2025 at 12.00 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No 1827, Dt. 15/10/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender ID: 2025_MAD_928537_1 to 4,** Last Date of Bid Submission **07-11-2025 at 12.00 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No 1828, Dt. 15/10/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender ID: 2025_MAD_928676_1,** Last Date of Bid Submission **07-11-2025 at 12.00 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

Kalikapur-II Gram Panchayat
Vill.-Sahebpur, P.O.-Champahati, P.S.-Sonarpur, South 24 PGS, Pin-743330

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited from the experienced bidders for execution of different development works vide **NIT No.:- 586/KP-II/E-TENDER/APAS/2025, Date : 17.10.2025.** Date of Publish of Tender: **17.10.2025 from 06:30 PM.** Last Date of Submission: **06.11.2025 up to 12:00 Noon.** Date of Opening of Tender: **10.11.2025 at 12:30 PM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Kalikapur-II Gram Panchayat

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 26/25-26/APAS/T Dated 17.10.2025.

e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: **06.11.2025 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.

S/d. Uttam Das
Chairman
Barrackpore Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No 1833, Dt. 15/10/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender ID: 2025_MAD_929828_1,** Last Date of Bid Submission **10-11-2025 at 12.00 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

DASPUR-I PANCHAYAT SAMITI

NOTICE INVITING E-TENDER

WBPMID/DAS-I/EO/NIT-08/APAS/25-26, Memo No-764, Date- 16/10/2025
WBPMID/DAS-I/EO/NIT-09/APAS/25-26, Memo No-768, Date- 17/10/2025

Tender Through inviting by the undersigned from the bonafied and experienced contractor, Registered Engineers Co-Operative societies & labour Co-Operative societies having credential of similar type of work at Daspur-I Panchayat Samiti. Bid Submission Start Date- **16.10.2025 (NIT-08), 18.10.2025 (NIT-09).** Bid Submission end Date- **05.11.2025 (NIT-08), 08.11.2025 (NIT-09).** Bid Opening Date- **07.11.2025 (NIT-08), 11.11.2025 (NIT-09).** For Details Please Visit website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Officer
Daspur-I Panchayat Samiti
Daspur :: Paschim Medinipur

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No 1831, Dt. 15/10/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender ID: 2025_MAD_929700_1,** Last Date of Bid Submission **10-11-2025 at 12.00 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No 1832, Dt. 15/10/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender ID: 2025_MAD_929789_1,** Last Date of Bid Submission **10-11-2025 at 12.00 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

আঞ্চলিক কার্যালয়: বাঁকুড়া
মাচানতলা, ফ্যান্সি মার্কেটের কাছে, বাঁকুড়া, পিন-৭২২ ১০১, পঃবঃ

সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

এনআইটি নং : ৫৮৩৫১ **তারিখ: ১৭.১০.২০২৫**

সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া আঞ্চলিক কার্যালয় বাঁকুড়া-এর অধীনে **রঘুনাথপুর শাখার** প্রেমিসেসে সংস্কার (আসবাবপত্র, বৈদ্যুতিক, ডেটা কেবলিং) কাজের জন্য যোগ্য দরদাতাদের কাছ থেকে অনলাইন দরপত্র আহ্বান করছে। বিস্তারিত দরপত্র বিজ্ঞপ্তির জন্য **http://www.centralbankofindia.co.in/en/active-tender** এবং/অথবা **https://centralbank.abcprocure.com/EPROC/** ওয়েব পৃষ্ঠাগুলিতে যান।

দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ- ১০.১১.২০২৫, বিকাল ৩.০০টা পর্যন্ত।

আঞ্চলিক প্রধান, আঞ্চলিক কার্যালয়, বাঁকুড়া

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

আঞ্চলিক কার্যালয়: বাঁকুড়া
মাচানতলা, ফ্যান্সি মার্কেটের কাছে, বাঁকুড়া, পিন-৭২২ ১০১, পঃবঃ

সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

এনআইটি নং : ৫৮৩৪৮ **তারিখ: ১৬.১০.২০২৫**

সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া আঞ্চলিক কার্যালয় বাঁকুড়া-এর অধীনে **ছাতনা শাখার** প্রেমিসেসে সংস্কার (আসবাবপত্র, বৈদ্যুতিক, ডেটা কেবলিং) কাজের জন্য যোগ্য দরদাতাদের কাছ থেকে অনলাইন দরপত্র আহ্বান করছে। বিস্তারিত দরপত্র বিজ্ঞপ্তির জন্য **http://www.centralbankofindia.co.in/en/active-tender** এবং/অথবা **https://centralbank.abcprocure.com/EPROC/** ওয়েব পৃষ্ঠাগুলিতে যান।

দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ- ০৫.১১.২০২৫, বিকাল ৩.০০টা পর্যন্ত।

আঞ্চলিক প্রধান, আঞ্চলিক কার্যালয়, বাঁকুড়া

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/830/25-26 Dated 17.10.2025	UPGRADATION OF BITUMINOUS ROAD INSIDE BIJAY KRISHNA PALLY AT WARD-27 OF RAJPUR-SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs. 19,19,085.00

Bid Submission end date: **06.11.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১

No. WB-HMC/TN/ED/S&D/17/2025-2026 তারিখ : ১৮.১০.২০২৫

ই-টেন্ডার নোটিশ

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন- হাওড়া পৌর নিগম অধীনে বিভিন্ন ওয়ার্ডে নিকাশি ড্রেনের নির্মাণ এবং সংস্কার সাধন ঢাকা স্ল্যাব সহ কাজের জন্য একই ধরনের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞ প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠিত সঙ্গতিপন্ন ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত তথ্যাদি পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিশ এবং এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বিভাগের ওয়েবসাইট www.wbtender.gov.in থেকে। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ০৭.১১.২০২৫ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও প্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।

১৫৩(৩)/২৫-২৬
১৮.১০.২৫

সেক্রেটারি
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/825/25-26 Dated 17.10.2025	Earth in filling at Kandakpur,Kadarhat & Kusumba IN WARD NO-07 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY	Rs. 2,40,282.00
WBMAD/ULB/ RSM/826/25-26 Dated 17.10.2025	The Repairing of Bituminous Road from Mahamayapur School to Beltala of Ward No.-28 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 2,77,926.00

Bid Submission end date: **06.11.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/827/25-26 Dated 17.10.2025	The Reovation of Bituminous Road from Garia Station Road to Fartabad Roadf via (Hitoishi Sangha ,Bapi Dhali,s House and Sunny Crest) of Ward No.-29 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 2,58,970.00
WBMAD/ULB/ RSM/829/25-26 Dated 17.10.2025	The Renovation of Bituminous Road from Peyarabaan More To Baro shiv Mandir of Ward No.-31 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 2,65,331.00

Bid Submission end date: **11.11.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/758/25-26 Dated 16.10.2025	Repair and Upgradation Work of RCC Slab Casting Covered Drain from H/O Bidyadhar Mahapatra towards H/O Ratna Roy at Thegoria in Ward No- 08 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name A.P.A.S, Booth No-315, (Proposal Serial No-02) Within 151, Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 660,486.10
WBMAD/ULB/ RSM/760/25-26 Dated 16.10.2025	Repair and Upgradation Work of Drain from H/O Mann Jhantu towards H/O Subhro Ali at Dakshinpara in Ward No.08 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-299, (Proposal Serial No.-01),Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 516,955.56

Bid Submission end date: **15.11.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/828/25-26 Dated 17.10.2025	The Repairing of Bituminous Road from Kalitala Main Road to Sahapara Pump House Ward No.-30 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 5,74,814.00
WBMAD/ULB/ RSM/831/25-26 Dated 17.10.2025	The Repairing of Bituminous Road from Hindusthan More to Garia Station Road of Ward No.-29 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 5,35,560.00
WBMAD/ULB/ RSM/832/25-26 Dated 17.10.2025	The Repairing of Bituminous Road from Jagriti Sanha to Ramkrishna Nagar Kalimandir of Ward No.-30 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 5,99,726.00

Bid Submission end date: **11.11.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

BIRNAGAR MUNICIPALITY
Tender Notice

Sl. No.	Name of work	NIT No.	Date of Publishing	Bid submission closing date online
1.	CONSTRUCTION OF COMMUNITY HALL AT DEBNATH PARA NEAR PUMP HOUSE AT WARD NO 10 WITHIN BIRNAGAR MUNICIPALITY UNDER AMADER PARA AMADER SOMADHAN SCHEME. Group-A	WBMAD/BM/13e/2025-26R1 Memo. No.: 575/PWD Dated: 17.10.2025	18.10.2025 at 06.00PM	10.11.2025 at 11.55AM
2.	EARTH FILLING WORK AT LIBRARY PARA MATH OF WARD NO-4 WITHIN BIRNAGAR MUNICIPALITY UNDER APAS SCHEME. Group-B			
3.	CONTRUCTION OF PROPOSED DRAIN AT MADHUCOLOCY OF WARD NO - 10 WITHIN BIRNAGAR MUNICIPALITY UNDER AMADER PARA AMADER SAMADHAN SCHEME. Group-C			
4.	REPAIRING OF EXISTING C.C.ROAD FROM PRADIP DEYS HOUSE TO AGHAD DUTTAS HOUSE AT DUTTAPARA OF WARD NO - 12 WITHIN BIRNAGAR MUNICIPALITY UNDER AMADER PARA AMADER SAMADHAN SCHEME. Group-D			
5.	CONSTRUCTION OF MINI STAGE NEAR NABODAY CLUB AT HATPUKUR OF WARD NO - 13 WITHIN BIRNAGAR MUNICIPALITY UNDER AMADER PARA AMDER SOMADHAN SCHEME. Group-E			

For details please visit **www.wbtenders.gov.in & www.birnagarmunicipality.org**

Partha Kumar Chatterjee
Chairman
Birnagar Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/757/25-26 Dated 16.10.2025	Repair and Upgradation Work of Concrete Road from H/O Basudeb Bose towards H/O Samaresh Mondal at Thegoria in Ward No- 08 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name A.P.A.S., Booth No.-315,(Proposal Serial No.-01) Within 151, Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 319,677.02
WBMAD/ULB/ RSM/759/25-26 Dated 16.10.2025	Repair and Upgradation Work of RCC Covered Drain and Slab Casting from H/O Sanath Daptari towards Jora Pukur at Dakshin para in Ward No-08 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S., Booth No-299(Proposal Serial No.-02),Within 147 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 463,626.51
WBMAD/ULB/ RSM/761/25-26 Dated 16.10.2025	Repair and Upgradation Work of Concrete Road from H/O Pradip Naskar towards H/O KrishnaPada Naskar at Theghoria in Ward No. - 08 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-317, (Proposal Serial No.-09)Within 151, Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 138, 597.25
WBMAD/ULB/ RSM/762/25-26 Dated 16.10.2025	Repair and Upgradation Work of RCC Slab Casting Covered Drain from H/O Kalu Bhattacharya towards H/O Nakul Kayal at Dashani para in Ward No.- 08 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-317,(Proposal Serial No.-06) Within 151, Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 155,120.58
WBMAD/ULB/ RSM/763/25-26 Dated 16.10.2025	Repair and Upgradation Work of R.C.C. Slab from H/O Tinku Roy towards H/O Shyamal Saha at Biswaspara in Ward No. - 08 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-317, (Proposal Serial No.-04)Within 151, Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 104,514.35
WBMAD/ULB/ RSM/764/25-26 Dated 16.10.2025	Repair and Upgradation Work of Concrete Road from H/O Sandhya Mondal towards H/O Bimal Naskar at U.Dosani Para in Ward No. - 08 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-317, (Proposal Serial No.-02)Within 151, Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 105,042.87

Bid Submission end date: **15.11.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/800/25-26 Dated 17.10.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from Tamal Kanti Maity via Sahajan Ali Molla in Ward No.- 11, under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.- 54 (Proposal Serial No.: 01), within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 3,28,535.00
WBMAD/ULB/ RSM/801/25-26 Dated 17.10.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from Tushar Majumdar to Kaushik Mondal in Ward No.-11, under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.- 54 (Proposal Serial No.: 02), within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,26,549.00
WBMAD/ULB/ RSM/802/25-26 Dated 17.10.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from Uday Mondal to Debu Bayen in Ward No.- 11, under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.- 54 (Proposal Serial No.: 03), within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,32,290.00
WBMAD/ULB/ RSM/803/25-26 Dated 17.10.2025	Repair & Upgradation Work of Drain from Jogesh Mondal to 16' Main Road in Ward No.- 11, under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.- 54 (Proposal Serial No.: 07), within 147, Sonarpur Dakshin A.C	Rs. 1,59,165.00
WBMAD/ULB/ RSM/804/25-26 Dated 17.10.2025	Sal Bullah Pilling work at Dey Para near H/O Dr. Ashim Dey in Ward No-19, Under Rajpur-Sonarpur Municipality. (Project Name-A.P.A.S, Poling Station No-160, Proposal Sl No-1, Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,21,829.00
WBMAD/ULB/ RSM/805/25-26 Dated 17.10.2025	Upgradation of Surface Drain drainat Dey Para near H/o Ashim Dey in Ward No-19, Under Rajpur-Sonarpur Municipality. (Project Name-A.P.A.S, Poling Station No-160, Proposal Sl No-2, Within 147, Sonarpur Dakshin	Rs. 1,51,726.00
WBMAD/ULB/ RSM/806/25-26 Dated 17.10.2025	Upgradation of Concrete Road from H/O Rabindranatha Chakraborty towards H/O Dipak Karmakar at Dey Para in Ward no-19, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-160(Proposal Serial No-3) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,61,085.00
WBMAD/ULB/ RSM/807/25-26 Dated 17.10.2025	Upgradation of Concrete Road from H/O Kuntal China towards H/O Akash Chakraborty at Dey Para in Ward no-19, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-160(Proposal Serial No-4) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,50,747.00
WBMAD/ULB/ RSM/808/25-26 Dated 17.10.2025	Upgradation of Concrete Road from H/O Sikha Dey towards H/O Dr. Ashim Dey at Dey Para in Ward no-19, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-160(Proposal Serial No-5) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,93,204.00
WBMAD/ULB/ RSM/809/25-26 Dated 17.10.2025	Upgradation of drain & 4 Nos Culvert near H/O Subal Dey towards h/o Sushanta Majumder, Manabendra Pal & Joyanta Dey in Ward No-22, Under Rajpur-Sonarpur Municipality. (Project Name-A.P.A.S, Poling Station No-191, Proposal Sl No-1, Within 147, Sonarpur Dakshin	Rs. 2,59,663.00
WBMAD/ULB/ RSM/810/25-26 Dated 17.10.2025	Construction of concrete road from h/o joydeep Acharya towards h/o Apu Biswas in Ward no-22, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-191(Proposal Serial No-2) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C	Rs. 2,69,064.00
WBMAD/ULB/ RSM/811/25-26 Dated 17.10.2025	Construction of concrete road from h/oManabendra Pal towards Kishore Sangha Club in Ward no-22, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-191(Proposal Serial No-3) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,17,654.00
WBMAD/ULB/ RSM/812/25-26 Dated 17.10.2025	Construction of concrete road from h/o Tarak Saha towards h/o Swapan Bhattacharyee in Ward no-22, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-191(Proposal Serial No-4) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,33,872.00
WBMAD/ULB/ RSM/813/25-26 Dated 17.10.2025	Upgradation of concrete road from h/o kanai pal towards madhai kanji house, at sardar para in Ward No-22, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station-197, Proposal SL No- 2, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,64,950.00

Bid Submission end date: **06.11.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

আরোগ্য

সোমবার • ২০ অক্টোবর ২০২৫ • পেজ ৮

কালীপুজোর বাজি কি দুর্গাপুজোর অসুর?
দীপাবলিতে সকলের স্বাস্থ্য থাকুক ‘সবুজ’!

অনিন্দ্য কিশোর

হেমন্তের হিমেল হাওয়া আর উৎসবের আমেজ গায়ে জড়িয়ে, রাজ্যে হাজির কালীপুজো ও দীপাবলি।

আর দীপাবলি উৎসব মানেই তো আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাদের কাছে আলোর রোশনাই আর বাজি! কলকাতা-সহ সারা রাজ্যে বাজি পোড়ানোর উৎসব চলছে জোর কদমে। ঠিক যেমন অন্নদাশঙ্কর রায় লিখে ছিলেন, ‘বাজি! বাজি! বাজি! দারুণ তারি পাজি!’ লেজে আগুন দিলেই যারা ‘বন বন’ করে মন ঘোরায়, তুবড়ির মতো আলো দিয়ে চারপাশ ভরিয়ে দেয়, সেই বাজি নিয়েই তো আসল মজা।

কিন্তু কবি যখন লেখেন, ‘হাউই ছোটে শাঁ করে / আকাশটাকে ফাঁস করে’, তখন আজকের দিনে দাঁড়িয়ে একটা প্রশ্ন মনে আসেই। আকাশটাকে কি সে শুধু রঙিন আলোয় ফাঁস করে, নাকি বিষাক্ত ধোঁয়ায় ফাঁসিয়েও দেয়? এই ঝলমলে আনন্দের পিছনেই কি লুকিয়ে আছে দুর্গাপুজোর ভাসান হয়ে যাওয়া কোনও অসুর? ‘ওরে বাবা! কী আওয়াজ!’; এই ভয়টা কি শুধু কানের পর্দার জন্য, নাকি আমাদের ফুসফুসের জন্যও সত্যি? এবছর না হয় উৎসবের আনন্দটা একটু অন্য ভাবে ভাবা যাক! কেমন হয় যদি আমাদের দীপাবলি আলোর মতোই উজ্জ্বল আর স্বাস্থ্যের মতোই সবুজ হয়?

বাজির সেকাল চিন থেকে চৌরঙ্গী

বাজির এই যে ঝলমলে রূপ, তার ইতিহাস কিন্তু বেশ প্রাচীন এবং রোমাঞ্চকর। এর জন্ম হয়েছিল প্রায় হাজার বছর আগে সুদূর চিনে। শোনা যায়, নবম শতকে জনৈক চিনা রসায়নবিদ দৈবক্রমে বারুদ আবিষ্কার করে ফেলেন। প্রথমে দৈত্য-দানব তাড়ানো বা সামরিক সংকেতের কাজে লাগলেও, পরবর্তীকালে মঙ্গলউৎসবগুলিতে এর ব্যবহার শুরু হয়। সেই বারুদই রেশমপথ ধরে পৌঁছে যায় আরব দুনিয়া ও ইউরোপে। ইতালীয়রা তো একে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যায়। তাঁরা রঙিন আলোর খেলায় আকাশকে বানিয়ে তোলে ক্যানভাস।

ভারতে আতশবাজির আগমন ঘটে মূলত মুঘল আমলে, পঞ্চদশ শতক নাগাদ। বাবর-আকবরের মতো বাদশাহদের জমানায় রাজকীয় উৎসব, বিবাহ বা জয় উদযাপনে দেদার বাজি পোড়ানো হত। ধীরে ধীরে সেই রাজকীয় বিনোদন সাধারণ মানুষের উৎসবেও মিশে যায়। দীপাবলি বা কালীপূজার সঙ্গে আতশবাজির এই যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, তা কয়েকশো বছরের দীর্ঘ যাত্রার ফসল।

রোশনাই শুধু আকাশে নয়, অনেকের জীবনেও

আলোর এই উৎসবের পিছনে রয়েছে এক বিরাট অঙ্কের ব্যবসা। সারা ভারতে আতশবাজির বাজার প্রায় ৬,০০০ কোটি টাকার! এর প্রায় নব্বই শতাংশই আসে তামিলনাড়ুর শিবকাশী থেকে; যাকে বলা হয় ভারতের ‘বাজি-নগরী’। ভেবে দেখুন, এই শিল্পের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে প্রায় আট লক্ষ মানুষের সংসার চলে। বাজি তৈরির কারিগর থেকে শুরু করে, যাঁরা সেই বাজি ডিজাইন করেন, ট্রাকে করে দোকানে দোকানে পৌঁছে দেন এবং যাঁরা বিক্রি করেন; সকলের রুজিরুটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে। তাই বাজি পুরোপুরি বন্ধের কথা উঠলে, এই মানুষগুলির জীবনে কিন্তু উৎসবের আলো নিভে যাওয়ার ভয় থাকে।

শুধু ব্যবসা বা টাকাপয়সার দিকটাই নয়, এর একটা নির্মল আনন্দের দিকও তো আছে! প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ছোটরা এই দিনটার জন্য অপেক্ষা করে থাকে। বন্ধুদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কার রকেট কত উঁচুতে উঠল, কার তুবড়ির ফুলকি সবচেয়ে বড় হল; এই নিয়ে একটা মিষ্টি রেষারেষি চলে। এই ছোট ছোট মুহূর্ত, হইচই আর বিস্ময়; এগুলিই তো উৎসবের আসল স্মৃতি তৈরি করে, যা মোবাইল স্ক্রিনে পাওয়া যায় না। এই উত্তেজনা ছাড়া কালীপুজোর রাতটা যেন মশলা ছাড়া বিরিয়ানির মতোই অসম্পূর্ণ।

আদালতের কড়া ‘ক্লাস’, বাজির নতুন ‘সিলেবাস’

তবে আনন্দের সঙ্গে বিপদের কথাও ভাবতে হবে। তাই দেশের সর্বোচ্চ আদালত, অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্ট এবং পরিবেশ নিয়ে কাজ করা ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবুনাল যেন এক কড়া হেডমাস্টারের মতো বাজিদের জন্য নতুন নিয়ম চালু করেছে। তাঁদের স্পষ্ট নির্দেশ, পরিবেশের ক্ষতি করে এমন দুষ্টু বাজি পোড়ানো চলবে না। ব্যবহার করতে হবে ‘সবুজ বাজি’। সবুজ বাজি হল অনেকটা বাজির দুনিয়ার ‘ডায়েট কোক’-এর মতো! এতে ক্ষতিকারক রাসায়নিক কম থাকে এবং সাধারণ বাজির তুলনায় প্রায় ৩০ শতাংশ কম দূষণ ছড়ায়। শুধু তাই নয়, বাজি পোড়ানোর জন্য একটা নির্দিষ্ট সময়ও বেঁধে দেওয়া হয়েছে, অনেকটা স্কুলের ঘণ্টার মতো! উদ্দেশ্য একটাই; উৎসবের আনন্দ যেন কারও জীবনে বা পরিবেশে দীর্ঘস্থায়ী অভিশাপ হয়ে না দাঁড়ায়।

আলোর আড়ালে লুকিয়ে থাকা বিষাক্ত ভিলেন

বাজির ঝলমলে নীল, লাল বা সবুজ আলোর পিছনেই ঘাপটি মেরে বসে আছে একধিক রাসায়নিক দৈত্য। প্রতিটি রঙের জন্য এক-একটি বিষাক্ত মৌল দায়ী। যেমন, নীল আলোর জন্য কপার, লালের জন্য স্ট্রনশিয়াম, সাদার জন্য ম্যাগনেসিয়াম। বাজি পুড়লে এগুলি বাতাসে মিশে গিয়ে আমাদের নিঃশ্বাসের সঙ্গে সোজা শরীরে ঢুকে পড়ে, অনেকটা অদৃশ্য ভিলেনের মতো। দীপাবলির পরদিন সকালে বাতাসের স্বাস্থ্য এতটাই খারাপ হয়ে যায় যে, নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হয়। বাতাসে ভাসমান কণাগুলি (পিএম ২.৫) এতটাই ছোট যে, এদেরকে চুলের ডগার চেয়েও প্রায় ৩০ গুণ বেশি সূক্ষ্ম বলা যায়! এরা সহজেই ফুসফুসে ঢুকে মারাত্মক ক্ষতি করে।

শব্দের কথা তো ছেড়েই দেওয়া যাক! সাধারণ কথাবার্তা হয় ৬০ ডেসিবেলে। আর নিষিদ্ধ শব্দবাজিগুলি প্রায় ১৪০ ডেসিবেল পর্যন্ত শব্দ তৈরি করতে পারে। যা একটা জেট প্লেনের শব্দের সমান! এই কানফাটানো শব্দে সবচেয়ে বেশি কষ্ট পায় বাড়ির বয়স্ক মানুষ আর ছোট শিশুরা। ঠাকুমা-দাদুর বুক ধড়ফড় করে, ছোট্ট শিশুটি ভয়ে কেঁদে ওঠে। আর বাড়ির পোষ্য কুকুর বা বিড়ালটা? সে তো ভয়ে খাটের তলায় গিয়ে কাঁপে। ওদের কষ্টের দিকটিও তো আমাদেরই ভাবা উচিত, তাই না?

এক মুহূর্তের ভুল, সারা জীবনের মাশুল

এক মুহূর্তের অসাবধানতা ডেকে আনতে পারে সারা জীবনের কান্না। সরকারি হিসেব অনুযায়ী, প্রতি বছর বাজি পোড়াতে গিয়ে ভারতে কয়েক হাজার মানুষ মারাত্মক ভাবে অগ্নিদগ্ধ হয়। অসাবধানতায় জামাকাপড়ে আগুন লেগে যাওয়া বা হাতে বাজি ফেটে আঙুল উড়ে যাওয়ার মতো ভয়ঙ্কর ঘটনাও ঘটে। একটা ভুল রকেট উড়ে গিয়ে অন্যের বাড়ির জানালায় বা ছাদে পড়ে বড় অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে দিতে পারে। আর পশ্চিমবঙ্গের অবৈধ বাজি তৈরির কারখানাগুলি যেন এক-একটি টাইম বোমা! সেখানে বিস্ফোরণে বহু মানুষের প্রাণ গিয়েছে ইতিমধ্যে। তাই লালবাজার ও রাজ্য পুলিশ কড়া নির্দেশ দিয়েছে, শুধুমাত্র নির্দিষ্ট সময়ে (কালীপুজোয় রাত ১০টা পর্যন্ত) সবুজ বাজি পোড়ানো যাবে। নিয়ম ভাঙলে কিন্তু, কড়া শাস্তি অবধারিত। তাই, ভেবে দেখার সময় এসেছে। কোনওরকম বাজি কি না পোড়ালেই নয়?

বিপদের মুহূর্তে, প্রথম পদক্ষেপ

দীপাবলিতে অসাবধানতায় পুড়ে যাওয়ার ঘটনা প্রায়শই ঘটে। এমন পরিস্থিতিতে আতঙ্কিত না হয়ে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। কারও হাত বা শরীরের কোনও অংশ পুড়ে গেলে, অবিলম্বে সেই স্থানটি অন্তত ১০-১৫ মিনিট ধরে প্রবহমান ঠান্ডা জলের (কলের জল) ধারার নীচে রাখুন। এতে জ্বালা কমার পাশাপাশি ক্ষত গভীর হওয়া আটকানো যায়। মনে রাখবেন, ক্ষতে সরাসরি বরফ, টুথপেস্ট, কালি বা কোনওরকম ঘরোয়া মলম লাগাবেন না। কারণ, এতে সংক্রমণ বাড়ে। ক্ষতের উপর ফোস্কা পড়লে তা ফাটানোর চেষ্টা করবেন না। ক্ষতস্থানটি একটি পরিষ্কার, জীবাণুমুক্ত গজ বা কাপড়ের টুকরো দিয়ে হালকা ভাবে ঢেকে দিন।

যদি পোড়ার মাত্রা বেশি হয়, ক্ষত গভীর হয় অথবা মুখ, চোখ বা শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অংশে আঘাত লাগে, তবে বিন্দুমাত্র দেরি না করে নিকটবর্তী হাসপাতাল বা চিকিৎসকের কাছে যান। গুরুতর অগ্নিদগ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে ঘরোয়া চিকিৎসার উপর ভরসা না করে অবিলম্বে হাসপাতালে ভর্তি করাই একমাত্র সঠিক সিদ্ধান্ত।

কী করবেন আপনি?

মোদ্দা কথা, আনন্দ এবং ঐতিহ্য রক্ষার পাশাপাশি পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার দায়িত্বও আমাদেরই। উৎসবের আলো যেন কারও জীবনে অন্ধকার ডেকে না আনে। সেই ভারসাম্য রক্ষা করা জরুরি। বাজি কি শুধুই ‘পাজি’, নাকি তার ভাল দিকটিও আছে; এই সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত আপনার বিবেচনার উপরেই নির্ভরশীল। উৎসব হোক সবুজ স্বাস্থ্যের জন্য। উৎসব হোক আলোর!

চলুন, প্রতিজ্ঞা করি; ‘আলোয় ভরা হোক জীবন, ধোঁয়ায় নয়।’

বাজির পক্ষে
বাজির নেশাটা ছাড়তে পারলাম কই?

মোনালিসা পালচৌধুরী, গৃহবধূ, বেহালা

একজন গৃহবধূ হিসেবে স্বীকার করতেই হচ্ছে, বাজি নিয়ে আজকাল কত সচেতনতা। দূষণ আর বয়স্কদের শ্বাসকষ্টের কথা ভাবলে মনটা সত্যিই খারাপ লাগে। আমি নিজেও কানফাটানো শব্দবাজিকে বরাবর ভয় পাই। ওটা আমার একদম পছন্দ নয়। কিন্তু দীপাবলির আনন্দ বলতে আমি আজও বুঝি আলোর রোশনাই। ছোটবেলা থেকে এই আলো ও বাজির নেশাটা ছাড়তে পারলাম কই? কলকাতায় থাকি বলে এখন নিয়ম আর জায়গার অভাবে সেই উৎসবে ভাঁটা পড়েছে। যা স্বাস্থ্যের পক্ষে অবশ্যই মঙ্গলজনক। তবু, সত্যি বলতে, মনটা এখনও সেই আধাগ্রাম হালিসহরের বাড়ির ফাঁকা কালিমাঠের জন্য মন আনচান করে। যেখানে প্রাণ খুলে তুবড়ি আর চরকির নির্মল আলোয় ভেসে যাওয়ার আনন্দটাই ছিল অন্যরকম। যাইহোক, সবাইকে জানাই দীপাবলির শুভেচ্ছা।

বাজির বিপক্ষে
ধোঁয়া নয়, আলো চাই এই উৎসবে

জীতেন্দ্রনাথ জানা, সহশিক্ষক, হুগলি

দীপাবলির মজাটা যেন অন্য কারও ভোগান্তির কারণ না হয়ে দাঁড়ায়। উৎসবের নামে আমরা যে দেদার বাজি পোড়াই, সেটা বাতাসকে স্রেফ বিষিয়ে দেয়। সালফার ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড ছাড়াও পারদ, ক্যাডমিয়ামের মতো সাংঘাতিক সব ধাতু বাতাসে মিশে যায়। ফলে ধূলিকণায় আকাশ ছেয়ে যায় এবং সোজা আমাদের ফুসফুসে ঢুকে শ্বাসকষ্ট আর হার্টের অসুখ ডেকে আনে। বিপদ শুধু আমাদের নয়; নিরীহ পশুপাখি, গাছপালা সবারই মারাত্মক ক্ষতি হয়। তাই এবার বাজিকে ‘টা-টা’ বলার সময় এসে গেছে। আসুন, তার বদলে ফানুস ওড়াই বা নিজের হাতে সুন্দর করে প্রদীপ সাজাই। কাগজ কেটে নানা রকম ল্যাম্প বানিয়েও ঘর সাজানো যায়। বাজির ক্ষতিকর ধোঁয়া নয়, বরং আলো, রঙ ও সৃজনশীলতার এই মেলবন্ধনেই ফুটে উঠুক আমাদের সত্যিকারের উৎসব।

কী করবেন, কী করবেন না

করণীয়

- কেবলমাত্র অনুমোদিত সবুজ বাজি ব্যবহার করুন।
- খোলামেলা ও নিরাপদ জায়গায় বাজি পোড়ান।
- পাশে জল বা বালিভর্তি বালতি অবশ্যই রাখুন।
- সিন্থেটিক নয়, সুতির পোশাক পরে বাজি পোড়ান।
- বাড়ির বয়স্ক ও অসুস্থদের কথা ভুললে চলবে না।
- বাজি পোড়ানোর সময় সর্বদা জুতো পরে থাকুন।

বর্জনীয়

- নিষিদ্ধ শব্দবাজি বা চিনা বাজি একদম নয়।
- বাড়ি, প্যান্ডেল বা দাহ্য বস্তুর কাছে পোড়াবেন না।
- ছোটদের একা বাজি পোড়াতে দেবেন না।
- হাতে ধরে কোনও বাজি জ্বালাবেন না!
- পশু-পাখিদের কাছাকাছি শব্দবাজি ফাটাবেন না।
- না জ্বলা বাজিতে, পুনরায় আগুন দেবেন না।

চিকিৎসা ব্যবস্থার মেরুদণ্ড পর্দার আড়ালে থাকা অ্যানাস্থেসিয়া বিভাগ

শুভজিৎ বসাক

আধুনিক চিকিৎসার জগতে সার্জারি বা শল্য চিকিৎসা এখন অত্যন্ত অপরিহার্য যেখানে প্রয়োজন অনুযায়ী কম বা বেশি কাটাকুটির প্রয়োজন হয়, ঠিক তেমনই রোগীরা এখন চান ব্যথাহীন চিকিৎসা পরিষেবা। এই গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা মেটাতেই অপরিহার্যভাবে যুক্ত হয়েছে অ্যানাস্থেসিয়া বিভাগ। সময়ের সাথে সাথে এই বিভাগ অনেক আধুনিক হলেও, এর গুরুত্ব এখনেথা বহুলাংশে আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। বিগত ১৬ই অক্টোবর ‘বিশ্ব অ্যানাস্থেসিয়া দিবস’ উপলক্ষ্যে পর্দার আড়ালে থাকা এই বিভাগটির গুরুত্ব, ইতিহাস এবং বিশেষায়িত ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যাক।

অ্যানাস্থেসিয়া বা ‘অজ্ঞান করা’ হলো অপারেশনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। হার্টের অপারেশন থেকে শুরু করে অ্যাপেন্ডিক্স বাদ দেওয়া, সিজারিয়ান ডেলিভারি, কিংবা যেকোনো বড় ধরনের সার্জারি;প্রতিটিতেই দরকার হয় বিভিন্ন ধরনের অ্যানাস্থেসিয়া। আর এই কঠিন দায়িত্ব পালন করেন একমাত্র অ্যানাস্থেসিওলজিস্টরাই। অ্যানাস্থেসিয়ার সহজ মানে হলো অবেদন বা অচেতনতা; অর্থাৎ রোগীকে ব্যথামুক্ত করে অপারেশন করা।

আধুনিক অ্যানাস্থেসিয়ার জনক হলেন স্যার ডব্লিও. টি. জি মর্টন। ১৮৪৬ সালের ১৬ অক্টোবর, এই আমেরিকান দাঁতের ডাক্তার রোগীকে ‘ইথার’ ব্যবহার করে প্রথম সফলভাবে অজ্ঞান করেন এবং সেই দিনটিকেই অ্যানাস্থেসিয়ার জন্মলগ্ন হিসেবে ধরা হয়। এই আবিষ্কারের আগে, সার্জারি ছিল এক বিভীষিকা। সেই সময় খুব কম এবং ছোট আকারের অপারেশন করা সম্ভব হতো। শুধু মাত্র শরীরের উপরের অংশে ফোড়া কাটা, হাত-পা কেটে ফেলা (অঙ্গচ্ছেদ), কিংবা মূত্রথলির পাথর অপসারণের (পাথর কাটা) মতো অস্ত্রোপচারই হতো। পেট, বুক বা মাথার খুলির ভেতরের অংশ ছিল চিকিৎসকের জন্য প্রায় অনধিগম্য (No-Go)। অ্যানাস্থেসিয়ার আবিষ্কার সেই ভীতিকে চিরতরে দূর করে অস্ত্রোপচারকে এনে দিয়েছে আরামদায়ক ও ভীতিমুক্ত পরিসরে।

বিশেষায়িত সার্জারিতে অ্যানাস্থেসিওলজিস্টদের বহুমুখী ভূমিকা

অ্যানাস্থেসিওলজিস্টরা শুধু রোগীকে অজ্ঞান করেই ক্ষান্ত হন না; অপারেশনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁরা রোগীর জীবনদায়ী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের (হার্ট, ফুসফুস, মস্তিষ্ক) কার্যকলাপ সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করেন এবং রোগীর রক্তচাপ, হৃদস্পন্দন, শ্বাস-প্রশ্বাসের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁদের কাজ বিশেষায়িত সার্জারিতে আরও চ্যালেঞ্জিং হয়ে ওঠে

১. জেনারেল সার্জারি ও ইউরোলজি: অ্যাপেন্ডিক্স, গলব্লাডার বা মূত্রনালীর মতো সাধারণ অস্ত্রোপচারগুলোতে তাঁরা রোগীর বয়স, শারীরিক অবস্থা এবং অপারেশন চলাকালীন রক্তপাতের ঝুঁকির ওপর নির্ভর করে জেনারেল বা স্পাইনাল অ্যানাস্থেসিয়া প্রদান করেন এবং রোগীর স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করেন।

২. কার্ডিও থোরাশিক ভাস্কুলার সার্জারি (CTVS) : হার্ট এবং ফুসফুসের জটিল অপারেশনে (যেমন বাইপাস সার্জারি) রোগীর প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের কার্যকারিতা ধরে রাখা অত্যন্ত জরুরি। এ ক্ষেত্রে তাঁরা অত্যাধুনিক মনিটরিং ব্যবহার করে জটিল পরিস্থিতি সামাল দেন এবং বাইপাস মেশিনের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করেন।

৩. নিউরো সার্জারি: মস্তিষ্কের অপারেশনের সময় অ্যানাস্থেসিওলজিস্টদের আরও সতর্ক থাকতে হয়। মস্তিষ্কের ভেতরে চাপ (Intracranial Pressure) নিয়ন্ত্রণ করা, রক্ত ও অক্সিজেনের সরবরাহ বজায় রাখা এবং প্রয়োজনে রোগীকে অপারেশন চলাকালীন জাগিয়ে তুলে (Awake Craniotomy) তাঁর স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করার মতো কঠিন কাজও তাঁদের করতে হয়।

৪. শিশু বিভাগের সার্জারি: শিশুদের শরীর অত্যন্ত সংবেদনশীল। এক বছরের কম বয়সী শিশুর ওজন ও শারীরিক গঠনের কথা মাথায় রেখে সঠিক মাত্রায় অ্যানাস্থেসিয়া প্রয়োগ করা এবং তাদের নাজুক শ্বাসতন্ত্র ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা এক বিশাল চ্যালেঞ্জ, যা শুধুমাত্র বিশেষজ্ঞ পেডিয়াট্রিক অ্যানাস্থেসিওলজিস্টরাই সামলাতে পারেন। আধুনিক অ্যানাস্থেসিয়া মেশিন ও উন্নত মনিটরিং ব্যবস্থা যোগ হওয়ায় নিরাপদ অ্যানাস্থেসিয়া এখন হাতের মুঠোয়। তবে রোগীর অবস্থা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করাই হলো নিরাপদ অ্যানাস্থেসিয়ার মূল ভিত্তি।

অত্যাধুনিক নার্ভ ব্লক; ব্যথামুক্তির নতুন দিগন্ত

রোগীর অস্ত্রোপচারের পরবর্তী তীব্র ব্যথা কমানোর জন্য অ্যানাস্থেসিওলজিস্টরা আজকাল বিভিন্ন অত্যাধুনিক ‘নার্ভ ব্লক’ কৌশল ব্যবহার করছেন। এই পদ্ধতিতে, আল্ট্রাসাউন্ড যন্ত্রের (Ultrasound Machine) সাহায্যে শরীরে নির্দিষ্ট একটি স্নায়ুকে (নার্ভ) চিহ্নিত করে তার আশেপাশে ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। এতে কেবল সেই নির্দিষ্ট এলাকার অনুভূতি (ব্যথা) সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু রোগীর জ্ঞান থাকে। যেমন;হাত বা পায়ের কোনো সার্জারির জন্য পুরো শরীর অজ্ঞান না করে শুধু সেই অঙ্গের ব্যথা নিয়ন্ত্রণের জন্য নার্ভ ব্লক করা হয়। এই কৌশলটি শুধু অপারেশন পরবর্তী ব্যথাকেই কমায় না, বরং এর ফলে রোগীকে অতিরিক্ত ব্যথানাশক ওষুধ কম খেতে হয় এবং দ্রুত আরোগ্য লাভ সম্ভব হয়।

প্রসবের বেদনা দূরীকরণ এক বিশাল চ্যালেঞ্জ

বিভিন্ন তথ্যে প্রসবের ব্যথাকে মহিলাদের জীবনের সবচেয়ে তীব্র ব্যথা হিসেবে বর্ণনা করা হয়। বর্তমানে, আঞ্চলিক অ্যানালজেসিয়া (Regional Analgesia) পদ্ধতিকে প্রসবের ব্যথা কমানোর জন্য ‘স্বর্ণ মানদণ্ড’ (Gold Standard) হিসেবে দেখা হয়। পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে এটি নিরাপদ প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও, আমাদের দেশে এখনো বেশিরভাগ মহিলার জন্য ব্যথামুক্ত প্রসবের এই ব্যবস্থা সহজলভ্য নয়। হাসপাতালে রোগীর অত্যাধিক চাপ, যন্ত্রপাতি কেনার বেশি খরচ এবং ডাক্তার-রোগীর অনুপাত কম থাকা এর প্রধান কারণ। এই সমস্যা দূর হলে লেবার অ্যানালজেসিয়ার আধুনিক ক্ষেত্রে ‘এপিডুরাল অ্যানালজেসিয়া’ সবচেয়ে নিরাপদ ও কার্যকর মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে পারে।

মূলতঃ গুরুত্বপূর্ণ অ্যানাস্থেসিওলজি বিভাগের জন্য আধুনিক প্রযুক্তিগত চিকিৎসা ব্যবস্থায় মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের অন্তর্ভুক্তি-

একথা অনস্বীকার্য ভাবে প্রকাশ্য যে অ্যানাস্থেসিয়া ছাড়া যেকোনো অস্ত্রোপচার আধুনিক বিশ্বে একপ্রকার অভাবনীয় এবং বিভাগটি সমৃদ্ধি লাভ করেছে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে ভাবনায় ও প্রযুক্তিতে। প্রযুক্তি নির্ধারিত হয় বিভিন্ন আধুনিক যন্ত্রপাতির যথাযথ ব্যবহারে। অভিজ্ঞ অ্যানাস্থেসিওলজিস্টদের উপস্থিতি মূলতঃ অপারেশন থিয়েটার ও ক্রিটিক্যাল কেয়ার বিভাগে হওয়ায় এবং আধুনিকীকরণের কথা মাথায় রেখে এই দুই পরিসরে নির্দিষ্ট ভাবে অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্ট এবং ক্রিটিক্যাল কেয়ার টেকনোলজিস্টদের নিয়োগ সারা বিশ্বে তাঁদের কাজকে সহজাত করেছে। এই নির্দিষ্ট মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টরা হয়ে উঠেছে তাঁদের চোখ এবং বৃহৎ রোগী পরিষেবায় অনবরত কাজ করে চলেছে। সেই লক্ষ্যেই স্থিরতা রেখে অ্যানাস্থেসিওলজি বিভাগের কাজকে আরও মসৃণতার সাথে করতে ও করাতে এই মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের স্নাতক ও ডিপ্লোমা স্তরে আধুনিক প্রযুক্তিগত চিকিৎসা পরিষেবায় ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষিত করে চিকিৎসা পরিষেবায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ব্যবহার করছে। যদিও এই মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের বহুক্ষেত্রে অবমাননাকর কাজে কিছু নির্দিষ্ট বিভাগ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের ভুল বুঝিয়ে করাতে বাধ্য করা হয়, তবে দিনের শেষে সত্য প্রকাশ্য ও উদঘাটিত থাকায় এই মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের গুরুত্ব অক্ষুণ্ন থাকে যা প্রশংসনীয়।

গুরুত্বের মূল্যায়ন ও পথরেখা

অ্যানাস্থেসিওলজিস্টরা অপারেশনের আগে রোগীদের সাথে কথা বলার খুব বেশি সুযোগ পান না, তাই তাঁরা কাজ করে যান আড়ালে। অপারেশনের আগে বাধ্যতামূলকভাবে রোগীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা (Pre-anaesthetic Check up) চালু হলে, রোগীরা আগে থেকেই অ্যানাস্থেসিওলজিস্টদের সাথে পরিচিত হতে পারবে। এতে ডাক্তাররা রোগীর শারীরিক অবস্থা ভালোভাবে জানতে পারবেন এবং রোগীকে অস্ত্রোপচার ও অ্যানাস্থেসিয়া প্রক্রিয়া সম্পর্কে বুঝিয়ে আশ্বস্ত করতে পারবেন।

অ্যানাস্থেসিওলজিস্টরা অপারেশনের সময় রোগীর জীবন রক্ষার মতো বিশাল দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে সার্জনদের ফি-এর তুলনায় তাঁদের ফি অনেক কম। এই বেতন বৈষম্যের কারণে অনেকেই অ্যানাস্থেসিওলজিস্ট হিসেবে ক্যারিয়ার গড়তে চান না, যার ফলস্বরূপ দেশে এই বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের অভাব আজও বিদ্যমান।

এই বিভাগের গুরুত্ব অনুধাবন ও সঠিক মূল্যায়নই পারে চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আরও নিরাপদ এবং উন্নত করে তুলতে।